মহাকবি

ভিক্টর হিউগোর

লা মিজারেবল্।

(দীনের কাহিনী)

"রিজিয়া" প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন রায় বি, এল,

কর্ত্তৃক

অনূদিত।

[illegible]াতা।

১৯১৪।

মূল্য এক টাকা চারি আনা [illegible]

কলিকাতা

৪১ নং হ্যারিসন রোড,

"নাগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে

প্রিণ্টার শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবতরণিকা।

অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য থাকে না—সত্য। কিন্তু ভাবের বিনিময় ব্যতিরেকে ভাষার পুষ্টি সাধিত হয় না। ধরিত্রী বিপুলা—রত্ন-ময়ী, প্রাণময়ী, ভাবময়ী। আমরা কূপ-মণ্ডুক। আমাদের জ্ঞান কূপের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ। কবির অমর তুলিকা-লাঞ্ছনে জীবনের চিত্র যে কিরূপ মনোহর হয়, মানব-কল্পনা যে কত উচ্চস্তরে উঠিতে পারে, মহাকবি ভিক্টর হিউগোর "লা মিজারেব্‌ল্‌" তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

তাই—বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে সেই অমৃতের একটু রসাস্বাদন দান-কল্পে, গ্রন্থকারের এই ক্ষীণ প্রয়াস।

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে আমি আমার কয়েকজন নিতান্ত আত্মীয়ের সহিত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বায়োস্কোপে "লা মিজারেব্‌ল্‌" দেখিতে যাই। সেই রাত্রিতে যে আনন্দ আমি উপভোগ করি, জানিনা, এ জীবনে আর তাহা পাইব কি না।

সেই স্নেহময়ী স্মৃতিকে চিরতরে জাগরূক রাখা আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের অন্যতর উদ্দেশ্য। ইতি—

কলিকাতা,
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

বিনীত
গ্রন্থকার।

পরিদর্শন করিতে হয়। সেইজন্য সকল বিশপই গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া থাকেন। বিশপ মিরিয়েল, ডি—নগরে আসিয়াই, অনাবশ্যক বোধে, গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া দিলেন। সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তিনি দরিদ্রের সাহায্যার্থে ব্যয় করিলেন। তাই বলিয়া তাঁহার নিয়মিত পরিদর্শন কার্য্যে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইল না। নিকটস্থ গ্রামে তিনি পদব্রজেই যাতায়াত করিতেন। দূরের জন্য একটি ক্ষুদ্র অশ্ব রাখিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার সেই অশ্বটি অসুস্থ ছিল। বিশপের সেদিন এক দূরবর্ত্তী নগরে ধর্ম্মমন্দির পরিদর্শনের পালা। কি করিবেন? একটি গর্দ্দভ ভাড়া করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বিশপ মিরিয়েল সেই নগরে উপস্থিত হইলেন। বিশপকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঐ নগরের মেয়র ও বড় বড় লোক সকলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশপকে এই অদ্ভুত যানে আসীন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। গ্রামের দুষ্ট বালকেরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কেহ কেহ বিদ্রূপের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। বিশপ মিরিয়েলের অবস্থা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি মেয়র ও সমবেত ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়গণ! আপনাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যে যানে একদিন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আরোহণ করিয়াছিলেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোকের সেই যানে আরোহণ অতিমাত্র স্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি স্পর্দ্ধার জন্য ইহা করি নাই। প্রয়োজনবশতঃই আমাকে এই যানের শরণ লইতে হইয়াছে।"

অতিথি ও আর্ত্তের জন্য বিশপ মিরিয়েলের দ্বার সর্ব্বদা অবারিত ছিল। পীড়িতের সেবার জন্য, মৃতের অন্তিম ক্রিয়ার জন্য, প্রয়োজন হইলে গভীর রাত্রিতেও বিশপ মিরিয়েলকে পাওয়া যাইত। ধর্ম্মজীবনে

যেরূপ কর্ম্মজীবনেও বিশপ মিরিয়েলের চিন্তা সেই এক। বিশপ সাংসারিক দৈন্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে দৈন্যে নিরানন্দের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার জীবন স্বর্গীয় বিমল আনন্দে পূর্ণ। বৃদ্ধাবস্থায় রাত্রিতে নিদ্রা কম হয়। বিশপও অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু যে টুকু ঘুমাইতেন সে টুকু খুব গভীর। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া তিনি এক ঘণ্টা একান্তে উপাসনা করিতেন। তৎপরে মন্দিরে যাইয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সহিত কিছুক্ষণ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। উপাসনান্তে গৃহে ফিরিয়া এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও এক টুকরা রুটী দ্বারা প্রাতর্ভোজন সমাধা করিতেন। ভোজন সমাপনান্তে তিনি কখনও কখনও একখানি ছোট নিড়ানি লইয়া জমি নিড়াইতেন। কখনও কখনও ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন। এই উভয়বিধ কার্য্যকে তিনি একই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বিশপ বলিতেন "মনুষ্যের মন একখানি সুন্দর উদ্যান ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

বিশপের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার বাড়ীর সমস্ত দরজা গুলির তালা খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। দরজাগুলি অর্গল দ্বারা আবদ্ধ থাকিত মাত্র। তাঁহার ভগ্নি ব্যাপ্টিষ্টিন্ ও পরিচারিকা ম্যাডাম্ ম্যাগ্লোয়ার প্রথম প্রথম একটু ভয় পাইতেন। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে কোন আপৎপাতের আশঙ্কা নাই তখন আর কিছু বলিতেন না। বিশপ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন "যে চিকিৎসকের দ্বার কখনও রুদ্ধ থাকা উচিত নহে, ধর্ম্ম-যাজকের দ্বার সর্ব্বদা খোলা রাখা উচিত।"

এইরূপে, উপাসনায়, উপদেশে, ভিক্ষা দানে, আর্ত্তের ও বিপন্নের রক্ষণে, উদ্যানকর্ষণে, অতিথির অভ্যর্থন ও আপ্যায়নে, সাধু চিন্তায়, সরল বিশ্বাসে, ভগবৎ-প্রেম-জনিত পূর্ণানন্দে, সাধু বিশপ মিরিয়েলের জীবন পূর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবঘুরে।

ইংরাজী ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন অপরিচিত ভবঘুরে আসিয়া এই ক্ষুদ্র ডি—নগরে প্রবেশ করিল। এই নবাগত ভবঘুরের খোস্‌খৎ চেহারা যে দেখিল সেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইলেও, তাহার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব সবল মাংসল দেহ দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহার দেহ এখনও যৌবন-সুলভ তেজে পূর্ণ। তাহার মস্তকে একটি ছিন্ন চামড়ার টুপী। মুখ হইতে দরদর ধারে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তাহার পরিধানে একটি জীর্ণ টিকিনের পায়জামা। গায়ে একটি ছিন্ন হরিদ্রা রংয়ের বোতাম-বিহীন কালিকোর সার্ট। সেই দ্বিধা-বিভক্ত আঙ্গরাখার মধ্য দিয়া, তাহার লোমশ বক্ষঃস্থল দেখা যাইতেছিল। সেই সার্টের উপরে একটি জীর্ণ নীল বর্ণের কোর্ট্। তাহাও সার্টের ন্যায় বোতাম-বিহীন। একটা প্রকাণ্ড ঝুলি, তাহার স্থূল যষ্টির অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকিয়া, তাহার পেশীবহুল পৃষ্ঠোপরি লম্বিত রহিয়াছে। তাহার পাদযুগ্ম আজানু ধূলি-ধূসরিত ও ঘর্ম্ম-কলঙ্কিত। লোকটিকে দেখিলেই বোধ হয় যে সে ভয়ানক পরিশ্রান্ত—পর্য্যটন-ক্লান্ত। যে রাজপথ ধরিয়া এই লোকটি আসিতেছিল তাহার পার্শেই সহর কোতোয়ালী। কোতোয়ালীর দ্বারে একজন সশস্ত্র প্রহরী পরিক্রমণ করিতেছিল। লোকটি তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। প্রহরী একবার স্থির দৃষ্টিতে লোকটির আপাদ মস্তক দেখিয়া

লইল। অস্পষ্টভাবে কি বলিতে বলিতে সে কোতোয়ালীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। রাজপথ জনশূন্য হইতে আরম্ভ হইল। লোকটী অনন্যোপায় হইয়া একটি পান্থ-নিবাসে প্রবেশ করিল। আবাসের অধ্যক্ষ তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত। একজন আগন্তুকের প্রবেশ বুঝিতে পারিয়া, রন্ধন পাত্রের দিক হইতে মুখ না তুলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি চান?"

আগন্তুক। "রাত্রির আহার্য্য ও থাকিবার স্থান"।

অধ্যক্ষ। "দুই-ই এখানে পাইবেন।"

এতক্ষণে মুখ উঠাইয়া আগন্তুকের দিকে সসন্দেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষ বলিল "দাম?" আগন্তুক তাহার জীর্ণ কোটের বুকের পকেট হইতে একটী বৃহৎ চামড়ার ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল "আমার নিকট টাকা আছে।" অধ্যক্ষ বলিল "তাহা হইলে আপনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা পাইবেন।" আগন্তুক আবার তাহার মণিব্যাগটী ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। দ্বারের একপার্শ্বে তাহার যষ্টি ও ঝুলি রাখিয়া অবসন্নভাবে একখানি টুল লইয়া বসিয়া পড়িল। আগন্তুকের অবস্থা এবং চেহারা দেখিয়া পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষ অত্যন্ত সন্দেহাকুলিত হইয়া পড়িল। উৎসুকভাবে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "খাবার কখন প্রস্তুত হইবে?" হোটেল-স্বামী উত্তর করিল "এখনই।" এই সময়ে সে আস্তে আস্তে একখানি পুরাতন সংবাদপত্রের কোণ্ ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্সিলে কি লিখিয়া একটি বালক ভৃত্যের হস্তে সেইখানি দিল এবং ভৃত্যের কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। ভৃত্য সেই পত্রখানি লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে

একেবারে কোতোয়ালীতে গিয়া উপস্থিত হইল। আগন্তুক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না। সে তখন অবসন্ন-দেহে শূন্য-মনে আপন দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। ভৃত্যটি ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র হোটেল-স্বামীর হস্তে দিল। সে অতি ব্যস্ত-ভাবে পত্রখানি পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ আপন মনে কি চিন্তা করিল। পরে একেবারে আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়া বলিল "মহাশয়! আমি আপনাকে এখানে স্থান দিতে পারি না।" আগন্তুক বজ্রাহতের ন্যায় তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কাতরভাবে বলিল "কেন মহাশয়! আপনার যদি ভয় হইয়া থাকে, যে আমি আপনার দাম দিতে পারিব না, না হয় আপনি অগ্রিম লউন।"

হোটেল-স্বামী। "আমার শয়ন গৃহ খালি নাই।"

অতি সংযত ভাবে আগন্তুক উত্তর করিল "আমাকে আস্তাবলে একটু জায়গা দিন।"

হোটেল-স্বামী বলিল "আস্তাবলে জায়গা নাই। সব ঘোড়ায় ভরা।"

আগন্তুক বলিল "তাহা হইলে সিঁড়ির পাশে একটু স্থান ও এক আঁটি বিচালি দেন, আমি কোন মতে রাত্রি কাটাইব।"

হোটেল-স্বামী রুক্ষভাবে কহিল "আমি তোমাকে খাবার ও দিতে পারিব না।"

আগন্তুক বলিল "সে কি কথা! দেখিতেছ না আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি সকাল থেকে পথ চলিতেছি। সমস্ত দিনে বারো লিগ্ হাঁটিয়া আসিয়াছি। আমি পয়সা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে আহার্য্য দাও।"

হোটেল-স্বামী রুক্ষভাবে উত্তর করিল "আহার্য্য আমার নাই।"

আগন্তুক এইকথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি

বিদ্রুপের হাসি নহে। তাহা তীব্র নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ও কঠোর যন্ত্রণার পরিচায়ক। আগন্তুক থরে থরে সজ্জিত পক্ক ও পচ্যমান খাদ্যের দিকে দেখাইয়া বলিল "ও সব কি ?"

পান্থনিবাসাধ্যক্ষ বলিল "ওসব খরিদ্দারগণ কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তোমার নিকট অত কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই! বল তুমি যাইবে কি না? আমি তোমাকে আহার্য্য দিতে, কিম্বা বিশ্রামের স্থান দিতে পারিব না। তুমি কে—আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। শুনিবে কি? তুমি জন ভলজীন! শুনিলে ত'! এখন আস্তে আস্তে অন্যত্র যাও।"

আগন্তুক একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার যষ্টি ও ঝুলি তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। ক্ষুধায় কাতর, পরিশ্রমে অবসন্ন, মানসিক যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে খিন্ন, জন ভলজীন এক টুকরা রুটীর জন্য নগরের প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নিজের অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে একটী পরিত্যক্ত বাটীর সোপানের উপরে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

একটি বৃদ্ধা মহিলা সেই সময়ে গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। জন ভলজীনকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া তিনি বলিলেন "বন্ধু! তুমি ওখানে কি করিতেছ ?"

রুক্ষভাবে ভলজীন উত্তর করিল "তোমার চক্ষু নাই? দেখিতেছ না আমি শয়নের উদ্যোগ করিতেছি।"

স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "কি বলিলে! তুমি ওই সিঁড়ির উপরে পাথরে শুইয়া রাত কাটাইবে ?"

ভলজীন উন্মত্তের ন্যায় বিকট হাসি হাসিয়া কহিল "উনিশ বৎসর ধরিয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত শয্যায় আমি অভ্যস্ত হইয়াছি, এখন প্রস্তরের শয্যা কেমন দেখা যাউক।"

স্ত্রীলোক। ওঃ! তুমি বুঝি সৈনিকের কাজ করিতে?

ভলজীন। হাঁ।

স্ত্রীলোক। তুমি কোন সরাইয়ে যাও না?

ভলজীন। পয়সা নাই।

স্ত্রীলোকটি একটু দুঃখিতভাবে বলিল "তাইত' আমার ও সঙ্গে বেশী কিছু নাই। দুইটী পেনি আছে।

ভলজীন। তাহাই আমাকে দিতে পার।

স্ত্রীলোকটি ভলজীনকে পেনি দুইটি দিয়া বলিলেন "দুই পেনিতে বোধহয় তোমাকে কোন সরাইয়ে রাত্রি কাটাইতে দিবে না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার। না হয়তো কোন গৃহস্বামী তোমাকে আজ রাত্রির মত আশ্রয় দিতে পারে।"

ভলজীন। আমি এই নগরের প্রতি গৃহে গৃহে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছি।

মহিলা। বটে!

ভলজীন। এবং কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হইয়াছি।

বৃদ্ধা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বিশপ মিরিয়েলের আবাস দেখাইয়া বলিলেন "তুমি বোধ হয় ঐ বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার চেষ্টা কর নাই?"

ভলজীন বলিল "না।"

বৃদ্ধা বলিলেন "তবে ওই বাড়ীতে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।"

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলেন। ভলজীন আস্তে আস্তে উঠিয়া বিশপ মিরিয়েলের আবাস-অভিমুখে গেল।

বিশপ মিরিয়েলের আজ সান্ধ্য ভ্রমণের পরে বাড়ী ফিরিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। তিনি ঘরে বসিয়া "মানবের কর্ত্তব্য" নামক একটী গবেষণা-

পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। ম্যাডাম ম্যাগ্‌লোয়ার আসিয়া আলমারী হইতে বাসনাদি নামাইতেছেন, দেখিয়া বিশপ বুঝিলেন যে নৈশ-ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং তাঁহার ভগ্নি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি পুস্তক বন্ধ করিয়া তিনি কক্ষান্তরে গিয়া দেখেন যে মেজে আহার্য্য সজ্জিত। ম্যাডামইজিল্ ব্যাপ্‌টিষ্টিন্ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশপ তাঁহার নিয়মিত আসনে উপবেশন করিলে, ব্যাপ্‌টিষ্টিন্ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন "দাদা শুনিয়াছেন কি? একজন ডাকাত নাকি আজ এই সহরে আসিয়াছে। সহরের সমস্ত লোক ভয়ে কম্পমান।"

বিশপ বলিলেন "বটে! তোমায় এ খবর কে দিলে?" ব্যাপ্‌টিষ্টিন্ উত্তর করিলেন "সহরের প্রত্যেক লোকের মুখেই কেবল সেই ডাকাতের কথা। সবাই বলিতেছে যে আজ রাত্রে একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে। দাদা, আমাদের কোন দরজায়ইত তালা নাই। এরূপ ভাবে থাকা কি নিরাপদ?"

ঠিক এই সময়েই বহির্দ্বারে সবলে কড়া-নাড়ার শব্দ শ্রুত হইল। বিশপ বলিলেন "কে? ভিতরে আইস।" সবলে ধাক্কা দেওয়ায় দরজা খুলিয়া গেল। আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ম্যাডামইজিল ব্যাপ্‌টিষ্টিন্ আগন্তুকের মুখের দিকে দেখিয়াই, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাঁহার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিশপ স্থির দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন, এমন সময় আগন্তুক নিজেই তাহার পরিচয় দিল।

আগন্তুক কহিল "আমার নাম জন ভলজীন। আমি একজন কারামুক্ত

কয়েদী। উনিশ বৎসর আমি কারাগারে ছিলাম। চারিদিন মাত্র আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি। এই কয়দিন কেবল পথে পথে ঘুরিতেছি। আমার অবস্থা শুনিয়া, এবং আমার হরিদ্রা বর্ণের ছাড়পত্র দেখিয়া, ভদ্রলোক আমায় স্থান দেয় না ; দোকানদার, হোটেলওয়ালা আমাকে কুক্কুরের মত তাহাদের দরজা হইতে তাড়াইয়া দেয়। পয়সা দিতে চাহিলেও, তাহারা আমার কাছে খাবার বিক্রয় করিতে চাহে না। আমি এত ভয়ানক জীব! আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত—বড় ক্লান্ত। আমায় কি আশ্রয় দিবেন?"

বিশপ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানি কেদারা অগ্নিকুণ্ডের নিকট সরাইয়া দিয়া আগন্তুককে উপবেশন করিতে কহিলেন, এবং পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার! আর এক প্রস্থ কাঁটা চামচ মেজে সাজাও এবং আমার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বের কক্ষের পালঙ্কে পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া দাও।"

ভলজীন বিশপের অমায়িকতায় বিস্মিত ও স্তম্ভীভূত হইয়া গেল। সে আপন চক্ষু কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল "সত্য সত্যই কি আপনি আমায় আশ্রয় দিবেন? আপনি কে? এটি কি হোটেল?"

বিশপ উত্তর করিলেন " না—এটি হোটেল নহে। আমি একজন ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-যাজক। আমি এই বাটীতে বাস করি।"

ইতি মধ্যে ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া গেল। আগন্তুকের সম্মানার্থে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদান জালিয়া কক্ষ আলোকিত করা হইল। ভলজীন বিশপের আতিথ্যে বিস্মিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:o:——

পাপী ও পুণ্যাত্মা।

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। জন ভলজীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিশ বৎসর ধরিয়া ভলজীন কাষ্ঠ শয্যায় রাত্রি যাপন করিয়া আসিতেছিল, সুকোমল শয্যা তাহার সহিবে কেন? মধ্যরাত্রেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ণ চারি ঘণ্টা, সুনিদ্রায় তাহার পথ পর্য্যটন ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। সে একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিল—বাহিরে অসীম নির্জ্জনতা। আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত ও চিন্তাভারাক্রান্তের নিদ্রা সহজে আসে, কিন্তু একবার সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পুনরায় নিদ্রিত হইবার প্রয়াস তাহার পক্ষে প্রায়শঃ নিষ্ফল হয়। ভলজীনেরও তাহাই হইল। আর নিদ্রা আসিল না। চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল।

যেমন ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসে, তেমনি চিন্তার পর চিন্তা আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি চিন্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া অন্য চিন্তা গুলিকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে চিন্তাটি বড়ই প্রবল, বড়ই বেগবান বলিয়া, ভলজীনের মনে হইতে লাগিল। যে কক্ষে ভলজীন শয়ন করিয়াছিল তাহার পার্শ্বের কক্ষেই বিশপ নিদ্রিত। বিশপের শয্যার সন্নিকটে একটি আলমারিতে রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসনগুলি ছিল। যখন ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার সে গুলিকে গুছাইয়া আলমারিতে রাখেন, ভলজীন তাহা দেখিয়াছিল। বাটীর সকলেই নিজ নিজ শয়ন-কক্ষে সুখসুপ্ত; এমন

অবসর আর হইবে না। ভলজীনের হৃদয় সংশয়ের দোলায় দুলিতে লাগিল। এইভাবে পূর্ণ একঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল। ভলজীন চক্ষু মেলিয়া কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। অত্যধিক উত্তেজনায় ভলজীন বুঝিতে পারিতেছিল না—যে সে নিদ্রিত কি জাগ্রত। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ভলজীন চমকিয়া উঠিল, এ দিকে ও দিকে চাহিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া সে আস্তে আস্তে ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দিল। আবার চিন্তা! আবার সংশয়! আবার বিবেকের বৃশ্চিক দংশন! গির্জ্জার ঘড়ি ঢং ঢং শব্দে অর্দ্ধ ঘণ্টা বিজ্ঞাপিত করিল। আর চিন্তার সময় নাই। ভলজীন উঠিয়া দাঁড়াইল। মার্জ্জারের ন্যায় সতর্ক পাদবিক্ষেপে সে জানালার নিকটে গেল; জানালার কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, উদার গগণ-তলে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিতেছে, কখনও বা মেঘের অন্তরালে মুখখানি ঢাকিয়া, ধরাবক্ষে আলো ও ছায়ার একটি বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে ভলজীন একবার চারিধার বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে বিশপের শয়ন কক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া দেখিল যে দ্বার উন্মুক্ত। বিশপ তাহা অর্গল-বদ্ধ করেন নাই।

ভলজীন নিঃশব্দে বিশপের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিশপ শান্তিময়ী সুষুপ্তির অঙ্কে সুখ-শয়ান; তাঁহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে বিভাবিত। সেই দিব্য-প্রতিভাদীপ্ত মুখ দেখিয়া ভলজীন শিহরিয়া উঠিল; তাহার শরীরের ভিতর দিয়া যেন অকস্মাৎ একটা তড়িতের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। বিশপ নিদ্রিত। তাঁহার শিয়রে ভিত্তি গাত্রে বিলম্বিত একটা ক্রুশবদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি, যেন এক হস্ত বিস্তার করিয়া বিশপের শিরে অজস্র আশীর্ব্বাদ ও অপর হস্তে পাপী ভলজীনের মস্তকে ক্ষমা বর্ষণ করিতেছে।

ভলজীন আস্তে আস্তে আলমারীর নিকটে গেল ; পকেট হইতে একটি সূক্ষ্মাগ্র লৌহফলক বাহির করিয়া আলমারীর চাবি ভাঙ্গিতে যাইবে এমন সময় দেখিল যে চাবি তালাতেই লাগান আছে। তখন বিনা আয়াসে সেই চাবির সাহায্যে আলমারী খুলিয়া ভলজীন, ঝুড়ি সমেত, বাসন গুলি বাহির করিয়া লইল, তাহার পরে যে শয়ন কক্ষে সে নিদ্রা গিয়াছিল সেই শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার ঝুলি ও যষ্টি স্কন্ধে ফেলিয়া জানালা খুলিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় এক লম্ফে বাগানে পড়িল। ঝুড়িটি দূরে ফেলিয়া বাসনগুলি ঝুলির মধ্যে রাখিয়া আর এক লম্ফে বাগানের প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভলজীনের দীক্ষা।

পরদিন অতি প্রত্যূষে বিশপ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অতি ব্যস্ত ভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভীতি-বিজড়িত স্বরে বলিল "মঁসিও! মঁসিও! আপনি জানেন কি বাসনের ঝুড়ি কোথায়?"

বিশপ উত্তর করিলেন "হাঁ জানি।"

ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার বলিল "যা হক্ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছিলাম।"

বিশপ ইতিপূর্ব্বে শূন্য ঝুড়িটি বাগানের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তিনি সেটী ম্যাডাম ম্যাগলোয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন "এই লও বাসনের ঝুড়ি।"

ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার। বাসন কোথায়?

বিশপ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

এই কথা শুনিয়া ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অতি ত্রস্তে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে যে কক্ষে পূর্ব্ব রাত্রে ভলজীন শয়ন করিয়াছিল সেই কক্ষে গিয়া দেখিল যে শয্যা খালি—ভলজীন পলাইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বিশপকে জানাইল "মঁসিও! কল্য রাত্রের সেই লোকটিই চোর। সে-ই বাসন লইয়া পলাইয়াছে।"

বিশপ উত্তর করিলেন "ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার! ঐ বাসনগুলি কি আমার? উহা দরিদ্রের। আমি যে ঐ গুলি এতদিন তাহা-

দিগকে না দিয়া অনর্থক অভিমানের বশে আলমারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলাম, ইহাই অত্যন্ত অন্যায়। এখন যাহার জিনিষ সে লইয়াছে। কাল রাত্রের সেই লোকটী দেখিলেনা ভয়ানক গরিব। সে ঐ বাসন গুলি বিক্রয় করিয়া কয়েকদিন অন্ততঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।”

বিশপের উত্তর শুনিয়া ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার অবাক হইয়া রহিল। এই কথোপকথনের পর, প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশপ ও তাঁহার বিধবা ভগ্নি ম্যাডামইজিল ব্যাপ্টিষ্টিন্‌ প্রাতর্ভোজনে উপবেশন করিয়াছেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে কাঠের কাঁটা চামচ মেজে সজ্জিত। বিশপের মন অন্য দিনের অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী প্রফুল্ল, অধিকতর হাস্যময়। ম্যাডামইজিল ব্যাপ্টিষ্টিনের মুখে হাসি কিম্বা বিষাদ কোন ভাবই নাই। ম্যাডাম ম্যাগলোয়ার মনে মনে বড়ই দুঃখিত কিন্তু পাছে বিশপ কিছু মনে করেন সেই জন্য তাঁহার মনের দুঃখ মনেই রাখিতে হইয়াছে। প্রাতরাশ শেষ হইল। বিশপ ম্যাডাম ম্যাগলোয়ারকে বলিলেন “কেমন ম্যাডাম! এক পেয়ালা দুগ্ধে এক টুক্‌রা রুটী ভিজাইয়া আহারের জন্য রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসন কিম্বা কাঁটা চামচ অনাবশ্যক আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।”

এই সময়ে বহির্দ্বারে সবল করাঘাতের শব্দ শ্রুত হইল। বিশপ তাঁহার যথাভ্যস্ত রীতি অনুসারে কহিলেন “কে? ভিতরে আসুন।” দরজা খুলিয়া চারিজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। এই চারিজনের মধ্যে তিনজন পুলিশের পরিচ্ছদধারী। অপর ব্যক্তি পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত জন ভলজীন। জন ভলজীনের হস্ত কঠিন রজ্জু বদ্ধ। তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন বিশপের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সৈনিকোচিত অভিবাদন করিয়া কহিল, “মঁসিও!” বিশপ ভলজীনকে

চিনিতে পারিয়া ও তদবস্থ দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সম
"একি! আপনি? আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষ কারামুক্ত করে
অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমি যে রৌপ্য-নির্মি
আপনাকে দিয়াছিলাম। সে দুটি আপনি বো
গিয়াছেন। তাহার দামও দুইশত ফ্র্যাঙ্ক হইবে।
আপনাকে আনিয়া দিতেছি—লইয়া যাউন্।"

ভলজীন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিশপের মুখের পানে চা।

পুলিস কর্ম্মচারী কহিল "মঁসিও! তাহা হইলে এ ব
বলিয়াছে, তাহা সত্য। আমরা তাহাকে সন্দেহের উপর আটক করি
তাহার মত অবস্থার লোকে এত রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন কোথায় পাইল?"

বিশপ তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন "ওঃ! বুঝিয়াছি সে বোধহয়
বলিয়াছে যে একজন ক্ষুদ্র ধর্ম্মযাজকের গৃহে সে কল্য রাত্রি যাপন
করিয়াছে। তাহারই প্রদত্ত এই ক্ষুদ্র উপহার। সে ঠিক বলিয়াছে।
আপনারা তাহাকে অন্যায়রূপে আটক করিয়াছেন।"

প্রহরীগণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল "তাহা হইলে তাহাকে আমরা
ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বিশপ কহিলেন "অবশ্য।"

প্রহরীগণ ভলজীনের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। ভলজীন কাঁপিতে
কাঁপিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "সত্যই কি আমি মুক্তি পাইলাম!"

প্রহরীগণ কহিল "হাঁ।"

বিশপ প্রহরীগণকে বলিলেন "তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে যাইতেপার।"

প্রহরীগণ চলিয়া গেলে বিশপ ভলজীনকে বলিলেন "ভদ্র! যাইবার
পূর্ব্বে তোমার বাতিদান দুইটী লইয়া যাইবে।"

দিগকে না দিয়া য়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাতিদান দুইটী লইয়া রাখিয়া ছিলাম, ইহ হস্তে দিয়া বলিলেন "বন্ধু! তুমি এখন স্বচ্ছন্দে যাইতে কাল রাত্রের সেই লো দি আবার তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন হয় বিক্রয় করিয়া কয়েকদি ভিতর দিয়া আসিবার কোন আবশ্যকতা নাই বিশপের উত্ত সর্ব্বদাই খোলা থাকে।"

এই কথোপকথ ব্যবহারে ভলজীন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার তাহার বিধ লাগিল বুঝি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। বিশপ ভলজীনের করিয়াছে আরও সরিয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে অস্ফুটস্বরে কহিলেন "জন মেকে ন! ভাই আমার! তুমি আর এখন শয়তানের নহ। এখন তুমি ঈশ্বরের। তোমার আত্মাকে শয়তানের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া আমি পরম মঙ্গলময়ের পদতলে তাহা অর্পণ করিয়াছি।"

ভলজীনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্তদিন সে নগরের পথে পথে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। অচিন্ত্যপূর্ব্ব চিন্তার রাশি আসিয়া তাহার মস্তিস্ক অধিকার করিয়া বসিল। সত্যই কি ভলজীন ঈশ্বরের? সত্যই কি শয়তানের হাত হইতে সে চিরতরে মুক্তিলাভ করিল? বিষম আবেগে, গুরু চিন্তায় ভলজীনের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। একে একে গত জীবনের সমস্ত কথাগুলি তাহার স্মরণ পথে পতিত হইতে লাগিল। তাহার সেই প্রথম অপরাধ—পেটের দায়ে একখানি রুটী চুরি, সেই লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড, উনিশ বৎসর কারাবাস, সেই দীর্ঘ কারাবাস-জনিত ক্লেশে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও মানবের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস, বিশপ মিরিয়েলের দেবোপম চারিত্রিক সম্পদ—এই সকল চিন্তা, একের পর আর একটী তাহার হৃদয়ে জাগিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই বিষম আলোড়নে

ভলজীনের চরিত্রে এক অতি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে, ডি—নগরে কেহই আর সেই কারামুক্ত কয়েদী ভবঘুরে জন ভলজীনকে দেখিতে পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

:o:

নাগর নাগরী।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিস সহর চিরদিনই বিলাসের নন্দন কানন রূপে জগদ্বিখ্যাত। পারিসের একটি ছাত্রাবাসে চারিটি ছাত্র বাস করেন। তাঁহাদের নাম প্রথম ফেলিক্স্ থলোমাইস, দ্বিতীয় লিস্টোলিয়ার, তৃতীয় ফ্যামুইল্, চতুর্থ ব্ল্যাকৃভিল। এই চারিজনের কেহই পারিসের বাসিন্দা নহে। চারিজনেরই বাড়ী পারিসের বাহিরে, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে। চারি বন্ধুর চারিজন প্রণয়িনী ও আছেন। তাঁহাদের নাম ফেভারিট, ড্যালিয়া, জেফিন্ ও ফ্যাণ্টাইন। ফেভারিট, ড্যালিয়া, জেফিন ও ফ্যাণ্টাইন চারিজনই যুবতী, পরম রূপ লাবণ্যবতী। তাহাদের মধ্যে ফ্যাণ্টাইন সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্কা ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। ফ্যাণ্টাইনের মস্তকে প্রচুর সোনালি কেশভার। মুখে মুক্তার ন্যায় দন্তপাতি। এই দুই সৌন্দর্য্য সম্পদের জন্য ফ্যাণ্টাইনের সমবয়স্কা সকল রমণীই তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত।

একদিন থলোমাইস্ তাঁহার বন্ধুত্রয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ! এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া আমরা চারি বন্ধুতে, আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তীব্রবেগে নরকের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা মনুষ্য; বিলাসিনীদিগের কুহকে পড়িয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া আমরা পশু হইয়াছি। আইস আমরা আবার মানুষ হইতে চেষ্টা করি। চারিবন্ধুতে গোপনে অনেক পরামর্শ হইয়া শেষে একটা

সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল। থলোমাইস্ অনেক দিন হইতে সুন্দরীগণকে বলিয়া আসিতেছিলেন যে একদিন তাঁহারা চারি বন্ধুতে বড় রকমের একটা মজা করিবেন। রঙ্গিনীরাও সেই রঙ্গ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থিরীকৃত হইল,—পরদিন একটি বনভোজনের আয়োজন করিয়া সেই রঙ্গটি দেখাইতে হইবে। কার্য্যেও তাহাই হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে চারিবন্ধু ও তাহাদের প্রণয়িনীগণ একখানি অম্‌নিবাস গাড়ীতে করিয়া পারিসের চারি পাঁচ ক্রোশদূরে একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। দিনটি বেশ পরিষ্কার ও মেঘশূন্য। যুবকগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে, হাসির লহর ছুটাইয়া, বিলাসিনী সঙ্গে নানা রঙ্গ আরম্ভ করিয়া দিল। কখন বা তাহারা উপবন-মধ্যে লতাকুঞ্জের অন্তরালে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল, কখনও বা নাগর-চতুষ্টয় রাশি রাশি বনপুষ্প চয়ন করিয়া নাগরীদিগকে বনদেবী সাজাইয়া দিল। এইরূপ রঙ্গরসে, আমোদে ক্রীড়ায় দুইপ্রহর কাটিয়া গেল। মুক্ত বায়ু সেবনে, ও দৌড় ঝাঁপে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন নাগরনাগরীগণ শ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্রকৃতির হস্ত-রচিত একটি বিটপী-কুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্যামল শাদ্বল শষ্প-শয্যা-তলে আশ্রয় লইয়া ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল।

চারিজন নাগরীর মধ্যে ফেভারিট সর্ব্বাপেক্ষা রসিকা মুখরা ও রঙ্গাধিকা। সে থলোমাইসকে মজা দেখাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। থলোমাইস্ উত্তর দিলেন "সবুরে মেওয়া ফলে।" ফেভারিট ও হটিবার মেয়ে নয়। সেও কাটাকাটা জবাব দিতে পরিপক্ক, বলিয়া হয় "অসবুরে কুলটা আমড়াটাই ফলুক না।" খুব একটা হাসির পর্‌রা উঠিয়া গেল।

থলোমাইস বন্ধুত্রয়ের মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। যেন তাঁহার অক্ষিকোণে একটু হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। বন্ধুত্রয়ের মুখ দর্পণেও যেন সেই অস্পষ্ট হাস্য রেখা প্রতিফলিত হইল। যে "মজা" দেখিবার জন্য রঙ্গিণীগণের এত আগ্রহ সেই মজার সময় হইয়া আসিয়াছে। সৈন্যগণ কাওয়াজের সময় যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, থলোমাইসের ইঙ্গিতে বন্ধু চতুষ্টয় সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে থলোমাইস, পশ্চাতে অপর তিনজন। থলোমাইস ওষ্ঠে তর্জ্জনী দিয়া সঙ্কেতে নাগরীদিগকে কোন প্রশ্ন করিতে বারণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহারাও যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন না তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রমণীগণ এ উহার মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মজার পূর্ব্বাভাষ ত ভালই। উপসংহার দেখিবার জন্য সুন্দরীকুল আকুল হইয়া উঠিল। যুবক চতুষ্টয় আপন আপন প্রণয়িণীর ললাটে এক একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া গেল। বিলাসিনীগণ সোৎসুক নেত্রে যতক্ষণ তাহাদিগকে লক্ষ্য হয় ততক্ষণ তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। থলোমাইস ও তাহার সহচরগণ গ্রামস্থ ডাক গাড়ীর আফিসে উপস্থিত হইয়া চারি খানি টিকিট ক্রয় করিল। বেগবান-অশ্ব-সংযোজিত ডাক গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিকে সুন্দরীগণ নাগরদিগের আগমন প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া তাহাদের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। যুবকদিগের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল যুবতীদিগের ঔৎসুক্য ততই উৎকণ্ঠায় পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। এমন সময়ে একটি লোক একখানি পত্র লইয়া আসিল। ফেভারিট ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গিয়া পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, পত্রে শিরোনামা নাই।

পত্র কাহার, কে দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় পত্রবাহক বলিল "আমি ডাক-গাড়ীর আফিসের চাপরাশী। চারিজন ভদ্রলোক ঘণ্টা খানেক আগে চারিখানি টিকিট লইয়া ডাক গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন; এই চিঠি খানি আপনাদিগকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন।" ফেভারিট চিঠি খানি লইয়া ছিঁড়িয়াই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল:—

প্রিয়তমাগণ!

মনে রাখিও আমরা একেবারে বেওয়ারিস্ নহি। আমাদের মা বাপ আছেন। আমরা তাঁহাদের কুসন্তান। আমাদের জন্য তাঁহারা নিতান্ত মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছেন। এতদিন তোমাদের কুহকে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর না—আমরা আবার পিতা মাতার নিকট ফিরিয়া চলিলাম। আশা করি তোমরাও আমাদিগকে শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে এবং দু' এক ফোঁটা মায়া-কান্না কাঁদিয়া আবার নবীন নাগর খুঁজিয়া লইয়া সুখী হইবে। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তোমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; সেই টুকু স্মরণ করিয়া আমাদের উপর রাগ করিও না।

ব্ল্যাকভিল
ফ্যামুইল
লিস্টোলিয়ার
ফেলিক্স থলোমাইস

পত্র পাঠ করিয়া যুবতীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কাহারও মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। ফলতঃ তাহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে এটি বাস্তবিক কিম্বা পরিহাস মাত্র। সকলেই মনে করিল ইহা পরিহাস। হাসিতে হাসিতে রমণীগণ আর কাল বিলম্ব না করিয়া পারিস-যাত্রী শটকের সন্ধানে গেল।

এই ব্যাপারেব একঘণ্টা পরেই বমণীগণ নিজ নিজ কক্ষে উপস্থিত হইল। বাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল। ফেভাবিট, জেফিন্‌, ও ড্যালিয়া হাসিতে-হাসতে যাইয়া শয়ন কবিল। ফ্যাণ্টাইনের চক্ষে নিদ্রা নাই। সে যে থলোমাইসকে যথার্থই প্রাণ দিয়াছে। তাহাদেব সেই অকৃত্রিম প্রণয়েব ফল স্বরূপ ফ্যাণ্টাইন্‌ যে একটি কন্যাও কোলে পাইয়াছে। ফ্যাণ্টাইন্‌ আকুল ভাবে চিন্তা কবিতে লাগিল। কন্যা টিকে বুকেব মধ্যে লইয়া, শয্যায মুখ লুকাইযা ফ্যাণ্টাইন্‌ ফোঁপাইযা ফোঁপাইযা কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

অনাথিনী।

পারিস নগরের অনতিদূরে মণ্টফারমিল একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া রাজপথ। পথের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরাই বা পান্থ-নিবাস। থেনার্ডিয়ার এই সরাইয়ের সত্ত্বাধিকারী।

ক্রোড়ে একটী দুই বৎসরের শিশু, পৃষ্ঠে একটি ব্যাগ, সুন্দর মুখ খানি স্বেদ ও অশ্রু-কলঙ্কিত, চক্ষুর্দ্বয় রাত্রি জাগরণে ও রোদনে রক্তাভ, অনাথিনী ফ্যাণ্টাইন্ সাধের পারিস ছাড়িয়া কর্ম্মের সন্ধানে পদব্রজে নিজ গ্রামের অভিমুখে চলিতে লাগিল। পারিসে তাহার স্থান হইল না। জননী জন্মভূমি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র জনপদ এম-সুর-এম ও কি তাহাকে একটু স্থান দিবেন না? অবশ্য দিবেন। সেই আশায়, সেই আশ্বাসে রমণী চলিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। ফ্যাণ্টাইন্ পথশ্রমে কাতর হইয়া পান্থ-নিবাসের সোপানে বসিয়া পড়িল। অদূরে থেনার্ডিয়ারের দুইটি কন্যা একটি বৃক্ষ-শাখা সংলগ্ন রজ্জুর উপর বসিয়া দোল খাইতেছিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কিছুদূরে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। বাল্যে আপনার পর, ধনী দরিদ্র, বিচার থাকে না। ক্রীড়ারত থেনার্ডিয়ার কন্যাযুগল অচিরেই ফ্যাণ্টা-ইনের কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া তাহাদের খেলার সাথী করিয়া লইল। কসেট ও তাহাদের সহিত খেলা করিতে করিতে ক্ষণিকের জন্য তাহার স্নেহময়ী মাতাকেও বিস্মৃত হইল। তাহা দেখিয়া সেই দুঃখ ও নিরাশা-

প্রপীড়িত মাতার হৃদয়েও যেন আশা ও আনন্দের বিদ্যুল্লেখা ঈষৎ চমকিয়া উঠিল।

ফ্যাণ্টাইন্‌ জননী থেনার্ডিয়ারকে কহিলেন "আপনি বড়ই সৌভাগ্য-বতী, আপনার মেয়ে দুইটী বড় সুন্দরী, আপনার নাম কি ?"

অপরিচিত পথিকের মুখে কন্যাদ্বয়ের প্রশংসা শুনিয়া ম্যাডাম থেনা-র্ডিয়ার অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কোন্‌ মাতা না আপনার সন্তানের প্রশংসা শুনিলে হৃদয়ে পুলক অনুভব করে ?

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার উত্তর করিল, "আমার নাম থেনার্ডিয়ার, আমাদেরই এই সরাই। আপনার মেয়েটীও খুব সুন্দর। ইহার বয়স কত ?" ফ্যাণ্টাইন্‌ বলিল "প্রায় দুই বৎসর।"

জননী থেনার্ডিয়ার কহিল "দেখুন ছেলেরা কত শীঘ্র পরকে আপন করিয়া লয়। এখন এই তিনটী মেয়েকে দেখিলে, কাহার সাধ্য বলিবে যে ইহারা মায়ের পেটের বোন নয়।

আবার আশার অতিক্ষীণ আলোকরেখা-পাতে মুহূর্ত্তের জন্য ফ্যাণ্টাইনের হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইল। ফ্যাণ্টাইন সাহসে বুক বাঁধিয়া জননী থেনার্ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আমার এই কন্যাটির ভার লইতে পারেন কি ?"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার এই কথা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। ফ্যাণ্টাইনের প্রস্তাবে তাহার সম্মতি কিম্বা অসম্মতি কিছুই সে জানাইল না।

ফ্যাণ্টাইন বলিতে লাগিল "দেখুন, আমাকে কোনস্থানে চাকরী করিয়া খাইতে হইবে। আমার কোলে মেয়ে দেখিলে আমার চাকরী পাওয়া দুষ্কর। আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

আপনার হৃদয় দেখিতেছি জননী-সুলভ কোমলতায় ও কারুণ্যে পূর্ণ। আপনি আমার কন্যাটিকে আশ্রয় দিন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।”

জননী থেনার্ডিয়ার কহিল “আচ্ছা দেখা যাইবে।”

একটু সাহস পাইয়া ফ্যাণ্টাইন বলিল “ইহার ভরণ-পোষণের ব্যয় আমি মাসে ছয় ফ্র্যাঙ্ক করিয়া দিব।”

এই সময়, সরাইয়ের একটি কক্ষ হইতে পুরুষের গলার এই কয়টী কথা শ্রুত হইল “না, সাত ফ্র্যাঙ্কের কমে হইবে না। এবং ছয় মাসের টাকা অগ্রিম চাই।”

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ঝটিতি “ছয় সাতে বিয়াল্লিশ” নামতা পড়িয়া ছয় মাসের টাকার পরিমাণ ঠিক করিয়া ফেলিল। ফ্যাণ্টাইন পারিস পরিত্যাগ করিবার সময় তাহার যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া আশি ফ্র্যাঙ্ক পাইয়াছিল। এই টাকা তাহার নিকটেই ছিল। ফ্যাণ্টাইন জননী থেনার্ডিয়ারের প্রস্তাবে সম্মত হইল। কক্ষ হইতে আবার পুরুষের গলায় শব্দ আসিল “বাজে খরচ বাবদ আরও সতের ফ্র্যাঙ্ক চাই।”

তখনই জননী থেনার্ডিয়ার মুখে মুখে অঙ্ক কষিয়া বলিল “বিয়াল্লিশ আর সতের একুনে উনষাইট ফ্র্যাঙ্ক।” ফ্যাণ্টাইন কহিল “তাহাই দিব। আমার আশি ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে উনষাইট ফ্র্যাঙ্ক আপনাদিগকে দিলে, আমার হাতে যাহা থাকিবে, তাহা দিয়াই কোন মতে কায়ক্লেশে আমি বাড়ী পৌঁছিতে পারিব। তারপরে সেখানে চাকরী করিয়া আমার হাতে কিছু পয়সা জমিলেই, আমি আবার আসিয়া আমার সোণার বাছাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।”

আবার পুরুষকণ্ঠে শুনা গেল "মেয়েটীর কাপড় চোপড় আছে ত ?"

জননী থেনার্ডিয়ার ফ্যাণ্টাইনকে কহিল "ভিতর হইতে আমার স্বামী কথা কহিতেছেন।"

ফ্যাণ্টাইন তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। তাই তাহারই প্রশ্নের উত্তরে বলিল "অবশ্য!—আমার সোণার পুতুলকে কি আমি বিনা বস্ত্রে রাখিয়া যাইব ?"

দরদস্তুর ঠিক হইয়া গেল। ফ্যাণ্টাইন রাক্ষসীর হস্তে তাহার নয়নের মণি কসেট ও যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি চিন্তা ও জাগরণে কাটাইল। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এম-সুর-এম অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফাদার ম্যাডিলিন।

এম-সুর- এম ফ্রান্সের রাজধানী পারিস হইতে কিছু দূরে একটি নাতি-বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। বহুকাল হইতে এই গ্রামে অনেকেই নকল চুণী প্রস্তুতের কারবার করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিত। এই গ্রামে অনেকগুলি বিত্তশালী বণিকও বাস করিত। ফ্যাণ্টাইন এম-সুর-এম গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে গ্রামের অবস্থা একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নকল চুণীর কারবার এখন একমাত্র মসিও ম্যাডিলিনের হস্তে। অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া কতক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে; কতক বা চুণীর ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। ফাদার ম্যাডিলিন এই গ্রামের বনেদী অধিবাসী নহেন। তিনি কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে এই গ্রামে আসিয়াছেন। সামান্য পুঁজি লইয়া কারবার খুলিয়া অদ্ভুত অধ্যবসায় গুণে এবং একটি নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া নকল চুণীর কারবার একেবারে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত চুণী এত সুন্দর যে তাহার কাছে আসল চুণীও হার মানিয়া যায়; এবং দক্ষ মণিকারও সময়ে সময়ে আসল কি নকল চিনিতে না পারায় ভ্রমে পতিত হয়।

আবার ৭বৎসর মধ্যে ফাদার ম্যাডিলিনের আর্থিক অবস্থার বিশেষ জনন্নী হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সে পরিবর্ত্তন কিছুই স্বামী ‘যায় না। তিনি প্রথমে যে দিন গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন মন, এখনও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার কেশ পক্ক, চক্ষু উজ্জ্বল, বদন প্রশান্ত, হৃদয় চিন্তাভারাক্রান্ত। তিনি লোকের সহিত বেশী আলাপ করেন না। নিজের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত মিতাচারী ও মিতব্যয়ী। প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য ভ্রমণ তাঁহার একমাত্র বাসন। ভ্রমণকালে সর্ব্বদাই একটি বন্দুক তাঁহার হাতে থাকিত, কিন্তু প্রায়শঃ তিনি তাহা ছুঁড়িতেন না। তবে যখন ছুঁড়িতেন তখন তাঁহার লক্ষ্য কদাচ ব্যর্থ হইত না। যখন তিনি বাহির হইতেন তখন তাঁহার বড় বড় পকেট-গুলি হেপেনিতে ভরা থাকিত। যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন খালি পকেটে ফিরিতেন। মসিও ম্যাডিলিনকে পথে যাইতে দেখিলেই গ্রাম্য বালক-বালিকাগণ মৌমাছির মত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। মসিও ম্যাডিলিন বহু সৎকার্য্য করিতেন—কিন্তু সমস্তই গোপনে। তিনি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া, তাহা ঢক্কা-নিনাদে বিজ্ঞাপিত করিতে ভাল বাসিতেন না।

১৮২১ সালের প্রারম্ভে সাধু বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুসংবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিনই প্রাতঃকালে মসিও ম্যাডিলিনকে শোকসূচক কৃষ্ণবর্ণ ক্রেপ ধারণ করিতে দেখা গেল। তাহাতে নানা লোকে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। কোন কোন উর্ব্বর মস্তিষ্ক পরলোকগত বিশপের সহিত মসিও ম্যাডিলিনের কোন ঘনিষ্ঠ শোণিত-সম্বন্ধ কল্পনা করিতেও বিরত হইল না। অত্যধিক অনুসন্ধান-পরায়ণা কোন ভদ্র মহিলা একদিন মসিও ম্যাডিলিনকে জিজ্ঞাসা

করিলেন "স্বর্গীয় বিশপ কি মসিওর জ্ঞাতি ভ্রাতা ?" মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন "না।" অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মহিলাটি কহিলেন "তাহা হইলে মসিও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন কি জন্য ?" মসিও তাহার কৈফিয়ৎ দিলেন যে তিনি বালো বিশপের ভৃত্য ছিলেন।

যাহা হউক, মসিও ম্যাডিলিনের প্রতিপত্তি ও খ্যাতি এতাধিক প্রসারিত হইল যে স্বয়ং সম্রাটের কাণে পর্যান্ত তাঁহার নাম উঠিল। এই সময়ে মেয়রের পদ শূন্য হওয়ায় সম্রাটের মনোনয়নে মসিও ম্যাডিলিন এম স্থব-এম গ্রামের মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন। এই নির্ব্বাচনে গ্রামবাসী সকলেই সুখী হইল। সুখী হইল না কেবল একজন লোক সে পুলিস ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্ট মসিও ম্যাডিলিনের এম-স্থব-এম গ্রামে চুণীর কারবার স্থাপনের প্রথম অবস্থা অবগত ছিলেন না। যখন মসিও ম্যাডিলিন সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় সেই সময়ে তিনি অন্যস্থান হইতে বদলী হইয়া আসিলেন। কিন্তু মসিও ম্যাডিলিনের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্ত হইতেই যেন জ্যাভার্টের মনে একটা খটকা বাধিল; অনির্ব্বাচ্য একটি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল। এ সৌসাদৃশ্য কি ঠিক, না কাল্পনিক ? মসিও ম্যাডিলিনের উপর জ্যাভার্টের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইল।

ঠিক এই সময়ে একটী ঘটনায় জ্যাভার্টের সন্দেহ সিদ্ধান্তের পথে নীত হইতে লাগিল। ঘটনাটি এই :—একদিন প্রাতঃকালে মসিও ম্যাডিলিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিছুদূরে একটী জনতা দেখিয়া, দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া ম্যাডিলিন দেখিলেন যে ফকলেভেন্ট নামে একটি বৃদ্ধ শকটবান, শকটের চক্রের তলায় পড়িয়া গিয়াছে। পথ কর্দ্দমে পূর্ণ; গাড়ীখানি বোঝাই। সুতরাং চাকা

ক্রমে কর্দ্দমে বসিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ফক্‌লেভেন্টের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল। সমবেত জনতা স্তম্ভিতভাবে সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কেহই বৃদ্ধ ফকলেভেন্টকে এই অবশ্যম্ভাবী মরণের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল না। মসিও ম্যাডিলিন সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "এখানে কাছাকাছি কাহারও জ্যাক নাই?" একজন কৃষক উত্তর করিল "জ্যাক আনিতে পাঠান হইয়াছে।" মসিও ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন "কতক্ষণে সেটী আসিতে পারে?" একজন কহিল "আধঘণ্টার এ দিকে নহে।"

রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ কর্দ্দমাক্ত। বোঝাই গাড়ীর চাকা কর্দ্দমে বসিয়া যাইতেছে। অতি অল্পক্ষণেই বৃদ্ধ ফকলেভেন্টকে মরণের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। অর্দ্ধঘণ্টার বহুপূর্ব্বেই ফকলেভেন্টকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে।

মসিও ম্যাডিলিন চীৎকার করিয়া কহিলেন বন্ধুগণ! আধঘণ্টার দেরী সহিবে না। তাহার বহুপূর্ব্বেই লোকটি মারা পড়িবে। এখনও সময় আছে। একবার ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কি এমন কোন বলবান ব্যক্তি নাই যে এই গাড়ীর চাকার নীচে কাঁধ দিয়া গাড়ীখানিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিতে পারে? তাহাকে আমি দশ লুইস বক্‌সিস করিব।"

সকলেই অধোমুখ, সকলেই নীরব। মঁসিও ম্যাডিলিন্‌ কহিলেন "এস কুড়ি লুইস। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টও তথায় উপস্থিত ছিল। সে কহিল "মঁসিও এই জনসংঘ মধ্যে এমন কেহই নাই যে ওই দুর্ভাগা শকটবানকে রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছুক নাহে, কিন্তু একজনের এমন সামর্থ্য নাই যে গাড়ীখানিকে তুলিয়া ধরে অথচ

একের অধিক লোক ওখানে যাইতে পারে না।" এই সময়ে জ্যাভার্ট তীব্র দৃষ্টিতে একবার মঁসিও ম্যাডিলিনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। জ্যাভার্ট বলিতে লাগিল "মঁসিও ম্যাডিলিন্। আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা করিতে সমর্থ সমগ্র ফ্রান্সমধ্যে একটি লোক আছে।" এই কথায় ম্যাডিলিন একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। জ্যাভার্টের দৃষ্টি মসিও ম্যাডি-লিনের মুখের দিকে। জ্যাভার্ট বলিল "সে লোকটি টুঁলো জেলখানার একজন কয়েদী।" মুহূর্ত্তের জন্য মঁসিও ম্যাডিলিনের মুখ খানি ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এই সময় ফকুলেভেণ্ট যন্ত্রণায় ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল "আমি মরিলাম, আমায় বাঁচাও।"

মঁসিও ম্যাডিলিন সেই করুণ চীৎকার শুনিলেন, একবার চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন জনতা পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ, ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টের শ্যেন দৃষ্টি তাহার মুখের উপর। মুহূর্ত্তমধ্যে মঁসিও ম্যাডিলিন তাঁহার ওভার কোটটা খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সবল দেহের পেশাগুলি যেন ফুলিয়া উঠিল। একটি কথা মাত্র উচ্চারণ না করিয়া তিনি হাটু গাড়িয়া বসিলেন। জনতার মধ্যে কেহ একটি কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি গাড়ীর নীচে [illegible] পড়িয়া চাকায় কাঁধ লাগাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া মঁসিও ম্যাডিলিন শকট খানিকে কিঞ্চিৎ উত্তোলিত করাতে পারিলেন না। সমবেত জনতা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "মঁসিও ম্যাডিলিন। বাহির হইয়া আসুন, তাহা না হইলে আপনিও চাপা পড়িয়া মরিবেন।" মরণোন্মুখ বৃদ্ধ ফকুলেভেণ্ট ও কাতরভাবে বলিল "মঁসিও ম্যাডিলিন। আপনি বাহির হইয়া যান। আমিত মরিবই। সঙ্গে সঙ্গে আপনিও কেন মরিবেন?" মঁসিও ম্যাডিলিন কোন উত্তর দিলেন না। সহসা শকটখানি নাড়িয়া উঠিল, চক্রগুলি কর্দ্দমের মধ্য হইতে বাহির

হইল। অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে ম্যাডিলিন বলিলেন “ভাই সকল। এইবার সকলে মিলিয়া ধরিয়া তোল।” কুড়ি পঁচিশ জন লোক এক সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া শকট খানিকে তুলিয়া ধরিল। দুই তিনজনে ধরাধরি করিয়া ভগ্নপঞ্জরাস্থি বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টকে চাকার নীচে হইতে বাহির করিয়া লইল। মঁসিও ম্যাডিলিন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও ঘর্ম্মক্লিন্ন। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও কর্দ্দমলিপ্ত। বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্ট কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইয়া একেবারে মঁসিও ম্যাডিলিনের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ম্যাডিলিনের মুখ হইতে আত্মপ্রসাদের স্বর্গীয়বিমল জ্যোতি স্ফুরিত হইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্‌টার জ্যাভার্টের স্থির নির্নিমেষ চক্ষুও যেন সে জ্যোতি সহিতে না পারিয়া ক্ষণিকের তরে ধরাতল-লগ্ন হইল।

একখানি শিবিকা আনাইয়া মসিও ম্যাডিলিন ফক্‌লেভেণ্টকে তাঁহার কারখানায় লইয়া গেলেন, কারখানার হাঁসপাতালে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েকদিন মধ্যে ফক্‌লেভেণ্ট সুস্থ হইলে প্যারিসের সেইণ্ট এণ্টোয়াইন মহল্লার একটী চিরকুমারী ধর্ম্মাধিকারিণীর আশ্রমে তাহাকে উদ্যান-রক্ষকের কর্ম্ম জোগাড় করিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ফ্যাণ্টাইন ম্যাডিলিনের কারখানায়।

ফ্যাণ্টাইন প্যারিস হইতে নিজগ্রামে ফিরিয়া দেখিল যে সেখানে কেহই তাহাকে চিনিল না, অপরিচিতাকে কেহই আশ্রয় দিল না। মঁসিও ম্যাডিলিনের কারখানার দ্বার কিন্তু সবারই জন্য উন্মুক্ত। সেখানে আশ্রয় চাহিবামাত্র ফ্যাণ্টাইন্ আশ্রয় পাইল। সেইদিন হইতে সে কারখানার রমণীবিভাগে ভর্ত্তি হইয়া গেল। কারখানার কার্য্য ফ্যাণ্টাইনের পক্ষে এই প্রথম। অভ্যস্ত না হইলে কার্য্যে পটুতা জন্মে না, পারিশ্রমিক ও সেই অনুপাতে কম বেশী হয়। ফ্যাণ্টাইন রোজগার বেশী করিতে পারিত না; তবে যাহা পাইত তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন একপ্রকার চলিয়া যাইত। অভ্যাসে কার্য্যে অনুরক্তি জন্মায়। কার্য্যানুরক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি আসে এবং জীবন ভোগ্য ও স্পৃহনীয় হয়। ফ্যাণ্টাইনও সুখের মুখ দেখিতে লাগিল। তাহার একমাত্র চিন্তা এখন—কসেট।

বিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিবার মুখ তাহার নাই। ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট কসেটের কথা বলিলেই তাহার সর্ব্বনাশ! কিন্তু মায়ের প্রাণ! মাঝে মাঝে সোণার পুঁতুলের খবর না লইলে বাঁচে কেমন করিয়া? ফ্যাণ্টাইন নিজে লিখিতে পড়িতে জানে না। অগত্যা তাহাকে পেশাদার লেখকের সাহায্য লইতে হইল। কথা তিন কাণ হইলে আর কয়দিন গোপন থাকে? অচিরেই ফ্যাণ্টাইনের এই

"চিঠি চালনা" লইয়া কারখানার অন্যান্য শ্রমজীবীগণের মধ্যে খুব কাণাঘুষা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ গোপন অনুসন্ধানও চালাইতে লাগিল। ক্রমে প্রকাশ পাইল যে ফ্যাণ্টাইন অনূঢ়া অবস্থাতেই সন্তানের মাতা হইয়াছেন। কথা ক্রমে কারখানার রমণীবিভাগের অধ্যক্ষের কাণে উঠিল। তিনি কর্ম্মকুশলতার অভাববশতঃ ফ্যাণ্টাইনের উপর একটু বিরক্তই ছিলেন। শেষে এই ছিদ্র পাইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দিলেন। তিনি ফ্যাণ্টাইনকে বিদায় দিবার সময় পঞ্চাশটি ফ্র্যাঙ্ক মেয়রের নাম করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন যে মেয়র তাহার কর্ম্মে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ মেয়র এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। রমণী বিভাগের সমস্ত বিষয়ের ভার এই অধ্যক্ষের উপর ছিল। ফ্যাণ্টাইন বুঝিল না যে কি অপরাধে তাহার কর্ম্ম গেল। সে শুধু আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিয়া কারখানা ত্যাগ করিল। কয়েক দিন সে গ্রামে চাকরীর খোঁজ খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কারখানা হইতে তাড়িত হইয়াছে শুনিয়া আর কেহই তাহাকে স্থান দিতে চাহিল না। যে বাড়ীতে ফ্যাণ্টাইন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল সেই বাড়ীওয়ালীর নিকট ফ্যাণ্টাইন কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল, কয়েক মাসের ভাড়া ও তাহার বাকি পড়িয়াছিল। সে এখন বেকার বসিয়া আছে জানিয়া বাড়ীওয়ালীও তাহার উপর বিষম জুলুম আরম্ভ করিল। কি করিয়া এই দেনা শোধ করিবে তাহাই ফ্যাণ্টাইনের দারুণ চিন্তা। তাহার উপরে আর এক চিন্তা—কসেট।

সন্তানবৎসলা মাতা একবার মনে করিল এই দুরবস্থার সময় যদি কন্যাকে কোলে পাইলে, সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ঘুচিয়া যায়। পরক্ষণেই

ভাবিল—না আমি কষ্ট পাইতেছি, সোণার পুত্তলিকে কেন আর সে কষ্টের অংশভাগিনী করিব? আর কসেটকে আনিতে গেলেই বা থেনার্ডিয়ার তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? তাহার যে চারি মাসের খোরাকী বাকি পড়িয়াছে। আর তাহাকে আনিবার পথ খরচই বা কোথায় পাইব?

ফ্যাণ্টাইন্ শীতের শেষে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। আবার শীত আসিল। ফ্যাণ্টাইন্ কাজকর্ম্মের কোনই সুবিধা করিতে পারিল না। পাওনাদারগণ ক্রমে পরুষ ব্যবহার আরম্ভ করিল। থেনার্ডিয়ারের তাগাদায় ফ্যাণ্টাইন্ অস্থির হইয়া উঠিল।

একদিন ফ্যাণ্টাইন্ থেনার্ডিয়ারের এক পত্রে জানিল যে ক[illegible] বস্ত্রে দারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছে। কয়েকটি ফ্লানেল সার্ট তাহার নিতান্ত আবশ্যক। না হইলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবে। ইহার জন্য অন্ততঃ দশ ফ্র্যাঙ্ক দরকার। দশটি কানা কড়ি ফ্যাণ্টাইনের ছিল না; দশ ফ্র্যাঙ্ক সে কোথায় পাইবে? সমস্তদিন ধরিয়া সে পত্রখানি একবার দেখে, আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়—আবার বাহির করে, আবার ভাঁজ করে।

এইরূপে সমস্তদিন কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলা সে বাহির হইল। একটি পরচুলা-ব্যবসায়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া সে তাহার মস্তকের চিরুণী খুলিয়া লইয়া সুন্দর সুচিক্কণ প্রচুর কেশদাম আলুলায়িত করিয়া দিল। কেশ বিক্রেতা সাশ্চর্য্যে কহিল "কি সুন্দর চুল!"

ফ্যাণ্টাইন্ বলিল "কত হইলে তুমি এই কেশগুলি কিনিতে পার?"

সে উত্তর দিল "দশ ফ্র্যাঙ্ক।"

ফ্যাণ্টাইন্ কহিল "কাটিয়া লও।"

কেশ বিক্রয়-লব্ধ অর্থে ক্যাণ্টাইন্ কসেটের জন্য দুইটি সুন্দর গরম পশমী পোষাক কিনিয়া থেনার্ডিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিল। থেনার্ডিয়ার কিম্বা তাহার পত্নী কেহই তাহাতে তুষ্ট হইল না; বরং নগদ টাকা না পাঠাইয়া পোষাক পাঠানতে থেনার্ডিয়ার-দম্পতি ক্যাণ্টাইনের উপর যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ক্যাণ্টাইনের প্রেরিত পরিচ্ছদে নিজকন্যা ইপোনাইনকে সজ্জিত করিয়া দিল। কসেট শীতে কাঁপিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে ক্যাণ্টাইন্ থেনার্ডিয়ারের আর একখানি পত্র পাইল। পত্রে লেখাছিল "কসেট ভয়ঙ্কর টাইফয়েড্ জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। তাহার জন্য মূল্যবান ঔষধ ও পথ্য খরিদ করিতে করিতে আমরা জেরবার হইয়াছি। আর আমরা পারি না। যদি তুমি পত্রপাঠ মাত্র চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক না পাঠাও তাহা হইলে তোমার কন্যার জীবনের আশা নাই।"

হাসিতে হাসিতে গীত গাহিতে গাহিতে ক্যাণ্টাইন্ রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। ক্যাণ্টাইনের এই অদ্ভুত ভাবান্তর দেখিয়া তাহারই একজন বয়স্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আজ তোর এত স্ফূর্ত্তি দেখিতেছি কেন?" ক্যাণ্টাইন্ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল "মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া! আমি খাইতে পাই না—আমার কাছে একটি লোক চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক চাহিয়া পাঠাইয়াছে!" বয়স্যা বুঝিল—ক্যাণ্টাইন্ প্রকৃতিস্থা নহে।

ক্যাণ্টাইন্ বাজারের পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে একজন লোক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রনর্গল বক্তৃতা করিতেছে এবং বিনামূল্যে নানা রোগ প্রতীকারের উপায় বলিয়া

দিতেছে এবং যৎকিঞ্চিৎ মূল্য লইয়া ঔষধাদিও বিতরণ করিতেছে। যদিও এই বৈদ্যরাজ সর্ব্বপ্রকার রোগেরই ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রধান ব্যবসায় দন্ত-উৎপাটন ও কৃত্রিম দন্ত-বাঁধান। ফ্যাণ্টাইন্‌ও সেই অলস ও কৌতুকপ্রিয় জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল এবং তাহাদের সহিত হাসিতে ও কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। ফ্যাণ্টাইনের মুকুতার ন্যায় সুন্দর দন্তপাঁতি দেখিয়া দন্তব্যবসায়ীর অত্যন্ত লোভ হইল। বিদ্রুপচ্ছলে সে ফ্যাণ্টাইনকে বলিল "হাস্যময়ি সুন্দরি! তোমার দন্তগুলি বড়ই সুন্দর! তোমার সম্মুখের দুইটী দন্ত বিক্রয় করিবে? আমি দুইটী দন্তের দাম দুই নেপোলিয়ন দিতে পারি।" দন্তব্যবসায়ীর প্রস্তাবে ফ্যাণ্টাইন্ শিহরিয়া উঠিল "কি ভয়ানক কথা!" অদূরে দন্তবিহীনা একটি বৃদ্ধা এই প্রস্তাব শুনিল। সে কহিল "এই স্ত্রীলোকটীর কি সৌভাগ্য! দুইটি দন্তের মূল্য দুই নেপোলিয়ন!"

ফ্যাণ্টাইন্ দুই হাতে নিজের কান বন্ধ করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। দন্তব্যবসায়ী চীৎকার করিয়া বলিল "ভদ্রে! আবার ভাবিয়া দেখিও। দুই নেপোলিয়ন! তোমার অনেক কাজে আসিতে পারে। যদি রাজি হও তবে আমার সঙ্গে আজ রাত্রেই 'টিলাক ডি আরজেণ্ট' হোটেলে আসিয়া দেখা করিবে।"

ফ্যাণ্টাইন্ একদৌড়ে বাড়ী গেল। পার্শ্বের ঘরের অধিবাসিনী মারগারেটকে ডাকিয়া, তাহাকে সেই "অপ্‌পেয়ে" দন্ত-চিকিৎসকের অসঙ্গত প্রস্তাবের বিষয় শুনাইল ও তাহার শিরে অজস্র গালি বর্ষণ করিল।

মারগারেটও অত্যন্ত দরিদ্র। সেও একসঙ্গে দুই নেপোলিয়ন কখনও চক্ষে দেখে নাই। তাহার নিকট প্রস্তাবটি তত অসঙ্গত বলিয়া মনে

হইল না। মুখে মুখে হিসাব করিয়া মারগারেট বলিল "তুই নেপোলিয়ন—অর্থাৎ চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক।"

ফ্যাণ্টাইন্‌ ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ফ্যাণ্টাইন্‌ জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! বলিতে পার টাইফয়েড জ্বর কাহাকে বলে? এই জ্বরে কি অনেক দামী ঔষধ লাগে?" মার্গারেট উত্তর করিল "হাঁ।" ফ্যাণ্টাইন্‌ জিজ্ঞাসা করিল "এই জ্বর কি ছোট ছেলেপিলের বেশী হয়?" মার্গারেট উত্তর দিল "হাঁ।" ফ্যাণ্টাইন জিজ্ঞাসা করিল "এই জ্বরে কি অনেক ছেলেপিলে মরে?" মার্গাবেট উত্তর করিল "এক শয়ের মধ্যে দু চার জন এই জ্বরে রক্ষা পায়।" মার্গারেট নিজ কক্ষে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ফ্যাণ্টাইন্‌ বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল; সহসা সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া রু-দে-পারি নামক পথ ধরিয়া টিলাক্‌ ডি আ্যরজেণ্ট হোটেলের অভিমুখে চলিল।

পবদিন অতি প্রত্যূষে মার্গারেট ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—ফ্যাণ্টাইন্‌ শয্যার উপরে, একখানি মলিন রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। রুমালখানি রক্তাক্ত। বালিশেও শোণিতের দাগ। দুই কষ বহিয়া শোণিতাক্ত লালা পড়িতেছে। মার্গাবেট জিজ্ঞাসা করিল 'ফ্যাণ্টাইন্‌! তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" ফ্যাণ্টাইন মুখের রুমাল সরাইয়া লইল। মার্গারেট দেখিল ফ্যাণ্টাইনের সম্মুখের দুইটী দন্ত নাই। বিষাদের হাসি হাসিয়া ফ্যাণ্টাইন অঙ্গুলি নির্দ্দেশে টেবিলের উপর কি দেখাইল। মার্গারেট দেখিল—টেবিলের উপ্রর দুইটি সুবর্ণ মুদ্রা (নেপোলিয়ন্‌) চক্‌ চক্‌ করিতেছে। মার্গারেটের বুঝিতে বাকি রহিল না।

ফ্যাণ্টাইন্ তাহার দন্ত বিক্রয় লব্ধ চল্লিশ ফ্র্যাঙ্ক সেই দিনই থেনা-ডিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিল। বাস্তবিক কসেটের কোন পীড়া হয় নাই। পীড়ার কথা কেবল ফ্যাণ্টাইনের নিকট হইতে কিছু টাকা ঠকাইয়া লইবার মৎলবে থেনাডিয়ার কর্তৃক রচিত একটি বিরাট মিথ্যা।

পরমা সুন্দরী ফ্যাণ্টাইন্ এখন কেশদন্তবিহীনা—ভীষণ-দর্শনা। যে ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিয়া একদিন রাস্তার লোক চাহিয়া রহিত, যাহার সুন্দর সুপ্রচুর কেশদাম ও মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত-পাঁতি সুন্দরীগণের ঈর্ষার বিষয় ছিল, আজ তাহার কুৎসিৎ মূর্ত্তি দর্শকদিগের ঘৃণিত। মুকুরে আপনার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া একদিন ফ্যাণ্টাইন্ আনন্দে আত্মহারা হইত, আজ সেই একই দর্পণে প্রতিফলিত আপনার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ফ্যাণ্টাইন্ নিজেই ভয় পাইতে লাগিল। সে দর্পণখানি জানালা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। দর্পণখানি রাস্তায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ফ্যাণ্টাইন্ পথে দাঁড়াইল।

ফ্যাণ্টাইনের যাহা কিছু ছিল, পাওনাদারগণ সমস্ত বিক্রয় করিয়া লইল। থেনার্ডিয়ার পত্রের পর পত্র লিখিতে লাগিল; ফ্যাণ্টাইন্ টিকিটের পয়সার অভাবে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। থেনার্ডিয়ার ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল; শেষে এক পত্র লিখিল। তাহার মর্ম্ম এই:—"তুমি কয়মাস হইতে এক কপর্দ্দকও পাঠাও নাই। আমরা এতদিন বিনা খরচে তোমার মেয়েকে রাখিলাম। যদি পত্রপাঠ একশত ফ্র্যাঙ্ক না পাঠাও, তাহা হইলে আমরা কসেটকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব। তাহাতে সে মরুক আর বাঁচুক আমাদের দোষ নাই।"

একশত ফ্র্যাঙ্ক! ফ্যাণ্টাইন্ চমকিয়া উঠিল। এমন কোন্ ব্যবসায় আমি করিতে পারি, যে ব্যবসায় একদিনে একশত স্যু আমি উপার্জ্জন করিতে পারি? ফ্যাণ্টাইনের বিষম চিন্তা হইল। তাহার ললাটের শিরা সজোরে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। একটী করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ফ্যাণ্টাইন্ বলিল "ভাল যদি ঈশ্বরের তাহাই অভিপ্রায় হয়, আমি আমার যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাই বিক্রয় করিব। পুণ্যের পথ যখন আমার পক্ষে রুদ্ধ হইল, তখন নরকের পথই ধরিব।"

ফ্যাণ্টাইন্ বারবণিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

শীতকাল। পথ তুষারে সমাচ্ছন্ন। ফ্যাণ্টাইন্ "খরিদ্দারের" প্রতীক্ষায় বারেন্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিধানে একটি পাতলা গলা-ঢিলে রেশমী বলের পোষাক। চুলের মধ্যে ফুল গোঁজা।

সুন্দর পরিচ্ছদধারী একটি লোক নিকটস্থ হোটেল হইতে বাহির হইল। তাহার গায়ে একটি পরিষ্কার গরমের ওভার-কোট; মস্তকে ফেল্টের টুপী; মুখে পাইপ। ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিয়া লোকটি বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "মেয়েমানুষ! তোমার চেহারা খানি ত বেড়ে সুন্দর; কেবল দুঃখু সাম্‌নের দুটী দাঁত নেই।" ফ্যাণ্টাইন্ সে বিদ্রূপ গায়ে মাখিল না, সে যেন লোকটির কথা শুনিয়াও শুনিল না, বিষন্ন-ভাবে পাইচারী করিতে লাগিল। লোকটি আবার নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অভাগিনী ফ্যাণ্টাইন্ নীরবে তাহা সহ্য করিয়া গেল: লোকটি যখন দেখিল যে কথায় কিছু হইল না, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করিল। ফ্যাণ্টাইন্ পাইচারি করিতে করিতে যেমন লোকটির দিকে পশ্চাৎ ফিরাইল, লোকটি অমনি রাস্তা হইতে খানিকটা বরফ কুড়াইয়া লইয়া তাহা ফ্যাণ্টাইনের স্কন্ধের উপর ছাড়িয়া দিল। তুষার-চূর্ণগুলি সমস্ত তাহার পৃষ্ঠ এবং বক্ষ বহিয়া কোমরের নিকট গিয়া জমা হইল, এবং শরীরের উত্তাপে ধীরে ধীরে গলিয়া জল হইতে লাগিল। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল। ফ্যাণ্টাইন্ এক লাফে বাঘিনীর মত যাইয়া লোকটির কলার চাপিয়া ধরিল এবং আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল এবং তাহার মস্তক হইতে তাহার টুপিটি ছিনাইয়া লইয়া, কর্দ্দমের মধ্যে ফেলিয়া, সেটিকে দুইপদে দলিত করিয়া, সেই ব্যাভিচারীর দুষ্কার্য্যের কতকটা প্রতিশোধ লইল।

এই বিসদৃশ অভিনয় দেখিবার জন্য রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল। সেই জনতা ভেদ করিয়া পুলিসের পরিচ্ছদে সজ্জিত একব্যক্তি আসিয়া ফ্যাণ্টাইন্‌কে গ্রেপ্তার করিল এবং উদ্ধত ভাবে কহিল "আমার সঙ্গে চল।" পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবামাত্রই ফ্যাণ্টাইন্ যেন মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যা ভুজঙ্গীর ন্যায় হইয়া পড়িল। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টকে সে বিলক্ষণ চিনিত। বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিণী হইল। কৌতুক-প্রিয় জনতা তাহাদের পাছে পাছে কোতোয়ালীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গেল। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসামী ফ্যাণ্টাইন কোতোয়ালীর আফিস কক্ষে প্রবেশ করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ফ্যাণ্টাইনের মুক্তি।

গম্ভীর ভাবে জ্যাভার্ট কহিল "রমণি! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তাহার শাস্তি ছয়মাস সশ্রম কারাবাস!"

ফ্যাণ্টাইন্ এই নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল "ছয়মাস! আমি ছয়মাস কারাগারে থাকিলে আমার কসেটের কি দশা হইবে?" হতভাগিনী মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। জ্যাভার্টের আজ্ঞা-ক্রমে দুইজন পুলিস প্রহরী আসিয়া কারাগারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ফ্যাণ্টাইন কাতরভাবে তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিল এবং জ্যাভার্টকে কহিল "মসিও জ্যাভার্ট! হতভাগিনীর প্রতি দয়া করুন। আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমার কোনই অপরাধ নাই। আপনি আগাগোড়া দেখেন নাই; তাই আমাকে অপরাধী মনে করিতেছেন। সেই ভদ্রলোকটিকে আমি কস্মিন্ কালেও দেখি নাই। তিনি আমার সহিত নিতান্ত অভদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমি তাহাও নীরবে সহ্য করিয়াছিলাম। শেষে রাস্তা হইতে কতকগুলি বরফ কুড়াইয়া লইয়া তিনি আমার গায়ে দিলেন সেইজন্য আমার বড়ই রাগ হইয়াছিল। জানেনই ত মসিও জ্যাভার্ট! আমাদের মত দরিদ্র বারবনিতার একটি ভিন্ন ভাল পোষাক নাই। সেইটি পরিয়া আমরা রাত্রে বাহির হইয়া থাকি। আমার সেই পোষাকটি

একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া কি আমার চটিবার যথেষ্ট কারণ নয়! যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আমায় এবার ক্ষমা করুন। আমি জেলে গেলে, আমার মেয়েটী নিশ্চয় মারা পড়িবে। মসিও জ্যাভার্ট! আমাকে দয়া করিয়া এইবার ছাড়িয়া দিন। আমি জীবনেও এমন কাজ আর করিব না।”

জ্যাভার্ট রুক্ষভাবে কহিল “তোমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা ত' শেষ হইয়াছে? এখন যাও, তোমাকে ছয় মাসের জন্য জেলে যাইতে হইবে।” জ্যাভার্ট প্রহরীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরীরা আসিয়া ফ্যাণ্টাইনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার উদ্যোগ করিল।

ইহারই কিছুপূর্ব্বে অন্যের অলক্ষিতে একটি ভদ্রলোক সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, কবাটে ঠেসান্ দিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। যে সময়ে প্রহরীগণ ফ্যাণ্টাইন্‌কে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময়ে তিনি একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন “কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।” জ্যাভার্ট চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন এবং দেখিবামাত্র চিনিলেন—তিনি মসিও ম্যাডিলিন্। মেয়রকে দেখিয়াই জ্যাভার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন “মসিও লি মেয়র! আমার অশিষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আপনি কখন এই কক্ষে আসিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই।”

“মেয়র” এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র ফ্যাণ্টাইন্ একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীগণ বাধা দিবার পূর্ব্বেই ছায়াময়ী প্রেতাত্মার ন্যায় সে মসিও ম্যাডিলিনের সম্মুখীন হইয়া একটি বিকট অট্টহাস্য করিয়া কহিল “ওঃ! তুমিই মেয়র!” আবার অট্টহাস্য করিয়া মসিও

ম্যাডিলিনের মুখের উপরে একরাশি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। ম্যাডিলিন ধীরভাবে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিলেন, আস্তে আস্তে মুখ মুছিয়া ফেলিয়া জ্যাভার্টকে বলিলেন "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! এই স্ত্রীলোকটিকে এখনই ছাড়িয়া দিন।"

ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান। যে মেয়রকে সমাজে সকলে দেবতার ন্যায় পূজা করে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার! জ্যাভার্ট কখনও এরূপ ঘটনা কল্পনাও করিতে পারিতেন না; আজ সেই ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় মেয়র আবার সেই অপরাধীকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিতেছেন। জ্যাভার্ট নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

ফ্যাণ্টাইন্‌ও সংজ্ঞাশূন্য। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "আমাকে ছাড়িয়া দিবে! তাহা হইলে আমাকে ছয় মাসের জন্য কারাগারে যাইতে হইবে না? কে আমাকে মুক্তি দিল? নিশ্চয় ওই রাক্ষস অবতার মেয়র নহে। মসিও জ্যাভার্ট! আপনি বড় দয়ালু—আপনিই আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। মসিও জ্যাভার্ট! আপনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোক; আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে আজিকার ঘটনায় আমার কোনই দোষ ছিল না। আপনি পুলিশের লোক। আপনি কি করিবেন? একটা হাঙ্গামা হইলে তো আপনি অপরাধীকে ধরিতে বাধ্য। তাই আমায় ধরিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে আমি নির্দ্দোষ—তাই আমায় ছাড়িয়া দিতেছেন।"

ফ্যাণ্টাইন্ উঠিয়া দাঁড়াইল, বস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, সে প্রস্থানের জন্য দ্বারের অভিমুখে গেল। দ্বার অর্গল-বদ্ধ ছিল। ফ্যাণ্টাইন্ যেমন খিল খুলিতে যাইবে অমনি

জ্যাভার্ট প্রহরীগণকে কহিল "দেখিতেছ না? আসামী যে পলায়! উহাকে কে ছাড়িয়া দিয়াছে? প্রহরীগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন "আমি।" জ্যাভার্টের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র ফ্যাণ্টাইন্ অর্গল ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং একবার জ্যাভার্টের মুখের দিকে একবার মসিও ম্যাডিলিনের মুখের দিকে দীননেত্রে তাকাইতে লাগিল।

ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট কহিল "মসিও লি মেয়র! আসামীকে ছাড়া যাইতে পারে না। সে একটি ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে।"

অতি সংযত স্বরে এবং স্থির ভাবে মসিও ম্যাডিলিন্ উত্তর করিলেন "ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট! আমার কথা শুনুন্ঃ—আপনি বুদ্ধিমান লোক; আপনাকে বুঝাইতে আমার বেশী কষ্ট হইবে না। আমি পথের অপর দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া এই ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সমবেত লোকদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি যে আপনি প্রকৃত দোষীকে ছাড়িয়া দিয়া এই নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে অনর্থক নিগৃহীত করিতেছেন।"

জ্যাভার্ট কহিল "এই মাত্র সে আপনাকে অপমান করিয়াছে।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন "আমার অপমানের কথা আমি বুঝিব।

জ্যাভার্ট কহিল "আপনাকে অপমান—আদালতের অবজ্ঞা।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন "ইন্স্পেকটার জ্যাভার্ট! মনুষ্যের বিবেক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদালত। আমি স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যে আদেশ দিতেছি তাহা বেশ বুঝিয়া সুঝিয়াই দিতেছি।"

জ্যাভার্ট কহিল "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ম্যাডিলিন্ কহিলেন "বুঝিতে না পারেন, আদেশ পালন করুন।"

জ্যাভার্ট কহিল "আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব। কর্ত্তব্য বলিতেছে যে এই স্ত্রীলোকের ছয় মাসের কারাদণ্ড হওয়া উচিত।"

পূর্ব্ববৎ অতি ধীর ভাবে ম্যাডিলিন কহিলেন "শুনুন, ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। এই স্ত্রীলোক এক দিনের জন্য ও কারাগারে যাইবে না।"

মেয়রের এই অবিচলিত ভাব দেখিয়া জ্যাভার্ট স্থির নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল "মসিও লি মেয়র। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে জীবনেও যাহা আমাকে করিতে হয় নাই, আজ তাহাই আমাকে করিতে হইতেছে। আপনার সহিত এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইতেছে। কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে আমি ন্যায়ত ও ধর্ম্মত ঠিক কার্য্যই করিতেছি। এই স্ত্রীলোকটী প্রকাশ্য রাস্তার উপরে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে অপমানিত করিয়াছে। এই অপরাধের বিচারের ক্ষমতা আমারই আছে।"

মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এই ঘটনা ষ্ট্রীট পুলিশের বিচার্য্য নহে। ইহা বড়ো পুলিশের বিচার্য্য। ফৌজদারি কার্য্যবিধির নয়, এগার তেরো ও ছেষট্টি ধারা অনুসারে আমিই ইহার বিচার করিতেছি এবং হুকুম দিতেছি যে এই স্ত্রীলোককে অবিলম্বে মুক্ত করা হউক।"

জ্যাভার্ট শেষ যুক্তি দেখাইতে কৃতসংকল্প হইয়া কহিল "কিন্তু মসিও লি মেয়র।—"

মেয়র বাধা দিয়া কহিলেন "আমি আপনাকে ১৭৯১ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের আইনের একাশি ধারা দেখিতে অনুরোধ করি। বিনা দোষে কোন লোককে আবদ্ধ করার ফল কি, তাহা উক্ত ধারায় দেখিতে পাইবেন।"

জ্যাভার্ট কহিল "অনুগ্রহ পূর্ব্বক, আমার—"

মেয়র কহিলেন "আর একটি কথাও নহে।"

জ্যাভার্ট কহিল "তবু—"

মসিও ম্যাডিলিন বলিলেন "আপনি এই কক্ষ পরিত্যাগ করুন।"

প্রকাণ্ড একটী সেলাম ঠুকিয়া অবনত-মস্তকে জ্যাভার্ট সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্যাভার্ট চলিয়া গেলে মসিও ম্যাডিলিন্‌ ফ্যান্টাইন্‌কে কহিলেন "ভদ্রে! আমি তোমার সমস্ত ইতিহাস জানিয়াছি। তোমার প্রত্যেকটী কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তুমি যে আমার কারখানা ছাড়িয়া আসিয়াছ তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতাম না। যখন কর্ম্মচ্যুত হইলে, তখন কেন তুমি আমার কাছে দরখাস্ত করিলে না? যাহাহউক এখন আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। আমি তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া দিব। তোমার কন্যাকে তোমার নিকট আনাইয়া দিব। তুমি প্যারিসে কিম্বা অন্যত্র যেখানে তোমার ইচ্ছা থাকিতে পার। তোমার ও তোমার কন্যার সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করিব। মনুষ্যের চক্ষে তুমি পতিত ও ঘৃণিত হইতে পার—কিন্তু রমণি! ঈশ্বরের চক্ষে তুমি ধর্ম্মের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা।"

ফ্যান্টাইন্‌ বুঝিতে পারিতেছিল না যে সে জাগ্রত, কিম্বা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। সে ভাবিতেছিল সত্য সত্যই কি বিধাতা আমার ভাগ্যে এত সুখ লিখিয়াছেন? সত্যই কি আমি এই পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে যাইতে সমর্থ হইব? সত্যই কি আমার বুকের ধন কসেট্‌কে আবার আমি বুকে ফিরাইয়া পাইব? এই সুখময় ভবিষ্যৎ-চিন্তাও ফ্যান্টাইনের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যেন সহ্য করিতে পারিল না। কৃতজ্ঞতার আবেগে ফ্যান্টাইন্‌ দৌড়িয়া গিয়া মসিও ম্যাডিলিনের পা জড়াইয়া ধরিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার পাদ-চুম্বন করিতে লাগিল। মসিও তাহাকে ধরিয়া

তুলিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই, ফ্যাণ্টাইন্ তাঁহার চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মসিও ম্যাডিলিন্ একখানি শিবিকা আনাইয়া মূর্চ্ছিতা ফ্যাণ্টাইন্‌কে তাঁহার কারখানায় লইয়া গেলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে আসিয়া ফ্যাণ্টাইন্ কঠিন জ্বরে পড়িল। মসিও ম্যাডিলিন্ প্রতি দিনই তাহাকে দেখিতে আসিতেন এবং ঘণ্টা খানেক করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ফ্যাণ্টাইন্ও মসিও ম্যাডিলিন্‌কে তাহার শয্যাপার্শ্বে দেখিলে অত্যন্ত হর্ষিত হইত এবং জ্বরের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

———:§০§———

জ্যাভার্টের অনুতাপ।

যত সম্তর্পণে, যত যত্নসহকারে, যত সমুজ্জ্বল বর্ণেই না কেন আমরা জীবনের রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে যাই, অদৃষ্টের কালিমাময় রেখা যেন সে ঔজ্জ্বল্যের মধ্য দিয়া ক্রমাগত ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে সিও ম্যাডিলিন তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া, মেয়রের কার্য্য সম্বন্ধীয় তকগুলি কাগজ পত্র দেখিতেছেন। কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাঁহার হাতে রহিয়াছে। সেইগুলি না সারিয়া তিনি কসেটকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে যাইতে পারিবেন না। আর তিনি স্বয়ং না গেলেও কসেটকে থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনা সহজ নহে। সেই জন্য ঐ কার্য্যগুলি তিনি শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লইতেছেন। এই সময়ে একটি ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্টের কার্ড দিল। জ্যাভার্টের নাম দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মসিও ম্যাডিলিনের মুখে একটু বিরক্তির ছায়া লক্ষিত হইল। পরক্ষণেই তিনি ভৃত্যকে বলিলেন "তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বল।"

জ্যাভার্ট কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মেয়রকে যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। আজ জ্যাভার্টের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত, তাহাতে ঘৃণা ক্রোধ কিম্বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। যে মুখ প্রস্তর-ফলকের ন্যায় ভাববিহীন ও দুর্ব্বোধ্য আজ তাহা কিয়দংশে

নান্ধকাব-সমাচ্ছন্ন। মেয়র ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টকে কহিলেন “জ্যাভার্ট! সংবাদ কি?” জ্যাভার্ট একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলে যেন একটু ভাবিয়া লইলেন কিরূপভাবে কথা কহিতে হইবে; পরে বলি “মহাশয়! একজন অপরাধীর বিচার আমি প্রার্থনা করি। অপব ভক—ধর্ম্মাধিকরণেব সমুচ্চ আসনে উপবিষ্ট বিচারপতির প্রতি, তাঁহাব অধীনস্থ একজন নগণ্য কর্ম্মচারীর অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা এবং অযৌক্তিক সন্দেহ।” ম্যাডিলিন্ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জ্যাভার্টকে বলিলেন “জ্যাভার্ট! কে সেই অপরাধী? স্পষ্ট করিয়া বল।” জ্যাভার্ট উত্তর করিল “আমি।” ম্যাডিলিন কহিলেন “কে সেই বিচারপতি, যাহাকে তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ?” জ্যাভার্ট কহিল “আপনি স্বয়ং। মসিও লি মেয়র, আমি ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়াছি। আমি ইন্‌স্পেক্টার পদের অযোগ্য। আপনি আমাকে বরখাস্ত করুন। তাহা হইলে আমার অপরাধের কতক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।” মেয়র কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে জ্যাভার্টের অপরাধ কি এবং কিরূপে সে বিচারালয়ের অবমাননা করিয়াছে। জ্যাভার্ট নীরব ও অধোমুখ।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাভার্ট আবার বলিতে আরম্ভ করিল “মসিও লি মেয়র! আপনি বলিতে পারেন যে তুমি ইচ্ছা করিলে ত তোমার পদত্যাগ পত্রই পাঠাইতে পার। তবে তুমি কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হইতে চাহিতেছ কেন? মসিও। তাহার কারণ এই যে সম্মানের সহিত পদত্যাগ করিয়া গেলে, আমার অপরাধের শাস্তি হইল কই? মসিও ম্যাডিলিন কহিলেন “জ্যাভার্ট! কেন তুমি বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছ? তুমি আমার সম্পর্কে কোনরূপ অনুচিত ব্যবহার কর নাই।” জ্যাভার্ট কহিল “মহাশয়! আমি একজন কারামুক্ত কয়েদীর সহিত আপনার

৳ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অন্যায়রূপে আপনাকে সন্দেহ ও ঘৃণার চক্ষে য়া আসিতেছিলাম। আপনার অসাধারণ দৈহিক সামর্থ্য বৃদ্ধ লভেন্ট-ঘটিত সেই ব্যাপার, বন্দুক চালনে আপনার অব্যর্থ লক্ষ্য, াপনার চলন-বলন দেখিয়া আমি নিশ্চয় ধারণা করিয়াছিলাম, যে আপনিই ছদ্মবেশে সেই ভীষণ দস্যু জন্‌ ভলজীন্‌। শুধু তাহাই নহে, মসিও! আমার ধৃষ্টতা কতদূর অমার্জ্জনীয় বুঝুন। আমি উক্ত মর্ম্মে একটি মন্তব্য আমাদের উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকটও দিতে পশ্চাৎপদ হই নাই।" মসিও ম্যাডিলিন ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন "তোমার উপরিতন কর্ম্মচারী তাহার কি উত্তর দিয়াছেন?" জ্যাভার্ট কহিল-- তিনি লিখিয়াছেন আমি পাগল। কারণ আসল ভলজীন্‌ ধরা পড়িয়াছে। সে চ্যাম্প ম্যাথু নাম লইয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছিল। অল্পদিন হইল একটি আতাচুরির সম্পর্কে ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে তাহার প্রকৃত নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আরাসের সেসনে তাহার বিচার চলিতেছে। ব্রেভেট নামে ভলজীনের সমসাময়িক একজন কারামুক্ত কয়েদী তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে। পুলিস কমিশনার আমাকেও ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমিও গিয়া ভলজীন্‌কে ঠিক চিনিলাম। আমার দারুণ ভ্রম সংশোধিত হইল। আরও বুঝিলাম যে আমি পুলিসের কার্য্যের নিতান্ত অনুপযুক্ত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আপনার নিকট সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিব, বলিয়া জন্মের মত পুলিসের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। মসিও! আমায় ক্ষমা করুন; আমায় কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করুন; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।" মসিও ম্যাডিলিন অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন "জ্যাভার্ট! এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন অনর্থক! যাহা হউক বোধ হয় তাহা হইলে তোমাকে এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে।

জ্যাভার্ট কহিল "হাঁ—আমি সপিনা পাইয়াছি। কালই আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে। ম্যাডিলিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "বিচার কি কালই শেষ হইবে?" জ্যাভার্ট কহিল "হাঁ, তবে আমি মোকর্দ্দমার শেষ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিব না। আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়া গেলেই আমি ফিরিয়া আসিব।" এই কথা শুনিবা মাত্র মসিও ম্যাডিলিন্ যেন একটু বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জ্যাভার্টকে কহিলেন "শুন জ্যাভার্ট! তুমি এমন কোন গুরুতর অপরাধ কর নাই, যাহার জন্ম এতদূর অনুতপ্ত হইতেছ। চাকরি পরিত্যাগের সংকল্প তুমি ছাড়িয়া দাও এবং নিশ্চিন্ত মনে যাইয়া, আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাও। তুমি কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমার ধারণা ছিল। এক্ষণে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। তুমি এক্ষণে যাইতে পার। সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিয়া মেয়র জ্যাভার্টকে বিদায় অভিবাদন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; জ্যাভার্ট সসম্ভ্রমে একটু পিছাইয়া গেল। সে মেয়রের হস্ত স্পর্শ করিল না এবং অতি বিনীতভাবে কহিল—"মসিও লি মেয়র! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার হস্ত আমি স্পর্শ করিব সে মুখ আমার কোথায়? আপনি মেয়র—আমি হীন গোয়েন্দা মাত্র।" এই কথা বলিয়া জ্যাভার্ট সসম্ভ্রমে দূর হইতে মেয়রকে অভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মসিও ম্যাডিলিন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জ্যাভার্ট দৃষ্টির অন্তরালে গেল ততক্ষণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। পরে চিন্তাকুলিত ভাবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মসিও ম্যাডিলিনই জন্ ভলজীন্।

যে দিন প্রাতে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল, সেইদিন সন্ধ্যাকালে, যথা নিয়মে মসিও ম্যাডিলিন্ ফ্যাণ্টাইন্‌কে দেখিতে গেলেন। তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিলেন। ফ্যাণ্টাইনের গায়ে তখনও খুব জ্বর। কিন্তু যতক্ষণ মসিও ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ, তাহার কোন অসুখ আছে বলিয়া বোধ হইতে ছিল না। তিনি উঠিতে যাইবেন এমন সময়ে ফ্যাণ্টাইন্ জিজ্ঞাসা করিল "মসিও লি মেয়র! আমার কসেটকে কবে আনিয়া দিবেন?" ঈষৎ হাসিয়া মসিও উত্তর করিলেন "খুব শীঘ্র।" সেই কথা শুনিয়া ফ্যাণ্টাইন্ যেন একটু আশ্বস্তা হইল। সে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

মসিও ম্যাডিলিন্ সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া আবার তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে ভিত্তি গাত্রে একখানি মানচিত্র বিলম্বিত ছিল। তিনি মনোযোগের সহিত তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এই মানচিত্র খানিতে পারিস হইতে ভিন্ন ভিন্ন নগর ও জনপদের পথ ও দূরত্ব লিখিত আছে। ম্যাডিলিন্ আপনার পকেট হইতে নোটবুক ও একটি পেন্সিল বাহির করিয়া কি লিখিলেন আবার নোটবুকখানি পকেটে রাখিয়া দিলেন।

মসিও ম্যাডিলিন্ আবার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি জনশূন্য পল্লীপথ ধরিয়া গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তথায় একটি আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া আস্তাবলের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাষ্টার স্কফেয়ার! তোমার ভাল্ ঘোড়া আছে?" বিনীতভাবে সেলাম করিয়া আস্তাবলস্বামী কহিল "মসিও লি মেয়র! আমার সব ঘোড়াই ভাল। আপনি কি প্রকার ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি বুঝিতে পারিলাম না।" মসিও কহিলেন "ভাল মানে, যে ঘোড়া ডাক না বদলাইয়া বারো ঘণ্টায় বিশ লিগ রাস্তা যাইতে পারে এবং কেবল মাত্র রাত্রিটুকু বিশ্রাম করিয়া আবার পরদিন প্রাতে ফিরিতে সমর্থ হয়!" মাষ্টার স্কফেয়ার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "মসিও লি মেয়র! আপনি যেমনটি চাহিতেছেন, ঠিক তেমনি ঘোড়াই আমার আছে। কিন্তু সে ঘোড়া জিন-সোয়ারিতে চলিবে না, টম্‌টমে চলিবে। আপনি কি টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাইতে পারিবেন?" মসিও উত্তর দিলেন "পারিব।"

স্কফেয়ার। আপনি একলা যাইবেন ও কোন ভারী জিনিষ-পত্র সঙ্গে লইতে পারিবেন না।

ম্যাডিলিন্। তাহাই হইবে।

স্কফেয়ার। আমাকে দৈনিক ত্রিশ ফ্র্যাঙ্ক করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। এবং যে দিন বসিয়া থাকিবেন সে দিনেরও পূরা ভাড়া দিতে হইবে। এবং ঘোড়ার খোরাকী-খরচও আপনাকেই বহন করিতে হইবে।

ম্যাডিলিন্। বেশ! আমি তাহাতেই স্বীকৃত আছি।

মসিও ম্যাডিলিন্ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া দুইটি নেপোলিয়ন টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন "দুই দিনের ভাড়া অগ্রিম দিলাম। টম্‌টম্ ঠিক রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় আমার বাড়ীতে

পাঠাইয়া দিবে।" স্কফেয়ার উত্তর করিল "ঠিক রাত্রি সাড়ে চারিটার সময়, টম্‌টম্‌ আপনার ফটকে যাইয়া উপস্থিত হইবে।"

পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে মসিও ম্যাডিলিনই প্রকৃত জন ভলজীন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বিবেকের জয়।

সে রাত্রিতে মসিও ম্যাডিলিনের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। সহস্র চিন্তা একসঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি ভীষণ ঝটিকার সৃষ্টি করিল। ম্যাডিলিনের হৃদয়মধ্যে এই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব; কিন্তু তাঁহার মুখচ্ছবি প্রশান্ত, কপোল করতল-ন্যস্ত, দৃষ্টি ভূতল-সংলগ্ন। একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মসিও আপন মনে বলিতে লাগিলেন "আমার কিসের চিন্তা? কিসের ভয়? আমার অতীত জীবন বর্ত্তমানের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িবার একটি মাত্র রাস্তা ছিল। এখন সে রাস্তাটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট ছায়ার মত আমার পাছে পাছে থাকিয়া, আমার জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছিল। আজ তাহার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। কারণ সে মনে করিতেছে যে প্রকৃত ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। আমার সম্বন্ধে এই অমূলক বিশ্বাসে, আপনার কার্য্যকুশলতার উপরে বিশ্বাসহীন ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট হয়ত পুলিসের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে আমার দোষ কি? এই যে একটি আদ্যোপান্ত ভ্রমাত্মক নাটকের অভিনয় হইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? আমি ত' ইহার কোন অংশই অভিনয় করিতেছি না। নিশ্চয় ভগবানের ইচ্ছাক্রমে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আমি কেন ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতে যাইব? ধরা দিয়া এই ঘটনাস্রোতকে সর্ব্বশক্তিমান

পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য দিকে প্রবাহিত করাইব। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি নীরবে দেখি।"

ম্যাডিলিন আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, করতলে কপোল বিন্যস্ত। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ভলজীন আবার অস্ফুটস্বরে আপন মনে বলিতে লাগিলেন "আচ্ছা! আমি যদি এখন আত্ম-প্রকাশ করি, তাহা হইলে কি হয়? প্রথমতঃ, একজন নির্দ্দোষী আইনের কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়তঃ,আমাকে বিবেকের বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, পরলোকে নরকের পথ আমার জন্য চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অন্য-দিকে আবার জগতের কত ক্ষতি? একদিকে বৃদ্ধ চ্যাম্প ম্যাথু আইনের কবল হইতে রক্ষা পাইবে বটে; কিন্তু আমাকে অবশিষ্ট জীবন কারাগারে পচিয়া মরিতে হইবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর কারখানাটির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অসংখ্য শ্রমজীবী ও তাহাদের পরিবারবর্গ আমার কল্যাণে বাঁচিয়া আছে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এই সমৃদ্ধিশালী নগরীটি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ওই যে অসংখ্য চিমনী হইতে দিবা-রাত্রি ধূম নির্গত হইতেছে, ওই যে নগণ্য শ্রমজীবীব পাকপাত্রে পর্য্যন্ত মাংসখণ্ড পাচিত হইতেছে এ সকলের কর্ত্তা কে?—আমি।

আমি-ই এই নগরে সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, অর্থ উপার্জ্জন রক্ষন ও বর্দ্ধনের উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছি, একটি পতিত মৃত ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছি। আমি চলিয়া গেলে এই ব্যবসায়ের প্রাণ ও চলিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার রচিত এই বিশাল যন্ত্রখানি ভগ্ন ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে। তাহার পর, এই চির দুঃখিনী রমনী ফ্যাণ্টাইন্, যাহার দুর্ভাগ্যের ও দুর্দ্দশার আমি অন্যতম গৌণ কারণ,

যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যাহার নয়নের মণি কসেটকে ফিরাইয়া আনিয়া দিতে আমি কৃতসংকল্প—ইহাদের কি দশা হইবে? হতভাগিনী ফ্যান্টাইনের সম্পর্কে কি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি চলিয়া গেলে ইহাদের কি হইবে? ভগ্নহৃদয়া মাতা মরিবে নিরাশ্রয়া কন্যা পথে দাঁড়াইবে।

অন্যদিকে, আমি আত্ম পরিচয় না দিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি—বৃদ্ধ চ্যাম্প ম্যাথু কারাগারে যাইবে। সে চুরি করিয়াছে; চুরি সপ্রমাণিত হইলে, কারাগারে যাইবে। তাহাতে জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমার লাভালাভ কি? আর আমি পৃথিবীতে থাকিলে, এই ব্যবসায় চালাইলে দশ বৎসরের মধ্যে দশ কোটি টাকা অবাধে উপার্জ্জন করিব। এই দশ কোটি টাকা আমি ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সংসারের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিব! তাহাতে কারখানার সংখ্যা বাড়িবে; শ্রমজীবিগণের আর্থিক উন্নতি হইবে; সহস্র সহস্র পরিবারের ভরণ পোষণের উপায় পথ উন্মুক্ত হইবে। দৈন্য বিতাড়িত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য, গণিকাবৃত্তি হত্যা, ষড়যন্ত্র সমস্ত পাপ সংসার হইতে অন্তর্হিত হইবে।" ম্যাডিলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চিন্তিতভাবে কক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে হঠাৎ একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন "না—আর না—আর এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিব না। আমার সহিত জন ভলজীনের সম্বন্ধ সূত্র একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিব। এই গৃহ মধ্যেই, আমার হাতের কাছে, চক্ষের সম্মুখে এমন কতকগুলি জিনিষপত্র আছে যাহা সম্বন্ধের মূক সাক্ষ্য। আমি এখনই সে গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিব ম্যাডিলিন তাঁহার পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিলেন। মনিব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছোট চাবি বাহির করিলেন।

চাবিটির সাহায্যে ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত একটি আলমারী খুলিয়া কয়েক টুক্‌রা ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড বাহির করিলেন—একটি ছিন্ন নীল রংয়ের কোর্ত্তা, একটি জীর্ণ পায়জামা, একটি পুরাতন ঝুলি, একখানি স্থূল যষ্টি, তাহার দুইধারে লোহার ফলক পরান। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে যাহারা জন ভলজীনকে ডি—নগরের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা সেই জিনিস কয়টি দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারিত যে সেগুলি দস্যু ভলজীনেরই সাজসজ্জা। ম্যাডিলিন একবার শঙ্কিতভাবে দরজার পানে তাকাইলেন। দরজা অর্গলবদ্ধ। এইবার আলমারীর মধ্য হইতে তিনি দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাতিদান বাহির করিলেন। এই দুইটি বাতিদানই বিশপ মিরিয়েল ভলজীনকে দান করিয়াছিলেন। ম্যাডিলিন্ আলমারী বন্ধ করিলেন। ভিত্তিগাত্রে অগ্নিকুণ্ডে ধিকি ধিকি অগ্নি জ্বলিতেছিল। তিনি কুণ্ডমধ্যে বেশী করিয়া দুই হাতা কয়লা নিক্ষেপ করিয়া একটু খোঁচা-ইয়া দিলেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ম্যাডিলিন তাঁহার ভলজীন-জীবনের মূকসাক্ষ্য ছিন্ন জীর্ণ পোষাকগুলি ও বাতিদান দুইটি, সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ধূ ধূ করিয়া পোষাকগুলি জ্বলিয়া উঠিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভস্মে পরিণত হইল। অত্যধিক চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় ম্যাডিলিনের মাথার মধ্যে যেন আগুণের হল্‌কা ছুটিতেছিল। তিনি অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় অবাক্ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিয়া রহি-লেন। অত্যধিক উত্তেজনায় ম্যাডিলিন শুনিলেন দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে যেন তাঁহাকে সেই পুরাতন ঘৃণিত নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'জন ভলজীন!' ভলজীন ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। মসিও ম্যাডিলিন তখনও কক্ষমধ্যে পাগলের মত বেড়াইতেছেন। তাহার পরে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চিন্তা

করিতে করিতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। সে তন্দ্রাটুকু ভারে নিদ্রায় পরিণত হইলনা। রাত্রি পোহাইয়া আসিল। ছিল, কিছুই অগ্নি নির্ব্বাপিত। মুক্ত বাতায়ন পথে প্রভাতের শীতল বাতাস ধনি পাঁচ লাগিল। ম্যাডিলিন সেই তন্দ্রামধ্যেই যেন অশ্বপদশব্দ ও ঠিকা গয়াইতে ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

ঠিক এই সময়েই কে যেন তাঁহার শয়ন কক্ষের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ম্যাডিলিন ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন "কে তুমি ?" ম্যাডিলিন শুনিলেন বাহির হইতে কে যেন উত্তর দিল "মহাশয় আমি।" মসিও ম্যাডিলিন বুঝিতে পারিলেন যে সে তাহার বৃদ্ধা দাসীর কণ্ঠস্বর।

"মহাশয়! টম্‌টম্ গাড়ী আসিয়াছে।"

"কিসের টম্‌টম্ ?"

"আপনি ভাড়াটিয়া টম্‌টমের কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। আস্তাবলের সহিস টম্‌টম্ আনিয়াছে।"

"কোন আস্তাবল ?"

"এম্ স্কফেয়ারের আস্তাবল।"

এই কথা শুনিয়া মসিও চমকিত হইয়া উঠিলেন। যেন বিদ্যুতের আভায় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। অন্যমনস্ক ভাবে তিনি কহিলেন "হাঁ এম স্কফেয়ার।" মসিও আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। কোন উত্তর না পাইয়া দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল "মসিও লি মেয়র! আমি তাহাকে কি উত্তর দিব ?" মসিও বলিলেন "তাহাকে বল আমি এখনই যাইতেছি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আরাসের পথে।

অতি প্রত্যুষে একখানি ডাকের গাড়ী দ্রুতবেগে এম-স্থর-এম অভিমুখে আসিতেছিল। মসিও ম্যাডিলিন্‌ও উন্মত্তের মত তীব্রবেগে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া বিপরীত দিকে যাইতেছেন। হঠাৎ ডাকের গাড়ীর বোম আসিয়া টম্‌টমের চাকার মধ্যে প্রবেশ করিল।

টম্‌টমের চাকা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল না বটে কিন্তু ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। ম্যাডিলিনের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি বেগে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। ডাকগাড়ীর কোচম্যান বিরক্ত ভাবে অস্ফুট স্বরে কহিল "লোকটার দেখছি বেজায় তাড়া।"

আরাসের পথে হেস্‌ডিন গ্রাম, এম-স্থর-এম হইতে পাচ লিগ দূরে। এখানে একটি সরাই দেখিয়া, ম্যাডিলিন্ একটু গাড়ী থামাইলেন। অশ্বটিকে একটু বিশ্রাম করাইয়া এবং খাওয়াইয়া লইয়া আবার যাত্রা করিবেন এইরূপ কল্পনা করিলেন। তখন বেশ বেলা হইয়াছে—রৌদ্র উঠিয়াছে। ম্যাডিলিন্ গাড়ীতে বসিয়াই ঘোড়ার জন্য কিছু দানা আনিতে সরাইয়ের সহিসকে আদেশ দিলেন। সহিস দানা লইয়া আসিয়া ঘোড়াকে দিতে যাইবে, এমন সময় একটু নীচু হইয়া গাড়ীর চাকার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি এই গাড়ীতে কতদূর আসিয়াছেন?"

"পাঁচ লিগ"।

"আঃ সর্ব্বনাশ!"

"কেন—আশ্চর্য্য হইলে কেন ?"

সহিস আবার একটু হেঁট হইয়া চাকার পানে চাহিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুপরে চক্ষু উঠাইয়া বলিল "এই চাকা লইয়া আপনি পাঁচ লিগ আসিয়াছেন! কিন্তু বোধ হয় আর এক মাইলও যাইতে পারিবেন না।"

বাস্তবিকই চাকা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। ম্যাডিলিন গাড়ী হইতে নামিয়া চাকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে এইরূপ ভগ্নচক্রে গাড়ী চালান বড়ই বিপজ্জনক। তিনি সরাইয়ের সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাছাকাছি কি কোন মিস্ত্রিখানা আছে ?" সহিস উত্তর করিল "হাঁ মহাশয়! আছে—মিস্ত্রিকে ডাকিব নাকি ? মাষ্টার বোরগেলার্ড ঘরে আছ ?" মাষ্টার বোরগেলার্ড দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। সহিসের ডাক শুনিয়া সে গাড়ীর নিকটে আসিয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত গাড়ীর ভগ্ন-চক্রখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল। ম্যাডিলিন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই চাকাখানি মেরামত করিয়া দিতে পার ?"

"হাঁ মহাশয়!"

"আমি আবার কখন রওনা হইতে পারিব ?"

"কাল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কিছুতেই নয়। পূরা একদিনের কাজ। আপনার কি বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে ?"

"তাড়াতাড়ি! আমি এক ঘণ্টার বেশী দেরী করিতে কিছুতেই পারি না।"

"অসম্ভব! কাল সকালের পূর্ব্বে আপনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না।"

"এখানে কোন ভাড়াটিয়া টম্‌টম্ পাওয়া যাইবে ?"

"না।"

"কিনিতে পাওয়া যায়?"

"না।"

"আরাস-গামী ডাকগাড়ী এখানে কখন আসে?"

"রাত্রি একটার সময়।"

"আর কোন মিস্ত্রিখানা এ গ্রামে আছে?"

"না।"

মসিও ম্যাডিলিন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যেন ঠিক অনুভব করিলেন যে পরমেশ্বর অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহার ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই যে পথের মধ্যে গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা তাঁহারই ইচ্ছায়। এই যে অৰ্দ্ধ পথে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল ইহাও সেই সৰ্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা। ম্যাডিলিন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল "মহাশয়, আমার পুত্রের মুখে শুনিলাম যে আপনি একখানি টম্‌টম্‌ ভাড়া চাহিতেছেন। আমার একখানি টম্‌টম্‌ আছে। আপনি লইতে পারেন।"

ম্যাডিলিন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তাহার ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তন যেন বিপরীত অভিমুখে আরম্ভ হইল বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর বৃথা কালক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। তিনি বৃদ্ধার সেই টম্‌টম্‌ ভাড়া লইলেন, দ্রুতবেগে আরাসের অভিমুখে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ম্যাডিলিন টিন্‌কোয়েস গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি আর সে গ্রামে বিশ্রাম করিলেন না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তা ধরিয়া তাঁহাকে আরাসে যাইতে হইবে সেই রাস্তায় খোয়া বিছাইতেছে দেখিয়া তিনি অশ্বকে সংযোজিত করিলেন। যাহারা রাস্তা

মেরামত করিতেছিল তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখান হইতে আরাস কতদূর ?"

"সাত লীগেরও বেশী।"

"সে কি ! পোষ্টআফিসের কেতাবে সওয়া পাঁচ লীগ লিখিতেছে।"

"পোষ্টআফিসের পুস্তকে ঠিকই লিখিয়াছে। সে এই সোজা রাস্তা ধরিয়া গেলে। এই রাস্তা মেরামত হইতেছে, আপনাকে অন্য রাস্তা ধরিয়া যাইতে হইবে। সেই রাস্তায় অনেক ঘুর হয়।"

"অন্ধকারে রাস্তা হারাইব না ত' ?"

"রাস্তা ভুলিয়া যাইবারই সম্ভব। মহাশয় ! যদি আমাদের কথা শুনেন তবে রাত্রে টিন্‌কোয়েসে ফিরিয়া যান। সেখানে সুন্দর হোটেল আছে। রাত্রিটুকু সেইখানে বিশ্রাম করিয়া লইয়া কাল খুব ভোরে উঠিয়া যাইবেন।

"সে হবে না। যেমন ক'রে হ'ক আমার আজ রাত্রেই আরাসে পৌছিতে হবে।"

"তার ওপরে আর কথা নেই।"

ম্যাডিলিন্ সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। অশ্বও সাধ্যমত বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। যাহারা রাস্তা মেরামত করিতেছিল তাহারা অবাক হইয়া পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। একজন বলিল "বোধ হয় লোকটার মাথা খারাপ।" আর একজন বলিল "তা নয়— বোধ হয় উহার কোন জরুরি মামলা মোকর্দ্দমা আছে।" অপর একজন কহিল "বোধ হয় লোকটার কোন আত্মীয় স্বজন খুব পীড়িত।"

রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। অন্ধকার গাঢ়তর হইল। রাস্তা-মেরামতকারীগণ দিনের কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

ফ্যাণ্টাইনের উৎকণ্ঠা।

ফ্যাণ্টাইন শুনিল যে মসিও ম্যাডিলিন কোন কার্য্যবশতঃ দুই তিন দিনের জন্য এম-সুর-এম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থির ধারণা হইল যে মসিও নিশ্চয়ই তাহার কসেটকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে গিয়াছেন। সে দিনটি ফ্যাণ্টাইনের খুব আনন্দে কাটিল; রাত্রিতে তাহার জ্বর খুব বাড়িল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ফ্যাণ্টাইন জাগিয়া রহিল; একটুও ঘুমাইতে পারিল না। পরদিন প্রাতে যখন ডাক্তার তাহাকে দেখিতে আসিলেন ফ্যাণ্টাইন তখন প্রলাপ বকিতেছে। তাঁহার একটু ভয় হইল। তিনি যাইবার সময় প্রধানা নার্সকে বলিয়া গেলেন যে রোগীর অবস্থা তত সুবিধা নয়। মসিও আসিয়া পৌছিলেই যেন তাহাকে খবর দেওয়া হয়।

সমস্ত সকালবেলা ফ্যাণ্টাইনকে বড়ই চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ন দেখা গেল। সে কখনও আপন মনে শুইয়া শুইয়া বিছানার চাদরের কোণ ভাঁজ করিতে লাগিল আবার ভাঁজ খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। কখনও বা আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল, যেন সে কোন স্থানের দূরত্বের হিসাব করিতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষ ও প্রভাহীন। প্রধানা নার্স সিষ্টার সিমপ্লিস যখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—সে কেমন আছে, তখনই ফ্যাণ্টাইন উত্তর করে "আমি খুব ভাল আছি। মসিও ম্যাডিলিন কখন ফিরিয়া আসিবেন?'

বেলা প্রায় আড়াই-টার সময় ফ্যাণ্টাইন যেন একটু বেশী অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার পরে বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে সে অন্ততঃ বিশবার নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল "বেলা কয়টা বাজিয়াছে?" ঘড়িতে তিনটা বাজিল। ফ্যাণ্টাইন শয্যার উপরে বিনা সাহায্যে ঘুরিতে ফিরিতে পারিত না। সে একেবারে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল, বুকের উপরে তাহার শীর্ণ বিবর্ণ হাত দুইখানি রাখিয়া এমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল যে মনে হইল বুঝি বা সেই নিশ্বাসের চাপে তাহার পঞ্জরের অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। তাহার পরে, ফ্যাণ্টাইন সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারের পানে চাহিতে লাগিল—যেন সে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কক্ষে কেহই প্রবেশ করিল না, দ্বার কেহই উদ্‌ঘাটিত করিল না। এই ভাবে প্রায় পোনর মিনিট কাটিয়া গেল।

ফ্যাণ্টাইনের চক্ষুর্দ্বয় অনিমিষ স্থির ও অচঞ্চল ভাবে দ্বারের দিকে নিবদ্ধ, নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ। নার্স ভয়ে ব্যাকুল হইল, সে হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ঘড়িতে এক কোয়ার্টার বাজিল, ফ্যাণ্টাইন একটু চমকিয়া উঠিয়া বালিসের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। কিন্তু কেহই আসিল না।

ফ্যাণ্টাইন ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ম্যাডিলিনের আত্মপ্রকাশ।

রাত্রি প্রায় আট-টার সময় ম্যাডিলিন্ আরাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার টমটমের ঘোড়ার গা বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। একটি পান্থশালায় গাড়ী থামাইয়া জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া ম্যাডিলিন্ তাঁহার ব্যাগটী ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং অশ্বটিকে খুলিয়া ঠাণ্ডা করিতে এবং আহার্য্য দিতে আদেশ দিলেন। আপনি আর বিশ্রাম না করিয়া পদব্রজে আরাস কোর্টের অভিমুখে চলিলেন।

আরাসের সেসন আদালতে আজ বড় ভীড়। ভীষণ দস্যু জন ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। আজ তাহার বিচার। আদালত-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, সাধারণের প্রবেশের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি মাত্র দ্বার খোলা আছে। সেই দ্বার দিয়া ব্যারিষ্টার ও আদালতের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কাহারও যাতায়াত নিষিদ্ধ। ম্যাডিলিন্ কি করিয়া আদালত-গৃহে প্রবেশ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সহসা যেন তাঁহার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলিল। তিনি পকেট-বুক হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাঁহার নাম ও পদবী তাহাতে লিখিয়া চাপরাসীকে বলিলেন "জজ সাহেবকে এই কার্ডখানি দাও।" বিচারাসনে উপবিষ্ট জজসাহেবের নিকট কার্ড প্রেরণ করিবার সাহস যাহার আছে, সে হয় কোন বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি, না হয় বাতুল। লোকটা এই দুইয়ের মধ্যে কি?—চাপরাসী তাহা অচিরেই বুঝিয়া লইল। কার্ডখানি পড়িয়াই চিফ জষ্টিস্ একখানি

কাগজে কি লিখিয়া চাপরাসীর হস্তে দিলেন এবং বলি... সেই দিকে ধাবিত লইয়া এস।" বিচারকদিগের পার্শ্বেই মেয়র মসিও ম্যাডি. আসন দেওয়া হইল।

...কেই যাহারা সেই দুর্ভাগ্য চির-অসুখী মানব যাহার জীবনচরিত লইয়া এই —সেই জন ভলজীন বিচারালয়ের দ্বারের বাহিরে অচল শিলাস্তু... করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাপরাসী আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া তাঁহ...র জজসাহেবের লিখনখানি দিল। চাপরাসীর অভিবাদনে ম্যাডিলিনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি চাপরাসীর হস্ত হইতে লিখনখানি লইয়া পাঠ করিলেন। চাপরাসী পথ দেখাইয়া চলিল। মসিও ম্যাডিলিন অন্য-মনস্ক ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার জন্য নিরূপিত আসনে উপবেশন করিলেন।

আদালতে কেহই তখন তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। কারণ সকলেরই চক্ষু তখন একজনের দিকে আকৃষ্ট—সে সেই অপরাধী জন ভলজীন। আজিকার দায়রায় তাহারই বিচার। যখন মসিও ম্যাডিলিন্ আদালতে প্রবেশ করিলেন তখন আসামীর পক্ষের কৌসুলি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে—তাঁহার মক্কেল আপেল চুরি করে নাই; আপেল রাস্তায় পড়িয়াছিল, সে কুড়াইয়া লইয়াছিল মাত্র। জন ভলজীন ও তাঁহার মক্কেল এক লোক নহে; চ্যাম্প ম্যাথুর বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জই টিকিতে পারে না। সরকারী কৌসুলি উঠিয়া তাহার জবাব দিলেন, আসামীর কৌসুলির যুক্তির সারবত্তার উপর শ্লেষাত্মক কটাক্ষপাত করিতেও ত্রুটী করিলেন না। সরকারের পক্ষে প্রধান সাক্ষী ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্টের জবানবন্দী তিনি উচ্চকণ্ঠে আদালতের সমক্ষে পাঠ করিলেন। হলপ লইয়া জ্যাভার্ট এই মোকর্দ্দমায় বলিয়াছে, আমি আসামীকে বেশ

নিঃসন্দিগ্ধভাবে সনাক্ত করিতে সক্ষম। আসামীর
।থু নহে। সে নিশ্চয়ই সেই ভীষণ ডাকাত জন ভলজীন।
টুলো জেলখানায় কয়েদী ছিল। আমি উনিশ বৎসর
দেখিয়া আসিতেছিলাম। সে পাচ ছয়বার জেল হইতে
ল। আবার ধরা পড়িয়া জেলে আনীত হয়। শেষে তাহার
দের সময় কাটিয়া গেলে সরকার অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য
ল। তাহার পরে সে ডি—নগরের বিশপের বাটীতে চুরি করিয়াছে এবং এত-দিন পুলিসের চক্ষে ধুলি দিয়া সে পলাইয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছি।" জ্যাভার্টের জবানবন্দী পাঠ শেষ করিয়া সরকার-পক্ষের আরও তিনজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম সাক্ষী ব্রেভেট বলিল "আমি আসামীকে চিনিয়াছি। জন ভলজীনের সঙ্গে আমি একই সময়ে টুলোর জেল-খানায় মেয়াদ খাটিয়াছি। সে এখন নির্ব্বুদ্ধিতার ভাণ করিতেছে। সে খুব চালাক লোক। আমি তাহাকে ঠিক চিনিয়াছি।" দ্বিতীয় সাক্ষী চেনিলডিউ সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন কয়েদী। সে-ও আসামীকে সনাক্ত করিল। তৃতীয় সাক্ষী কোচপেলও জন ভলজীনের সমসাময়িক একজন কয়েদী। সে-ও আসামীকে সনাক্ত করিল। চিফ্‌ জষ্টিস্‌ আসামীকে বলিলেন "আসামী! তোমার বিরুদ্ধে সরকার-পক্ষ হইতে যে সাক্ষ্য প্রমাণ দিল তাহা তুমি সব শুনিলে। এক্ষণে তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলিতে পার।" আসামী উত্তর দিল "অতি সুন্দর! অতি সুবিচার!"

আসামীর এই প্রলাপ শুনিয়া সমবেত জনমণ্ডলী একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল, আদালতে এক বিষম হাসির রোল উঠিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে চিফ জষ্টিসের পশ্চাৎ দিকে একটু গোলযোগ শুনা গেল এবং কে যেন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ব্রেভেট, চেনিল্‌ডিউ, কোচপেল্‌! একবার এই দিকে চাও।" সে

কণ্ঠস্বর এত কাতর, যে আদালতে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল।

জজেরা, সরকার কৌসুলি, জুরীদিগের মধ্যে অনেকেই যাহারা তাঁহাকে চিনিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"মসিও ম্যাডিলিন!"

মসিও ম্যাডিলিন্ই বাস্তবিক ঐরূপ অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জজদিগের 'ডায়েস্' হইতে নামিয়া আসামীর কাঠগড়ার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ স্বর্গীয় আলোকে বিভাষিত, পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও সংযত। যে সময়ে তিনি আরাসে প্রবেশ করেন সে সময়ে তাঁহার কেশ কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত ছিল কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার উৎকট চিন্তায় তাহা রৌপ্যের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

মসিও ম্যাডিলিন উচ্চকণ্ঠে ফরিয়াদীর সাক্ষীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ব্রেভেট, চেনিলডিউ, কোচ্পেল! তোমরা কেহই আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? সাক্ষীগণ হতবুদ্ধি—জনতা স্তম্ভীভূত। মসিও ম্যাডিলিন্ বিচারক এবং জুরীদিগের পানে চাহিয়া কহিলেন "আদালত ও জুরীগণ! আসামী নির্দোষী—তাহাকে মুক্তি দিন। আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আপনারা যাহাকে চাহিতেছেন এ ব্যক্তি সে নহে। আমি-ই সেই জন্ ভলজীন।

আদালত-গৃহ কুতুহলী জনতায় পূর্ণ। কিন্তু জজ হইতে সামান্য দর্শক পর্য্যন্ত সকলেই নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ঘটনারাজির এই নূতন ও অভাবনীয় পরিণতি দেখিয়া এক অতি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল। সকলেই ভাবিল মসিও ম্যাডিলিনের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। চিফ-জষ্টিসেরও ধারণা তাহাই। তিনি একবার সরকারী কৌসুলির মুখ পানে চাহিলেন, ইঙ্গিতে তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া প্রকাশ্যে কহিলেন "এই সমবেত

জনতার মধ্যে কি কোন ডাক্তার উপস্থিত নাই ?" তাহার পরে সরকারী কৌন্সুলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "জুরী মহোদয়গণ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আপনারা অনেকেই দেশবিখ্যাত এম-সুর-এম্ নগরের মেয়র মসিও ম্যাডিলিনকে জানেন। অন্তত তাঁহার নাম ও সুখ্যাতি শুনেন নাই এমন লোক আমাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই নাই। তিনি সহসা একটু অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ চিকিৎসক থাকেন তবে তিনি আসিয়া মসিও ম্যাডিলিন্‌কে সাহায্য করুন।"

সরকারী কৌন্সুলির উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই মসিও ম্যাডিলিন অতি ভদ্র এবং সংযতভাবে তাঁহাকে এবং বিচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আমি আপনাদিগকে এই অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আমি পাগল হই নাই। আপনারা শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনারা একটি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইতে ছিলেন। সেই ভ্রমের ফলে একজন নিরপরাধ জীব অনর্থক নির্য্যাতিত হইতেছিল। আমি আমার কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি যে আমিই সেই হতভাগ্য নরপিশাচ —জন ভলজীন। আমি যাহা বলিতেছি তাহা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনারা এখনই আমাকে ধরিতে পারেন, আমি ধরা দিব বলিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি জগতে ভাল হইয়া থাকিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমি নাম বদলাইয়াছি, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, মেয়রের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করিয়াছি। আমি ভাল লোকের মধ্যে মিশিয়া ভাল হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি যে তাহা হইবার নহে। আমি বিশপের বাড়ী হইতে চুরি করিয়াছি এবং জন ভলজীন

যে একজন বিপজ্জনক দস্যু তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও আমার সমগ্র পাপের জন্য আমি দায়ী নহি। তবে শুনুন, ভদ্র মহোদয়গণ, যদিও আমার ন্যায় ঘৃণিত জীবের সমাজকে উপদেশ দিবার চেষ্টা করা পরিহাস-জনক, তবুও ভুক্তভোগীর কথাটা একেবারে ঠেলিয়া ফেলিবার নয়। কথাটা এই—অবস্থায় মানুষকে পাপের পথে হইয়া যায়, কারাগার পাপীর সৃজন করে। টুলোর জেলে যাইবার পূর্ব্বে আমি দরিদ্র কৃষক মাত্র ছিলাম কিন্তু জেল খাটিয়া একটি পাকা দস্যু হইয়া বাহির হইলাম। আমি পূর্ব্বে নির্ব্বোধ ছিলাম, পরে বদমায়েস হইলাম। তাহার পরে, ঈশ্বরের অপরিমিত করুণা আমাকে পাপের পথ হইতে পুণ্যের পথে লইয়া গেল। স্বর্গীয় আলোক-রেখা-পাতে আমার জীবন উদ্ভাবিত করিল। আমি শয়তানের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিলাম। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করুন, বোধ হয় আমার মনের ভাব আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করুন। কি আশ্চর্য্য! আমার কারার সহচর এই তিনজনও আমায় চিনিতে পারিল না। এ সময়ে যদি জ্যাভার্ট এখানে উপস্থিত থাকিত সে নিশ্চয়ই আমাকে চিনিত। তাহার পরে ব্রেভেটকে লক্ষ্য করিয়া ম্যাডিলিন্ বলিলেন "ব্রেভেট! আমি তো তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি, তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, তোমার মনে আছে কি, যখন তুমি কারাগারে ছিলে সে সময়ে তুমি সর্ব্বদা [illegible] গ্যালিস্ পরিতে খুব ভালবাসিতে?" এই কথা শুনিয়া ব্রেভেট [illegible] উঠিল [illegible] ভাল করিয়া একবার মসিও ম্যাডিলিনের আপাদমস্তক [illegible] লইল। মসিও ম্যাডিলিন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "[illegible]ডিয়ু! তোমার দক্ষিণ স্কন্ধে একটা পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষত-চিহ্ন আছে। মনে আছে কি, তোমার দেহে অঙ্কিত

টি, এফ, পি, (T.F.P.) অক্ষর কয়টি লুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তুমি প্রজ্বলিত অঙ্গার-পূর্ণ একখানি লোহ কটাহ তোমার দেহের ঐ স্থানে রাখিয়াছিলে? তাহার ফলে ঐ ক্ষতটী হয়। এইবার মনে করিয়া দেখ আমি ঠিক বলিতেছি কি না?" চেনিলডিউ বলিল "হাঁ ঠিক।" মসিও ম্যাডিলিন তৃতীয় সাক্ষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কোচপেল্! তোমার বাম বাহুর তলপিঠে বগলের কাছে নীল অক্ষরে একটি তারিখ লেখা আছে। ঐ তারিখ ১লা মার্চ্চ ১৮১৫ সাল। সেই তারিখে সম্রাট ক্যানে নগরে আসিয়া অবতরণ করেন। তুমি জামার আস্তিন গুটাও দেখি।" কোচপেল্ তাহাই করিল। একজন প্রহরী যাইয়া একটি আলোক লইয়া আসিল। সকলেই দেখিল মসিও ম্যাডিলিন যথার্থই বলিয়াছেন। মসিও ম্যাডিলিন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "এখন আপনারা বোধ হয় স্থির বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমিই জন ভলজীন। যাহা হউক, আমি আর অনর্থক আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না। আমি ধরা দিতে আসিয়াছিলাম। আপনারা আমাকে ধরিলেন না। আমায় ও অনেক কার্য্য করিতে আছে। আমাকে আপনারা চেনেন। যখন আপনাদের ইচ্ছা আমায় গ্রেপ্তার করিতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া মসিও ম্যাডিলিন দ্বারের দিকে গেলেন। সমবেত লোকের মধ্যে কেহই কোন কথা কহিল না, কেহই তাঁহার প্রতিরোধ করিবার স্বল্প চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। সকলেই সেই দেবোপম মনুষ্যকে অতি সন্তর্পণে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ধীরে ধীরে আদালত হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মসিও ম্যাডিলিন প্রস্থান করিলে, জুরিগণ একবাক্যে চ্যাম্প ম্যাথুকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন। চ্যাম্প ম্যাথু খালাস পাইয়া হতবুদ্ধির মত চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেই পাগল।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাডিলিন ফ্যাণ্টাইনের শয্যা-পার্শ্বে।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে। সমস্ত রাত্রি ফ্যাণ্টাইনের নিদ্রা হয় নাই। জ্বর খুব বেশী হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি টুকু সে সুস্বপ্ন দেখিয়াছে। প্রভাতের সমীরণ-স্পর্শে তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সিষ্টার্ সিমপ্লিস সেই অবসরে ফ্যাণ্টাইনের জন্য একমাত্রা ঔষধ জ্বাল দিবার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারের দিকে তাঁহার নজর পড়ায় তিনি একটু চমকিয়া উঠিলেন। মসিও ম্যাডিলিন্ অতি সন্তর্পণে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সিষ্টার সিমপ্লিস্ পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি ব্যস্তভাবে মসিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কখন ফিরিয়া আসিয়াছেন?" মসিও ম্যাডিলিন মৃদুস্বরে কহিলেন "এইমাত্র। ফ্যাণ্টাইন্ কেমন আছে?" সিমপ্লিস্ কহিল "তত খারাপ নয়। তবে কাল আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছিল। কাল সমস্ত দিনই জ্বর খুব বেশী ছিল। জ্বরের মধ্যে ফ্যাণ্টাইন্ ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছিল। তাহার বিশ্বাস যে আপনি তাহার কন্যাকে আনিবার জন্য মণ্টফারমিলে গিয়াছেন; এবং সেই বিশ্বাসে তাহার মনটাও যেন খুব প্রফুল্ল ছিল। আমরাও তাহার কথায় সায় দিয়া যাইতেছিলাম।" ম্যাডিলিন্ কহিলেন "সে ভালই করিয়াছ।" সিষ্টার সিমপ্লিস্ কহিল "এখন আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিলেই তো সে তাহার কন্যাকে দেখিতে চাহিবে। তখন কি বলিবেন?"

।ডলিন্ এক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন "পরমেশ্বর উপযুক্ত উত্তর যোগাইয়া দিবেন।"

এই সময়ে গৃহটী সূর্য্যালোকে বেশ আলোকিত হইয়াছিল। হঠাৎ ম্যাডিলিনের মস্তকের দিকে সিষ্টার সিমপ্লিসের নজর পড়িল। সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল "মহাশয়। আপনার কি হইয়াছে? সমস্ত কেশগুলি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে যে।" ম্যাডিলিন্ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "কি।"

সিষ্টার সিমপ্লিস্ নিকটস্থ আলমারি হইতে একখানি ক্ষুদ্র আয়না বাহির করিয়া আনিয়া মসিও ম্যাডিলিনের হস্তে দিলেন। মসিও দেখিলেন যে তাঁহার মস্তকের কেশ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার এই অনৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না। সিষ্টার সিম্‌প্লিস্ মনে মনে আঁচিয়া লইলেন যে কোন একটি বিষম দুর্ঘটনা অথবা দুশ্চিন্তাই ইহার কারণ.

মসিও ম্যাডিলিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন একবার ফ্যাণ্টাইনের সহিত দেখা করা যায় না?"

সিষ্টার সিমপ্লিস কহিল "তাহার কন্যাকে [illegible] দেখা করিতে চান না কি?"

ম্যাডিলিন কহিলেন "অবশ্য,—কসেটকে [illegible] হইলে অন্ততঃ আরও তিন চারি দিন দরকার।"

সিষ্টার সিম্‌প্লিস্ কহিল "আপনি আজ দেখা না করিয়া, কসেটকে আনিয়া দেখা করিলে দোষ কি?"

মসিও ম্যাডিলিন কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ধীরভাবে কহিলেন "না ভগ্নি। আজই আমি তাহার সহিত দেখা করিব। দেরী করিলে সম্ভবতঃ দেখা না হইলেও হইতে পারে।" ভগ্নী সিম্‌প্লিস্ কহিল "[illegible] হইলে

এখনই দেখা করিতে পারেন। কিন্তু ফ্যাণ্টাইন বোধ হয় এখন ঘুমাইতেছে।”

মসিও ম্যাডিলিন্ ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার শয্যার সন্নিকটে গেলেন এবং ধীরে ধীরে মশারিটী একটু সরাইয়া দিলেন। ফ্যাণ্টাইন্ নিদ্রাভিভূত। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসে একরূপ শব্দ হইতেছিল যে অস্বাভাবিক শব্দ কেবল ক্ষয়কাস-গ্রস্ত রোগীর শ্বাসেই শ্রুত হইয়া থাকে। যদিও ফ্যাণ্টাইনের শ্বাস প্রশ্বাস এইরূপ কষ্টকর, তাহার মুখে গভীর শান্তির চিহ্ন বিরাজিত। ম্যাডিলিন্ দেখিলেন ফ্যাণ্টাইনের অধরোষ্ঠ যেন একটু কম্পিত হইতেছে। তাহার রোগখিন্ন শীর্ণ দেহবল্লীও যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। বৃক্ষের শাখা হইতে যখন ফল পাড়া যায় তখন যেমন শাখাটী কাঁপিয়া উঠে, মরণের রহস্যময় অঙ্গুলি যখন ক্লান্ত শাড়ক্লিষ্ট দেহ হইতে আত্মারূপ ফলকে বিচ্ছিন্ন করিতে যায় তখনও দেহের

ল যে অবিনাশে অ সেকম্পন পরিলক্ষিত হয়।

ম নাহিব কবা মসি কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার

ডলিনকে ধ্রুত দ্রতার মুখখানি আবার তাহার শিয়রে ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত

হইল। শন চ লাগিলেন। ফ্যাণ্টাইনের ঘুম ভাঙ্গিল। মসিও

পরদিন প্রত্যূষে ডিলি দেখিয়া ফ্যাণ্টাইনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

যা উঠিয়াছেন এ জিজ্ঞ কই! আমার কসেট?”

করিবার আগে আর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আনন্দে

চ পারিলে যেন বলতসিও ম্যাডিলিনের উপর ফ্যাণ্টাইনের বিশ্বাস প্রগাঢ়,

া তাই। আর্ডব ম্যাডিলিন্ তাড়াতাড়ি কি উত্তর দিলেন, পর মুহূর্ত্তে তিনি

ল, মসিও ম্যা জেই বিতে পারিলেন না। ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই ডাক্তার

ট জ্যাভার্ট সা সিয়া স্থিত হইলেন। ডাক্তার ফ্যাণ্টাইন্‌কে কহিলেন “লক্ষ্মীটি।

একটু শান্ত হও, তোমার মেয়ে এই খানেই আছে।" ডাক্তারের কথা শুনিয়া ক্যাণ্টাইনের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে কহিল "ডাক্তার মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, কসেটকে আমার কোলে আনিয়া দিন।" মাতৃ-স্নেহের কি মর্ম্মস্পর্শী মোহ! ক্যাণ্টাইন্ মনে করিতেছিল যে তাহার কসেট আজিও সেই দুই বৎসরের শিশুই রহিয়াছে। মসিও ম্যাডিলিন ক্যাণ্টাইনের রুগ্ন, শীর্ণ, শীতল হাতখানি তাহার নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে কহিলেন "সোনা! লক্ষ্মীটি! ডাক্তার মহাশয়ের কথা শুন। অত ব্যস্ত হইও না। তোমার কসেট এখানেই আছে, সে ভাল আছে। তুমি এত ব্যস্ত হইলে, আবার তোমার কাসি বাড়িবে।"

বাস্তবিকই ক্যাণ্টাইন খুব কাসিতেছিল। ক্যাণ্টাইনের হস্ত তখনও মসিও ম্যাডিলিনের হাতের মধ্যে। ক্যাণ্টাইন আব্দার করিয়া বলিতে লাগিল মসিও! আপনি বলিয়াছিলেন যে আমার কসেট আসিলে তাহার খেলি
জন্য একটি সুন্দর বাগান করিয়া দিবেন। তাহাই এখন দিতে হ
আমার কসেট সেই বাগানে ফুল-গাছের মধ্যে প্রজাপতি তাড়াইয়া বেড়া

এই কথা বলিতে বলিতে ক্যাণ্টাইন্ সহসা চুপ করিল এবং অ
শঙ্কিতভাবে কক্ষের দ্বারের দিকে চাহিয়া এক অতি ভয়ানক চীৎ
করিয়া উঠিল। ম্যাডিলিন আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "ক্যাণ্টাইন্! তে
কি হইল?" ক্যাণ্টাইন কোন উত্তর করিল না; কেবল মসিও ম্যাডিলি
হাত টিপিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে দরজার দিকে দেখিতে বলিল।

ম্যাডিলিন মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন "দরজার গায়ে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান পুলিশ ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

———:§০§———

ফ্যাণ্টাইল মরিল।

জ্যাভার্ট কেমন করিয়া এখানে আসিল?

পাঠকের স্মরণ আছে, যে যখন মসিও ম্যাডিলিন আত্ম-প্রকাশ করিয়া আরাসের আদালত পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তথায় উপস্থিত সমস্ত লোকই হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মসিও ম্যাডিলিনের প্রস্থানে কেহই বাধা দিল না। চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে। মসিও ম্যাডিলিন চলিয়া যাইবার ক্ষণকাল পরেই জজ, জুরিগণ ও সরকারী কৌসুলির মধ্যে এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল যে অবিলম্বে আদালতের সহি-মোহরযুক্ত ওয়ারেণ্ট মসিও ম্যাডিলিনের নামে বাহির করা হউক এবং পুলিশ ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টের উপর ম্যাডিলিনকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হউক। কার্য্য সেই রূপই হইল।

পরদিন প্রত্যূষে ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট কেবল মাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় ম্যাডিলিনের নামে ওয়ারেণ্ট ও তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ তাহার হস্তগত হইল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শীকার পাইলে যেমন এক লাফে গিয়া তাহার উপর পড়ে, জ্যাভার্টেরও তাই। আদেশ পাইবামাত্র জ্যাভার্ট চারি পাঁচ জন লোক সঙ্গে মসিও ম্যাডিলিনের আবাসে যাইয়া উপস্থিত হইল। মেয়রের জ্যাভার্ট সরকারী কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই যাতায়াত করিত সুতরাং

জ্যাভার্টের এই প্রাতঃকালীন আগমনে সন্দেহ বা সন্ত্রাসের কোনই কারণ ছিল না। পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র জ্যাভার্ট উত্তর পাইল যে মেয়র এক্ষণে ফ্যাণ্টাইনের কক্ষে আছেন। আর কোন কথা না বলিয়া জ্যাভার্ট বরাবর ফ্যাণ্টাইনের কক্ষের দিকে গিয়া দেখিল, যে দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। ওয়ারেণ্টের আসামীর সহিত আবার শিষ্টতা কিম্বা শীলতা কি? জ্যাভার্ট দ্বার-সংলগ্ন চাবি ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। ফ্যাণ্টাইন দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ছিল, সেই জন্য সে-ই প্রথমে জ্যাভার্টকে দেখিতে পাইল। যমদূতকে সম্মুখে দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল "মসিও ম্যাডিলিন আমাকে রক্ষা করুন।"

ভলজীনের (এখন হইতে আমরা ভলজীনকে তাঁহার আসল নামেই আখ্যাত করিব) ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি ফ্যাণ্টাইনকে কহিলেন "তুমি ভয় করিও না, উনি তোমায় ধরিতে আসেন নাই।" জ্যাভার্টকে কহিলেন "আমি জানি তুমি কি চাও।" জ্যাভার্ট রুক্ষভাবে কহিল "এস সত্বর হও।" ফ্যাণ্টাইন বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। সে চীৎকার করিয়া কহিল "মসিও লি মেয়র!" জ্যাভার্ট পিশাচের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া কহিল "এখানে মসিও লি মেয়র কেহ নাই।" পরে ভলজীনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "তাহা হইলে তুমি সহজে আসিবে না? আমাকে বল প্রয়োগ করিতে হইবে?" এই কথা বলিয়া সে শার্দ্দূলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ভলজীনের সার্টের কলার চাপিয়া ধরিল। ভলজীন তাহাকে কোন বাধা দিলেন না, কেবল বলিলেন "জ্যাভার্ট!" জ্যাভার্ট কহিল "আমাকে মসিও লি ইনস্পেক্টার বলিয়া সম্বোধন কর।" ভলজীন কহিলেন "আমি গোপনে তোমার সহিত দুই একটা কথা কহিতে চাই।" জ্যাভার্ট কর্কশ-স্বরে কহি

"আমি তোমার ন্যায় লোকের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহি না।" ভলজীন কহিলেন "তাহা হইলে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। আমায় তিন দিন সময় দাও। আমি সেই সময়ের মধ্যে এই অভাগিনী জননীর একমাত্র কন্যাকে আনিয়া দিই। এই অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি যাহা চাও আমি তাহাই তোমাকে দিব। এবং ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার।" এই প্রস্তাব শুনিয়া জ্যাভার্ট হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; ভলজীনকে কহিল "তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? আমাকে কি তুমি বোকা বুঝাইতেছ? তুমি একবার একটু ফাঁক পাইলে কি ছাড়িয়া কথা কহিবে? একবার পলাইলে তোমাকে ধরে কাহার সাধ্য?"

ফ্যাণ্টাইনের ক্ষীণ জীবন-তন্তু কেবল একটি মাত্র আশায় এখনও পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যখন সে শুনিল যে তাহার কসেটকে আনা হয় নাই, তখন সেই নৈরাশ্যের তীব্র আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না। এক-ই আঘাতে তাহার জীবন-তন্তু ছিন্ন হইয়া গেল। একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার জীবন-প্রদীপকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। ভলজীন আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যেমন বালকের হস্ত অবলীলা-ক্রমে সরাইয়া দিয়া আপনাকে তাহার বাহু-পাশ হইতে ছাড়াইয়া লয়, ভলজীনও সেইরূপে জ্যাভার্টের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি ভগ্ন লৌহময় খট্টা ছিল। ভলজীন ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই খট্টার নিকটে গেলেন। এক টানে পর্য্যঙ্কের একটি পায়া খুলিয়া লইয়া আবার ফ্যাণ্টাইনের পার্শ্বে আসিয়া শয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক জ্যাভার্টকে কহিলেন "আমার কথা শুন, ভাল চাও ত' আমায় এখন বিরক্ত করিও না।"

ভয়ে জ্যাভার্টের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে একবার মনে করিল—যাই নীচে যাইয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনি, আবার ভাবিল—যদি সেই অবসরে আসামী পলায়? শেষে সেখান হইতে না নড়াই সাব্যস্ত করিল। ভলজীন ফ্যাণ্টাইনের শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া আস্তে আস্তে তাহার মস্তকটি আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা মরণের স্পর্শে স্থির ও জড় চক্ষু দুইটী বুজাইয়া দিলেন। সংসারের বন্ধন ভলজীনের ছিল না। কিন্তু আজ এক অপরিচিতা পরিত্যক্তা রমণীর মরণে ভলজীনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। সবল কর্কশ হস্তে চক্ষুজল মুছিয়া ভলজীন ক্যাণ্টাইনের মস্তকটি আপনার কোল হইতে অতি সন্তর্পণে নামাইয়া উপাধানের উপর রাখিলেন, তাহার পরিধানের বসন যাহা আলুথালু হইয়া গিয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া দিলেন। তাহার পরে মৃতার ললাট চুম্বন করিয়া ভলজীন ভূমিতলে হাঁটু গাড়িয়া উর্দ্ধোত্থিত ও যুক্ত-করে ভগবানের নিকট মৃতার আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর জ্যাভার্টের দিকে চাহিয়া কহিলেন "এস, আমায় ধর, আমি প্রস্তুত আছি।"

জ্যাভার্ট ভলজীনকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত স্থানীয় জেলখানায় আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—————:০:—————

ভলজীন আবার পলাইল।

মসিও ম্যাডিলিনকে ধৃত করায় এম-সুর-এম নগরে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু যখন লোকে জানিল যে সে ছদ্মবেশে ডাকাত জন ভলজীন তখন আর কেহই তাহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিল না। মসিও ম্যাডিলিনের সমস্ত সৎ-কার্য্যগুলি বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল। তাহার দোষগুলি অতিরঞ্জিত হইয়া বিরাট দৈত্যের মত আকার ধারণ করিল। কেহই মসিও ম্যাডিলিনের এই আকস্মিক বিপৎপাতে দুঃখিত হইল না। দুঃখিত হইল কেবল তিন চারিটী লোক। তাহার মধ্যে ম্যাডিলিনের বৃদ্ধা পরিচারিকা একজন।

যে দিন ম্যাডিলিন ধরা পড়িলেন সেই দিনই কারখানার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধা পরিচারিকা অভ্যাসানুযায়ী প্রভুর কক্ষের দীপ জ্বালাইয়া দিয়া বিষণ্ণ মনে শয্যা রচনা করিতেছে এমন সময় সে দেখিতে পাইল, কে যেন বাহির হইতে হাত গলাইয়া জানালার অর্গল খুলিতেছে। সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল; পরে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করায় চিনিতে পারিল যে সে হস্ত, সে কোটের আস্তিন, সে অঙ্গুলি তাহার প্রভুরই, অন্য কাহারও নয়। পরক্ষণেই ভলজীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকা অস্ফুটস্বরে কহিল "এ কি মসিও! আপনি কি করিয়া আসিলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম—" ভলজীন কহিলেন "যে আমি কারাগারে ছিলাম।

তাহা ঠিক, তবে কারাগারের জানালার একটি শিক বাঁকাইয়া আমি বাহির হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমি এখানেই আছি, তুমি একবার শীঘ্র যাইয়া ভগ্নী সিম্‌প্লিসকে ডাকিয়া লইয়া আইস।”

অনতিবিলম্বে ভগ্নী সিম্‌প্লিস আসিয়া ভলজীনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। ভলজীন ধরা পড়ার পর হইতে ভগ্নী সিম্‌প্লিস ক্রমাগত রোদন করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, হাত পা কাঁপিতেছে। জন ভলজীন একখানি কাগজে কি লিখিয়া তাহা সিম্‌প্লিসের হাতে দিয়া কহিলেন “ভগ্নি! পাদরী মহাশয়কে এই চিঠিখানি দিবে। তুমি পড়িয়া দেখ ইহাতে কি লেখা আছে।” সিষ্টার সিম্‌প্লিস পড়িলেন। পত্রে লেখা আছে “আমি পাদরী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি যেন এখানে স্থাবর অস্থাবর আমার যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তাহা আসিয়া দখল করেন। তাহা হইতে মৃতা ফ্যাণ্টা-ইনের অন্তিম কার্য্যের জন্য যাহা ব্যয় হইবে তাহা খরচ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যেন দরিদ্রদিগকে দান করেন।” ভগ্নী সিম্‌প্লিস কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন “প্রভু! আপনি এক-বার ফ্যাণ্টাইন্‌কে শেষ দেখা দেখিবেন না?” ভলজীন কহিলেন “না ভগ্নি! আমি কারাগার হইতে পলাইয়াছি এ কথা এতক্ষণ রাষ্ট্র হইয়া-গিয়াছে, আমাকে ধরিবার জন্য পুলিশের লোক ছুটিয়াছে।”

ভলজীনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কক্ষের বাহিরে মনুষ্য-পদশব্দ ও কলরব শ্রুত হইল। সেই কলরবমধ্যে বৃদ্ধা পরিচারিকার আওয়াজ শুনা গেল। সে কাহাকে বলিতেছিল “মহাশয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তিনি আদবে এখানে আসেন নাই। আমি এক মিনিটের জন্যও

বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই। একটি লোক তাহাতে উত্তর দিল "ঐ যে ঐ ঘরে আলো জ্বলিতেছে।" সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভলজীন বুঝিলেন যে—সে জ্যাভার্ট। এই কক্ষের দেয়ালে এমন একটি স্থান ছিল যে বাহির হইতে একটি স্প্রীং টিপিলে দেয়ালের মধ্যেই একটি শূন্য আলমারির মত বাহির হইত। ভলজীন বাহিরের স্প্রীংটি টিপিয়া, সেই আলমারীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে স্প্রীং টিপিয়া দিলেন এবং একেবারে কক্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। ভগ্নী সিম্‌প্লিসও জানু পাতিয়া বসিয়া সান্ধ্য উপাসনার অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যাভার্ট যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে ভলজীন সেই গৃহেই আছে। উপাসনা-নিরতা একাকিনী ভগ্নী সিম্‌প্লিস্‌কে দেখিয়া সে একটু বোকা বনিয়া গেল; পরে ভগ্নী সিম্‌প্লিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "ভগ্নি! আপনি কি এই গৃহে একলা আছেন?" সিম্‌প্লিস উত্তর করিল "তাহা ত দেখিতেই পাই-তেছেন।" জ্যাভার্ট একটু শিষ্টতা দেখাইয়া কহিল "তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। সে জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" এই কথা বলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক জ্যাভার্ট প্রস্থান করিল। সিষ্টার সিম্‌প্লিসের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই জ্যাভার্ট পাইল না।

এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটি লোক নৈশ অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকার আবরণে দেহ ঢাকিয়া দ্রুতপদে রাজপথ বাহিয়া এম-সুর-এম হইতে প্যারিসের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহার গায়ে একটি "ব্লাউজ," স্কন্ধোপরি একটি পুঁটুলি। সে লোকটি আর কেহ নহে—জন ভলজীন।

অভাগিনী ফ্যাণ্টাইন সম্বন্ধে একটী শেষ কথা—জগতের জীবমাত্রেই এক মাতার সন্তান, একই জননীর স্তন্যপানে পরিপুষ্ট। তিনি বিশ্বম্ভরা ভগবতী বসুন্ধরা। জীবনে যাহা পায় নাই ফ্যাণ্টাইন মরণে বিশ্বজননীর কোলে যাইয়া সেই শান্তিটুকু পাইল। ভলজীনের ত্যক্ত সম্পত্তি যতদূর সম্ভব পাদরীমহাশয় আত্মসাৎ করিলেন। হতভাগ্য দরিদ্রদিগের অন্ত্যেষ্টির জন্য নিরূপিত "কবর-স্থানের" এক কোণে অভাগিনী ফ্যাণ্টাইনের শেষ-শয্যা রচিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

——:§০§:——

থেনার্ডিয়ার।

ওয়াটারলুর শোণিত-দিগ্ধ সমর-প্রাঙ্গণে ফরাসী-গৌরব-রবি অস্তমিত ; সমর-স্থলী আহতের আর্ত্তনাদে ও নরমাংসভুক্ শ্বাপদকুলের বিকট বিরাবে পূর্ণ। রজনী গাঢ়তমসাচ্ছন্ন। জয়োন্মত্ত ইংরাজ-শিবিরে পরমানন্দে বহ্ন্যুৎসব চলিতেছে। বিজয়ী প্রুসিয়ান-ব্যূহ বিজিত ফরাসী দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। জয়-দৃপ্ত আয়রণ ডিউক একান্তে আপনার শিবিরে বসিয়া লর্ড বাথহর্ষ্টের জন্য যুদ্ধের রিপোর্ট লিখিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। একজন লোক সেই ভীষণ অন্ধকার-প্লাবিত সমর-ক্ষেত্রে শ্বাপদের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যেন কি অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। এই লোকটীর আকৃতি ইংরাজের মত ও নয়, ফরাসীর মত ও নয়, কৃষকের ন্যায়ও নয়, সৈনিকের ন্যায় ও নয়। মানুষের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য কিছুই নাই। যেন একটি প্রেতাত্মা নর-শোণিত-মাংস-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া নরক ছাড়িয়া জগতে আসিয়াছে। যুদ্ধে হত বা আহত দিগের বসন ভূষণ অপহরণই যেন তাহার ব্যবসায়। তাহার পরিধানে একটি ঢিলা ব্লাউস, অনেকটা গাউনের মত দেখিতে। তাহার চলন-ভঙ্গি যেন একটু শঙ্কিত অথচ ঘোর দুঃসাহসব্যঞ্জক। এ লোকটি কে? সম্ভবতঃ রহস্যময়ী নিশা তাহার একটু আধটু পরিচয় দিতে পারেন ; সে দিনের আলোয় কখনও বাহির হয় না। তাহার নিকট ব্যাগ নাই ; কিন্তু তাহার ব্লাউজের বড় বড় পকেটগুলি লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। শ্মশান-জাত আলেয়ার মত লোকটি সমর-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই নৈশ ভ্রমণকারী এক একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যেন সেই বিভীষিকাপূর্ণ রণস্থলীর চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় আগুল্‌ফ শোণিত-রঞ্জিত। সহসা বিদ্যুৎ চমকিত হইল। সেই চকিতালোকে লোকটি কি যেন দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইলে দেখিল, যে একরাশি মৃতের মধ্য হইতে একখানি হস্ত বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহারই একটি অঙ্গুলিতে কি যেন চক্‌চক্‌ করিতেছে। লুণ্ঠনকারী যেমন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিতে যাইবে, অমনি কে যেন ভীষণ জোরে তাহার কব্জি চাপিয়া ধরিল। অন্য লোক হইলে সে তখনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত; কিন্তু সে বিকট উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "কি বাবা মড়া! তুমি দেখছি মরেও আঁকড়ান স্বভাব ছাড়ছ না!" মৃত যেন জীবিতের পরিহাস বুঝিল। সে লুণ্ঠনকারীকে অব্যাহতি দিল। লুণ্ঠনকারী গতিক কিছু না বুঝিতে পারিয়া, একটু ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিল। সে মৃতের স্তূপ আস্তে আস্তে সরাইয়া সেই আহত সৈনিকপুরুষটিকে বাহির করিল। সৈনিক কিছু উচ্চ-পদস্থ। কারণ তাহার বক্ষস্থলে অনেক গুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত পদক ও একখানি হীরক-খচিত সুবর্ণ ক্রুশ ঝলমল করিতে ছিল। তাহার নেত্র নিমীলিত। সৈনিক হয় মৃত—না হয় মূর্চ্ছিত। লুণ্ঠনকারী ক্ষিপ্র-হস্তে সৈনিকের অঙ্গে যাহা কিছু মূল্যবান ছিল খুলিয়া লইয়া আপনার সুবৃহৎ পকেটমধ্যে রাখিল এবং প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। এমন সময়ে যেন সৈনিকের সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। অতি ক্ষীণ-স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল "যুদ্ধে কাহাদের জয় হইয়াছে?" লুণ্ঠনকারী কহিল "ইংরাজের।" সৈনিকপুরুষ একটি বুক্‌ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল "আমার পকেট খুঁজিয়া দেখ। একটি সোণার ঘড়ী ও চেন আছে; তুমি তাহা লও।" এই আদেশ পাইবার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই লুণ্ঠনকারী

তাহা আপনার পকেটজাত করিয়াছিল। সে একবার সৈনিকের পকেট একটু হাতড়াইয়া কহিল "কিছুই নাই।" সৈনিকপুরুষ যেন একটু দুঃখিতভাবে কহিল "কি করিব? তুমি আমাকে বাঁচাইলে। উহা তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু দেখিতেছি পূর্ব্বেই কোন্ চোরে তাহা লইয়াছে।" এই সময়ে দূরে পদশব্দ শ্রুত হওয়ায় লুণ্ঠনকারী পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং কহিল "কে আসিতেছে! ইংরাজের পক্ষের লোক হইলে আমাকে ধরিবে।" সৈনিকপুরুষ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি কার্য্য কর?" লুণ্ঠনকারী উত্তর করিল "আমি ফরাসী সৈন্যদলের একজন সারজেণ্ট।"

"তোমার নাম?"

"থেনার্ডিয়ার।"

সৈনিকপুরুষ কহিল "আমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার নাম ভুলিব না। তুমিও আমার নাম মনে রাখিও। আমার নাম—পণ্টমারসি।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:•:——

বালিকা কসেট রাক্ষসীর হাতে।

ওয়াটাবলু ক্ষেত্রে লুণ্ঠিত অর্থ ও দ্রব্যজাত লইয়া থেনার্ডিয়াব মণ্টফাব ... একটী হোটেল ও দোকান খুলিল। থেনার্ডিয়াব-দম্পতিব যৌথ ... এই হোটেল পরিচালিত হইতে লাগিল। পাঠকেব স্মবণ আছে, পাঁ ছয় বৎসব পুর্ব্বে অভাগিনী ফ্যান্টাইন এই বাক্ষস-দম্পতিব হস্তে তাহাব নয়নেব মণি কসেটকে বাখিয়া যায়। তাহাব পবে সুদীর্ঘ ছয় বৎসব কাটিয় গিয়াছে। হতভাগিনী জননী মবণেব শান্তিময় অঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে। মাতৃহীনা বালিকা কুক্কুবেবও পবিত্যক্ত, পর্য্যুসিত অন্নে কোন রকমে জীবন ধারণ করিতেছে। থেনার্ডিয়াব দম্পতি সেই কদন্নেব পবিবর্ত্তে তাহাকে ভারবাহী পশুর মত খাটাইয়া লইতেছে। মণ্টফাবমিল পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে অবস্থিত। সেখানে শীত অত্যন্ত প্রখব। হোটেল হইতে জলের প্রস্রবণ প্রায় এক মাইল রাস্তা। হোটেলে যত পানীয় জল খরচ হয়, তাহা কসেটকেই আনিতে হয়। কাবণ থেনার্ডিয়াবেব হোটেলে সে ভিন্ন দাস দাসী আব কেহই নাই।

এবার খৃষ্টমাসে মণ্টফারমিলে একটী মেলা হইতেছে, খুব ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। থেনার্ডিয়ারের হোটেলেও খুব ভীড় হইয়াছে। কসেটের পানীয় সরবরাহের কার্য্যও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ খৃষ্টমাস সন্ধ্যা। থেনার্ডিয়ারেব হোটেল ও পানাগাব অভ্যাগতে ভরিয়া গিয়াছে। রাত্রি আটটার সময় চারিজন নূতন

অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। কসেটের অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। পাণীয় জল কম পড়িয়া গেলে, সেই রাত্রেই তাহাকে ঝরণা হইতে জল আনিতে হইবে। কসেট যাহা ভাবিতেছিল ঠিক তাহাই হইল। আগন্তুকেরা আসিয়াই অশ্বের জন্য পাণীয় জল চাহিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে জল দিতে আদেশ করিল। কসেট ভয়ে জড়সড় হইয়া কহিল "ম্যাডাম ! জল বেশী নাই।" লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পীর মত গর্জিয়া উঠিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল "কেন নাই ? দিন থাকিতে কেন সবগুলি পিপা জলে ভরিয়া রাখ নাই ? এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যাও —এই অন্ধকারে যাইয়া ঝরণা হইতে জল লইয়া আইস। তাহা না হইলে তোমার রক্ষা নাই।" ভিত্তিগাত্রে একটি পাঁচটা নাইন্-টেল চাবুক ঝুলিতেছিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার একবার সেই দিকে আর একবার ভয়ে মৃহ্যমানা অপরাধিণী হতভাগিনী কসেটের মুখের দিকে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কসেটের বুঝিতে বাকী রহিল না। নিকটে একটি টেবিলে একজন মাতাল বসিয়া কাদম্বরী সেবা করিতেছিল। তাহার মদিরা-বিভ্রান্ত হৃদয়েও বালিকা কসেটের উপর ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের এই পাশবিক ব্যবহার যেন একটু আঘাত দিল। কসেট ভয়ে যাইয়া টেবিলের তলায় আশ্রয় লইল। বজ্রের ন্যায় কঠোর নিনাদে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল "হতভাগি ! পোড়ার মুখি ! যদি ভাল চাস্ তো এখনি ওখান থেকে বেরিয়ে আয়। আর এখনি গিয়ে ঝরণা থেকে এক বালতি জল ধরে নিয়ে আয়।" থেনার্ডিয়ারের আদেশ অন্যথা করার ফল কসেট বেশ জানিত। কি করিবে ? মরুক আর বাঁচুক, কসেটকে সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই হইবে। তাহার আহার-ক্লেশে কোটর-গত চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া কান্না পড়িতে

লাগিল। কসেটকে কাঁদিতে দেখিয়া রাক্ষসী থেনার্ডিয়ার আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। বাঘিণীর মত একলাফে গিয়া কসেটের গলা টিপিয়া ধরিল, হিড় হিড় করিয়া টেবিলের নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল এবং প্রকাণ্ড একটি শূন্য বালতী তাহার হাতে দিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে দরজার বাহিরে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া কহিল "যা—শীঘ্র গিয়া এক বালতী জল নিয়ে আয়, আর আসিবার সময় রুটীওয়ালার দোকান থেকে একখান ভাল রুটী নিয়ে আসিস।" এই কথা বলিয়া একটী পোনের-স্যু মুদ্রা কসেটের হাতে দিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কসেট যন্ত্রণায় কাঁদিতে কাঁদিতে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, উঠিয়া মুদ্রাটি তাহার জীর্ণ আঙ্গরাখার বুকের পকেটে রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্রবণ অভিমুখে চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

প্রথম সাক্ষাতে।

কারাগারের গবাক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া, পুলিস ও প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়া, ভলজীন পলাইল। জ্যাভার্ট-প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুলিস কর্ম্মচারিগণ শত চেষ্টাতেও তাহাকে আর ধরিতে পারিল না। ভলজীন পলাইল বটে, কিন্তু সে তাহার নিজের জন্য নহে। আজ তাহার শিরে এক অতি মহান কর্ত্তব্যের গুরুভার ন্যস্ত। অভাগিনী ফ্যাণ্টাইনের মৃত্যুকালীন বাসনা পূর্ণ করিতে ভলজীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ছদ্মবেশে কয়েক মাস এখানে ওখানে ঘুরিয়া, ভলজীন যখন বুঝিল যে পুলিস এক্ষণে তাহাকে ধৃত করা সম্বন্ধে অনেকটা হতাশ্বাস ও গতানুরাগ হইয়া আসিয়াছে তখন সে আসিয়া আস্তে আস্তে মণ্টফারমিলে উপস্থিত হইল।

নিয়তির অটুট অলঙ্ঘ্য নিয়মে মণ্টফারমিলে প্রবেশ করিয়াই ভলজীন বিনা আয়াসে সর্ব্বপ্রথমেই এক অতি অভাবনীয় ভাবে তাহার সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পাইল।

ঝরণা হইতে জল ভরিয়া, কসেট অতি কষ্টে সেই গুরুভার বালতি লইয়া অন্ধকার রাস্তা বাহিয়া, কোন প্রকারে হোটেলের দিকে যাইতে লাগিল। বালিকা কতকদূর বালতিটি লইয়া যায়, যখন আর চলিতে না পারে তখন বালতিটীকে নামাইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া লয়, আবার চলিতে আরম্ভ করে। ভলজীন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া বালিকার এই কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন: শেষে আর না থাকিতে পারিয়া পশ্চাৎ

হইতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে বালতির হাতল ধরিয়া কসেটের সহিত চলিতে লাগিলেন। সহসা ভার-লাঘব হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কসেট ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু সে ভয় পাইল না। ভলজীন অতি মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মণি! এই জল সমেত বালতিটি অত্যন্ত ভারী! না?" কসেট উত্তর করিল "হাঁ! মহাশয়!" ভলজীন বলিলেন "তুমি ওটি আমাকে দাও। আমি লইয়া যাইতেছি।" কসেট বালতির হাতল ছাড়িয়া দিল এবং ভলজীনের সহিত পাশাপাশি হইয়া চলিতে লাগিল। ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন "বালিকা! তোমার বয়স কত?"

"আট বৎসর।"

"তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কতদূর?"

"প্রায় পোনর মিনিটের রাস্তা।"

"তোমার মা বাপ নাই?"

"আমি জানি না। অন্য মেয়েদের মা বাপ আছে দেখিতে পাই। আমার কিন্তু মা বাপ কিছুই নাই। বোধ হয় কখন ছিলও না"। বালিকা সরলভাবে এই উত্তর করিল। ভলজীন বালিকার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কি এক অনির্ব্বাচ্য স্নেহরসে ভলজীনের কুলিশ কঠোর হৃদয় যেন আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি বালতীটিকে ভূমিতলে নামাইয়া দুই হাতে বালিকার মুখখানি তুলিয়া রজনীর অস্পষ্টালোকে একবার সেই মুখখানিকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "মণি! তোমার নাম কি?" বালিকা বলিল "কসেট।" ভলজীনের হৃদয়-তন্ত্রীতে এক বিষম ঝঙ্কার দিল। তিনি বালতি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কসেট তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন "মণি!

তোমাকে জল লইবার জন্য কে পাঠাইয়াছে?" কসেট বলিল "ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার।"

"সে কে?"

"আমার মনিব। এই গ্রামে তাঁহার হোটেল আছে।"

"ওঃ—সে হোটেলে আজ রাত্রি আমি থাকিতে পারি?"

"অবশ্য।"

"তবে আমাকে রাস্তা দেখাইয়া চল।"

"আমরা সেইখানেই যাইতেছি।"

আবার দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে যাইতে যাইতে, ভলজীন জিজ্ঞাসা করিলেন "ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের কি চাকর নাকর নাই? তুমি ছাড়া আর কেহ কি সেখানে থাকে না?"

"হাঁ থাকে বই কি।"

"কাহারা থাকে?"

"পনাইন্ থাকে—জেলমা থাকে।"

"কে তাহারা?"

"ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের মেয়ে?"

"তাহারা কি করে?"

"তাহারা কি করিবে? খায়—দায়—এবং সমস্ত দিন খেলিয়া বেড়ায়। তাহাদের কেমন সুন্দর সুন্দর পুঁতুল আছে।"

"আর তুমি?"

"আমি সমস্ত দিন কাজ করি।"

"সমস্ত দিন।"

বালিকা মুখ তুলিল। তাহার অক্ষিকোণে মুক্তাফলের ন্যায় দুই

কোঁটা জল। সে মৃদুস্বরে কহিল "হাঁ মহাশয়! আমাকে সমস্ত দিনই কাজ করিতে হয়। তবে সন্ধ্যার পর, কোন কোন দিন, সব কাজ সারা হইলে আমি একটু আধটু খেলিতে পাই। আর আমি কি লইয়াই বা খেলিব? পনাইন্, জেলমা তাহাদের পুঁতুল লইয়া আমায় খেলিতে দেয় না। আমার খেলনার মধ্যে কেবল একখানি কড়ে আঙ্গুলের মত ছোট্টটো সীসের তরোয়াল আছে। আমি তাই নিয়েই খেলি।" এই বলিয়া বালিকা তাহার চম্পক-কোরক-সদৃশ সুন্দর কনিষ্ঠাঙ্গুলি দেখাইল। ভলজীনের হৃদয় স্নেহ-রসে আপ্লুত হইল।

এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাহারা প্রায় হোটেলের নিকটে আসিল তখন কসেট কহিল "মহাশয়! এইবার আমরা হোটেলের কাছে আসিয়াছি বালতিটী এখন আমাকে দিন। তাহা না হইলে ম্যাডাম মহা চটিয়া যাইবে।"

ভলজীন বুঝিলেন। তিনি বালতিটী কসেটের হাতে দিলেন। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় একেবারে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। কসেট প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে গালি দিয়া কহিল "হতভাগী! এক বালতি জল আনিতে এত দেরী! বোধ হয় রাস্তায় কোন খেলুনী জুটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলি!" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা কসেটের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল "ম্যাডাম! এই ভদ্রলোকটী আজ রাত্রিতে থাকিবার জন্ত বাসা খুঁজিতেছেন।" অগ্নিতে বারি নিক্ষিপ্ত হইল মুহূর্ত্তমধ্যে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। রাগরক্ত অক্ষিকোণে কাষ্ঠ-হাসির বিকৃত ছায়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু আগন্তুকের বেশভূষার পারিপাট্য এবং চেহারা দেখিয়াই আবার বিদ্যুতের মত

চকিতে তাহা মিলাইয়া গেল। পাকা হোটেল-ওয়ালীর চালে সে আগন্তুককে কহিল "ভিতরে এস।" একবার ইঙ্গিতে, অপরের অলক্ষিতে, স্বামী-থেনার্ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল "কি করা যাইবে?" স্বামীও ইঙ্গিতে জানাইল "শীকার স্থবিধা নহে—ভাগাইয়া দাও।" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার আগন্তুককে কহিল "কর্ত্তা! আমার হোটেলে ঘর খালি নাই, অন্যত্র চেষ্টা কর।" ভলজীন কহিলেন "আমাকে আস্তাবলে কিম্বা ছাদের উপর যেখানে হউক একটু যায়গা দাও। আমি শয়ন-ঘরের যাহা ভাড়া তাহাই দিব।" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার একটা আজগুবি রকমের দাম হাঁকিল—"চল্লিশ সু"। ভলজীন বলিলেন "তাহাই দিব।" এই কথা বলিয়াই ভলজীন ঘরের কোণে তাহার যষ্টি এবং ঝুলি রাখিলেন এবং একখানি টুল টেবিলের নিকট টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন। হোটেল-স্বামীর আজ্ঞাক্রমে কসেট আনিয়া এক বোতল মদ্য ও একটী গেলাস তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। ভলজীনের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি একদৃষ্টে কেবল কসেটের মুখের পানে দেখিতেছিলেন। সহসা ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই—রুটী কই?" কসেট ভলজীনের সহিত কথোপকথনে রুটীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। এখন হঠাৎ কি জবাব দিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই যা মুখে আসিল তাহাই সে বলিয়া দিল। সেটী মিথ্যা কথা। কসেট বলিল "রুটীর দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।"

থেনার্ডিয়ার-পত্নী কহিল "কড়া নাড় নাই কেন?"

"নাড়িয়াছিলাম—কেহ সাড়া দিল না।"

থেনার্ডিয়ার-পত্নীর সে কথায় বিশ্বাস হইল না। সে কহিল "আচ্ছা—কাল সকালে আমি রুটীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিব। যদি মিথ্যা কথা কয়,

তবে মজা টের পাইবে। এখন আমার পোনর-স্থ আমাকে ফিরাইয়া দাও। কসেট রক্ষা পাইল—সে তাড়াতাড়ি বুকের পকেটে হাত দিল। পকেটে হাত দিয়াই বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মুদ্রাটি তাহার পকেট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কসেট যে সময়ে ঝরণা হইতে জল ধরিতেছিল, সেই সময়, বারবার, বালতী পূর্ণ হইয়াছে কিনা, উবুড় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সেই সময়ে কখন উহা পড়িয়া মুদ্রাটি তাহার পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। সে তাহা আদবে লক্ষ্য করে নাই। কসেটের সেই অবস্থা দেখিয়া ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার লাফাইয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া কহিল "ও—শেষে চোর হয়ে দাঁড়িয়েছিস দেখছি!" বালিকা অধোমুখে রোদন করিতে লাগিল। এবার ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল। সে ভিত্তিগাত্রে লম্বিত চাবুক লইয়া কসেটকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কসেট ভয়ে একটু সরিয়া চিমনীর কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। এমন সময়, ভলজীন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন "ম্যাডাম! একটু অপেক্ষা করুন— আমি কি একটা মুদ্রার ন্যায় জিনিস মেয়েটীর পকেট হইতে পড়িতে দেখিলাম।" এই বলিয়া তিনি মেজের চারিধারে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী কুড়ি-স্থ মুদ্রা কুড়াইয়া পাইবার ভাণ করিয়া কহিলেন "হাঁ--এই যে—দেখুন ত' এইটা না কি?" বিনা আয়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচটি স্থ দাঁড়াইল দেখিয়া, ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার আসল কথা একেবারে চাপিয়া গেল আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল কসেটের পানে রোষ-কষায়িত লোচনে চাহিয়া কহিল "খবরদার! --আর এমন কাজ করিও না।" কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে কসেট একবার তাহার উপকারকের মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিরূপিত কোণে যাইয়া আসন গ্রহণ [illegible] থেনার্ডিয়ার [illegible]

স্বামী-থেনার্ডিয়ার যদিও তাঁহার নিদায-বান্ধবগণের সহিত মদ্য পানে ও হাস্য পরিহাসে নিযুক্ত ছিল, তথাপি সে এই বৃদ্ধ আগন্তুকের প্রতি ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপ ও অঙ্গভঙ্গি সতৃষ্ণ-নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আগন্তুকের মোজা-ক্রয় বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া সে বলিল "নগদ দাম পাইলে, অতিথির সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে আমরা বাধ্য। আপনি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিয়া মোজাজোড়া কিনিতে পারেন।" ভলজীন পকেট হইতে একটী পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক-মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে বলিলেন "এই লউন মোজার দাম। এবং কসেটকে বলিলেন "বালিকা! তোমার পরিশ্রম আমি কিনিয়া লইয়াছি, তুমি এখন সচ্ছন্দে খেলিতে পার।" থেনার্ডিয়ার এতক্ষণে তাহার আসন পরি-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল, আস্তে আস্তে মুদ্রাটী আপনার পকেটে ফেলিল। থেনার্ডিয়ার-পত্নী অবাক হইয়া রহিল। কসেট ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল "ম্যাডাম! সত্য সত্যই কি আমি খেলিতে পারি?" রাগে গর গর করিতে করিতে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল "যাও—খেল গিয়া।"

স্বামী-থেনার্ডিয়ার আস্তে আস্তে গিয়া আপন আসনে উপবেশন করিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিল। থেনার্ডিয়ার-পত্নীও গিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল স্বামীর কাণে কাণে চুপে চুপে বলিল, "এ লোকটা কে?" থেনার্ডিয়ার বিজ্ঞের ন্যায় আস্তে আস্তে বলিল "আমি অনেক ক্রোড়পতিকে দেখিয়াছি তাহাদের সাজ-সজ্জা চলন-বলন এই রকম গরিবানি। কিন্তু তাহাদের ধুকড়ির ভিতরে খাসা চাল।"

কসেট তাহার বুনিবার কাঁটা ও পশম প্রভৃতি সরাইয়া রাখিয়া একটি ছোট কাঠের বাক্স বাহির করিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি ছিন্ন মলিন

নকড়া ও তাহার পূর্ব্ব-বর্ণিত অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সেই সীসার তরোয়ালখানি। তাহাই লইয়া বালিকা আপন মনে খেলিতে লাগিল। ভদ্রলোক একভাবে একই আসনে বসিয়া সবলা বালিকার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। থেনার্ডিয়ার-দম্পতী এই স্বল্প মাল-মশলায় একটি বিরাট রহস্য-স্তূপ সৃজনের নিষ্ফল প্রয়াসে নিয়োজিত রহিল।

গৃহের অপর এক অংশে থেনার্ডিয়ার-কন্যা ইপোনাইন্ ও আজেল্মা একটী বিড়াল ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই নানা প্রকার পোষাকে সাজাইতেছিল এবং তাহাই লইয়া খেলিতে ব্যস্ত ছিল। তাহাদের খেলিবার একটি পুঁতুল মেজের উপরে গড়াগড়ি যাইতেছিল। কসেট দেখিল সকলেই পরম আমোদ খেলায় নিযুক্ত। কেহ তাহাকে দেখিতেছে না। এই অবসরে ঐ পুঁতুলটী লইয়া একটু খেলিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইল। সে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া গিয়া পুঁতুলটিকে তুলিয়া লইয়া, সস্নেহে তাহাকে বার বার চুম্বন করিল। দশ মিনিটকাল কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। সহসা আজেলমার নজর সেই দিকে পড়িল। সে ভগ্নী ইপোনাইন্‌কে বলিল "দিদি! দেখ—"

দুই ভগ্নীই কসেটের কার্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কসেট তাহাদের পুঁতুল লইয়া খেলিতেছে! তাহার এত সাহস হইয়াছে! ইপোনাইন্ আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার মায়ের নিকটে গিয়া, তাহার কাণে কাণে কহিল "দেখ মা, কসেটের কাণ্ড দেখ!" বজ্র-গম্ভীর নিনাদে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার হাঁকিল "কসেট!" বালিকা শিহরিয়া উঠিল তাড়াতাড়ি পুতুলটিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া অবনত-বদনে তাহার দারুণ দুষ্কর্ম্মের ফল দুই চারিটা চড়-চাপড়ের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভদ্রলোক হোটেল-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি!

কি হইয়াছে ?" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কহিল "দেখুন মহাশয় ! ছুঁড়ির সাহস দেখুন একবার ! আমার মেয়েদের খেলিবার পুঁতুল লইয়া খেলিবার সাহস উহার হইয়াছে !"

ভলজীন আর কিছু না বলিয়া সটান উঠিয়া সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই সুযোগে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার কসেটকে বেশ দুই চারি ঘা প্রহার করিল। কসেট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণ পরেই ভলজীন ফিরিয়া আসিলেন। তাহার হাতে রেশমী পরিচ্ছদে সজ্জিত একটী সুন্দর বড় পুঁতুল। পুঁতুলটী আনিয়া তিনি কসেটের সম্মুখে সেটীকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন "এটী তুমি লও।" কসেট কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে একবার ভলজীনের মুখের দিকে চাহে আবার পুঁতুলটীর দিকে চাহে। সেই সুন্দর পুঁতুলটী স্পর্শ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে আস্তে আস্তে আপনার চিরাভ্যস্ত গৃহকোণে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার মনে মনে আগন্তুকের উপর বিষম চটিয়া গেল। রাগে ও ঈর্ষায় তাহার শিরায় শিরায় গরল প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে তখনই নিজ কন্যাদিগকে শয়নাগারে পাঠাইয়া দিল। "দিনের বেলা খাটুনী বেশী হইয়াছে—এই অজুহাত দেখাইয়া কসেটকেও যাইয়া শয়ন করিতে আদেশ দিল। কসেট ইতস্তত করিতে লাগিল। তখন ভলজীন বলিলেন "ও—তোমার পুঁতুলটি লইয়া যাও, শয়ন কর গিয়া। এবার আশ্বস্ত হইয়া বালিকা তাহার জীবনের তৃপ্তসাধ—সেই সুন্দর পুতুলটিকে কোলে লইয়া শয়ন করিতে গেল। যাইবার সময় একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে ভলজীনের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। খরিদ্দারগণ সকলেই চলিয়া গেল। ভলজীন একই ভাবে

টেবিলের উপরে কনুই রাখিয়া বসিয়া আছেন। স্বামী-থেনার্ডিয়ার পত্নীকে একপার্শ্বে লইয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল "দেখিতেছ না? লোকটা ক্রোড়পতি, উহাকে মুখে খুব খাতির কর। বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লওয়া যাইবে। বিশেষ, আমি ইহার মধ্যে একটি বিশাল রহস্যের আভাস পাইতেছি। অর্থশালী লোকের রহস্য গলিত-সুবর্ণ-পরিপূর্ণ স্পঞ্জের ন্যায়। যখনই চাপ দিবে তখনই তাহা হইতে দু পয়সা বাহির হইবে।"

স্বামীর এই পরামর্শ পত্নীর নিকট বেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। সে ধীরে ধীরে আগন্তুকের নিকটে গিয়া বলিল "মহাশয়! রাত্রি অনেক হইয়াছে। শয়ন করিবেন না?" ভলজীন বলিলেন "বেশ! আমাকে শয়নের স্থান দেখাইয়া দিন।" থেনার্ডিয়ার-দম্পতী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে ভলজীন। হোটেলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শয়ন-কক্ষে ভলজীনকে লইয়া গিয়া থেনার্ডিয়ার কহিল "আমার হোটেলের মধ্যে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ। আপনাদিগের ন্যায় বিশিষ্ট ভদ্রলোক না পাইলে এই কক্ষ কদাচ ব্যবহৃত হয় না। আপনি বিশ্রাম করুন---আমরা আসি! আবার কালি প্রাতে দেখা হইবে। থেনার্ডিয়ার-দম্পতী প্রস্থান করিল। ভলজীন একখানি আসন টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

---:০:---

কসেটের উদ্ধার।

সমস্ত রাত্রি ভলজীনের নিদ্রা হইল না। কি উপায়ে তিনি কসেটকে এই রাক্ষস-দম্পতীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন—এই চিন্তাতেই রজনী কাটিয়া গেল।

ভলজীন অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাহার যষ্টি ও ঝুলি লইয়া নিম্নতলে গেলেন। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার ইহার অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়া গৃহ-সমার্জ্জনে ও অঙ্গনাদি পরিস্করণে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভলজীনকে এত প্রত্যুষেই নিম্নতলে আসিতে দেখিয়া, তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন "কি মহাশয়! আপনি এত সকালেই চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন নাকি?" ভলজীন উত্তর করিলেন "হাঁ—আমাকে কল্য রাত্রি-বাসের জন্য কত দিতে হইবে?" ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তথা হইতে একখানি বিস্তৃত বিল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ভলজীনের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "তেইশ ফ্র্যাঙ্ক।" ভলজীনের দৃষ্টি বিলের অঙ্কের উপর ছিল না। তাঁহার মন তখন অন্য প্রকার চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে ভলজীন কহিলেন "এখানে আপনাদের এই ব্যবসায় বোধ হয় বেশ চলে?" হোটেল-স্বামিনী উত্তর করিল "এক রকম মন্দ চলে না। তবে আপনার ন্যায় ধনশালী খরিদ্দার খুব অল্পই জুটে। হীন অবস্থার লোকই বেশী। একে জিনিসপত্র সমস্তই মহার্ঘ্য, তাহাতে আবার ঐ ছোট মেয়েটির ভরণ পোষণ করিতে আমাদের বহু ব্যয় হয়।"

"কোন্ মেয়েটী ?"

"কেন, কসেট।"

ভলজীন একটু অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া কহিলেন "যদি উহার ভার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া যায় ?"

হোটেল-স্বামিনীর বারুণী-সেবন-রাগরক্ত মুখে একটি বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "বেশ তো, আপনি এখনি উহাকে লইয়া যান। আমরা তাহা হইলে বাঁচি। লইয়া যাইবেন নাকি ?

"হাঁ।"

"এখনই ?"

"বেশ তো এখনই।"

"মেয়েটিকে তাহা হইলে, ডাকিব না কি ?"

"অবশ্য।"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার চীৎকার করিয়া ডাকিল "কসেট।"

ভলজীন পকেট হইতে পাঁচটী পাঁচ-ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন "এই লউন, আপনার বিলের টাকা—তেইশ ফ্র্যাঙ্ক। আর দুই ফ্র্যাঙ্ক চাকর-বাকরদিগের বকসিস্। এইবার আপনি গিয়া মেয়েটিকে লইয়া আসুন।

ঠিক এই সময়ে স্বামী-থেনার্ডিয়ার আসিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পত্নীকে বলিলেন "না গৃহিণি! এই ভদ্রলোকের বিল তেইশ ফ্র্যাঙ্ক নহে, ছাব্বিশ সু মাত্র। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কি! মোটে ছাব্বিশ সু!" স্বামী-থেনার্ডিয়ার কহিল "হাঁ, কুড়ি সু—ঘরভাড়া ও ছয় সু—খাবারের দাম। আর এই বালিকাটির সম্বন্ধে আমি একটু এই ভদ্রলোকের সহিত নির্জ্জনে আলাপ

করিতে চাই।" স্বামীর ব্যবসাদারী চালের উপর স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে আস্তে আস্তে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার চলিয়া গেলে, স্বামী-থেনার্ডিয়ার একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া ভলজানকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল- নিজে দাঁড়াইয়াই রহিল। ভলজীন উপবেশন করিলে পর, থেনার্ডিয়ার কহিল "মহাশয়! সত্য কথা বলিব কি ?— এই বালিকাটিকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি।"

ভলজীন স্থির-দৃষ্টিতে থেনার্ডিয়ারের মুখের পানে চাহিয়া কহিল "কোন মেয়েটী ?"

"কেন, আমাদের কসেট! আপনি তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন না ? আমি স্পষ্ট বলিতেছি, যে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা তাহাকে এতটুকু বেলা হইতে মানুষ করিয়াছি। নিজের মেয়ের মত আমরা তাহাকে ভালবাসি। সে চলিয়া গেলে আমাদের গৃহ শূন্য হইয়া যাইবে।"

ভলজীনের দৃষ্টি অচঞ্চলভাবে থেনার্ডিয়ারের মুখের দিকে নিবদ্ধ।

থেনার্ডিয়ার কহিল "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু মেয়েটীকে আমি কি করিয়া একজন অপরিচিতের হস্তে দিব ? যদিই বা দিই, তাহা হইলে আমার জানা আবশ্যক যে যাহার নিকটে আমি মেয়েটীকে দিতেছি, সে কে—কি করে—কোথায় থাকে ? আমি আপনার নাম পর্য্যন্ত জানি না।"

ভলজীন অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন "মসিও থেনার্ডিয়ার! আমার পরিচয় আপনাকে দিব না। এবং আমি যে কোথায় থাকি—কি করি—কিছুই আপনার নিকট বলিব না। যদি কসেটকে আপনি দেন তাহা হইলে এই সর্ত্তে আমায় দিতে হইবে, যে আপনি আর কখনও কসেটকে দেখিতে

পাইবেন না। যদি এই সর্ত্তে কসেটকে আমায় দেন, তাহা হইলে দিতে পারেন, অন্যথা প্রয়োজন নাই।"

থেনার্ডিয়ার ধূর্ত্ত। সে এক মুহূর্ত্তেই অবস্থা বুঝিয়া লইল। সিংহকে উত্তেজিত করিবার সাহস তাহার হইল না। তাহাতে কাজও হইবে না। আগন্তুক যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তাঁহার সহিত শঠতা চলিবে না; বরং সোজা কথায় কাজ হইবে। সে ঘোরফের ছাড়িয়া দিয়া একেবারে বলিয়া ফেলিল "মহাশয়! আমাকে দেড় হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে।"

আগন্তুক তাঁহার পকেট হইতে একটি পুরাতন ময়লা চামড়ার নোটকেস বাহির করিয়া তাহা হইতে এক এক খানি পাঁচশত ফ্রাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট তিনখানি বাহির করিয়া তাহা থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে টেবিলে রাখিয়া দিলেন "যাও—এখন কসেটকে লইয়া এস।"

স্বামীর আজ্ঞাক্রমে ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার অবিলম্বে যাইয়া কসেটকে সেই স্থানে লইয়া আসিল। আগন্তুক তাহার পুঁটুলির মধ্য হইতে একটী সুন্দর লাল রংয়ের মখমলের পোষাক বাহির করিয়া কসেটের হাতে দিয়া বলিলেন "লও সোনা! তোমার ময়লা কাপড় ছাড়িয়া শীঘ্র এই পোষাকটি পরিয়া আইস।"

প্রভাত হইয়াছে। রাস্তায় দুই চারিজন লোক চলাফেরা করিতেছে। নবপরিচ্ছদে সজ্জিত একটী আট বৎসরের বালিকা, জীর্ণ পরিচ্ছদধারী পঞ্চাশৎ বর্ষীয় একজন বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বরাবর প্যারিসের রাস্তা বাহিয়া চলিতেছে। বালিকার কোলে একটি বড় পুঁতুল। বৃদ্ধের হস্তে একখানি ছড়ি।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

থেনার্ডিয়ারের ধৃষ্টতা।

একসঙ্গে এত টাকার ব্যাঙ্কনোট থেনার্ডিয়ার পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই অত্যধিক আনন্দে সে নোটগুলিকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বারবার দেখিতে লাগিল। যতবার দেখে তাহার আর তৃপ্তি হয় না। প্রায় এইরূপ ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। সে তখন ম্যাডাম থেনার্ডিয়ারকে ডাকিল; পার্শ্বের আসনে বসিতে বলিয়া সে তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কহিল "এই দেখ, গিন্নি! দেড় হাজার ফ্র্যাঙ্ক আদায় করিয়াছি,—তিন কেতা পাঁচশত ফ্রাঙ্কের নোট!"

ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার বলিল "মোটে দেড় হাজার!"

বিবাহের পরে এই প্রথম ম্যাডাম থেনার্ডিয়ার তাহার স্বামীর কার্য্য সমালোচনা করিতে সাহসী হইল। কিন্তু এ আঘাত বড়ই সাংঘাতিক, এ আঘাত বাস্তবিকই থেনার্ডিয়ারের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে পত্নীকে কহিল "ঠিক বলিয়াছ। আমি গর্দ্দভ—অতটা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শীঘ্র আমার টুপি দাও। আমি দেখি যদি অপরিচিতের নাগাল ধরিতে পারি।"

থেনার্ডিয়ার নোট তিনখানি পকেটের ভিতর ফেলিয়া এক লম্ফে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, যে পথে ভলজীন কসেটকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই পথ স্থির করিয়া লইয়া থেনার্ডিয়ার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল এবং মনে মনে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য

আপনাকে সহস্র গালি দিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে থেনার্ডিয়ার গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের নিকট গিয়া পড়িল। রাস্তার পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র ঝোঁপ। সেই ঝোঁপের অপরপার্শ্বে একটি টুপি দেখিয়া থেনার্ডিয়ার কিছু আশ্বস্ত হইল। বাস্তবিক ভলজীন, কসেটকে লইয়া সেইখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। থেনার্ডিয়ার একেবারে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া পকেট হইতে নোট তিনখান বাহির করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "মহাশয়! এই লউন,—আপনার নোট ফিরাইয়া লউন।" ভলজীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "কেন? এ সকলের তাৎপর্য্য কি?" থেনার্ডিয়ার কহিল "ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।" কসেট এই কথা শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, সে একেবারে ভলজীনকে আঁকড়িয়া ধরিল। ভলজীন স্থির-দৃষ্টিতে থেনার্ডিয়ারের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন "কি! তুমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে!" ভলজীনের কণ্ঠস্বর স্থির, গম্ভীর অথচ বিদ্রুপাত্মক। থেনার্ডিয়ার কহিল "হাঁ মহাশয়! আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, এই বালিকাকে দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই বালিকা আমার কন্যা নহে। ইহার মাতা আমার নিকটে ইহাকে গচ্ছিত রাখিয়াছে মাত্র। সে আসিয়া ইহাকে ফিরাইয়া চাহিলে আমি কি উত্তর দিব? আপনি বলিতে পারেন যে "ইহার মা মরিয়া গিয়াছে।" কিন্তু ইহার মাতার অনুমতিজ্ঞাপক কোন পত্র কিম্বা নিদর্শন ব্যতিরেকে আমি কেমন করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিই?"

অপরিচিত এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে আপনার পকেটে হাত দিয়া সেই পুরাতন মনিব্যাগটী বাহির করিলেন। আশার আশ্বাসে লোভী থেনার্ডিয়ারের হৃদয় এতখানি হইয়া

জ্বলিয়া উঠিল। থেনার্ডিয়ার মনে করিল—ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে।

কিন্তু এবার আর ব্যাঙ্কনোট বাহির হইল। বাহির হইল একখানি কাগজের টুকরা।

অপরিচিত সেই খানি থেনার্ডিয়ারের হস্তে দিলেন এবং তাহাকে পাঠ করিতে কহিলেন। থেনার্ডিয়ার পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল :

এম-সুর এম

মার্চ ২৫, ১৮ ৩

মসিও থেনার্ডিয়ার।

আপনি পত্রবাহকের নিকট কসেট্‌কে দিবেন। খরচাদি বাবদ আপনাকে যাহা দিতে হইবে তিনিই তাহা দিবেন।

অনুগত

ফ্যান্টাইন।

সাপের মাথায় ধুনাপড়া পড়িল। থেনার্ডিয়ার আস্তে আস্তে পত্রখানি ভাঁজ করিয়া, ভদ্রলোককে সেটি ফিরাইয়া দিতে দিতে কহিলেন "স্বাক্ষর ঠিক। তাহা হউক, এখনও ফ্যান্টাইনের নিকট আমার অনেক টাকা পাওনা আছে।"

অপরিচিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জামার আস্তিনটা আস্তে আস্তে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন "মসিও থেনার্ডিয়ার গত জানুয়ারী মাসে বালিকার মাতা হিসাব করিয়াছিলেন যে তিনি আপনার নিকট ১২০ ফ্র্যাঙ্ক ধারেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে তিনি আপনাকে ১৫৫ ফ্র্যাঙ্ক পাঠাইয়াছেন। ঐ মাসের শেষে আপনাকে ১০০ ফ্র্যাঙ্ক পাঠাইয়াছেন। মার্চ মাসের প্রারম্ভে আর ১০০ ফ্র্যাঙ্ক আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর নয় মাস গত হইয়াছে। প্রতি মাসে ১৫ ফ্র্যাঙ্ক হিসাবে আপনার ১৩৫

ফ্র্যাঙ্ক পাওনা হয়। আপনি সে হিসাবে ১০০ ফ্র্যাঙ্ক বেশী পাইয়াছেন। আর আমি এখনই আপনাকে ১৫০০ ফ্র্যাঙ্ক দিয়াছি।"

থেনার্ডিয়ার আমতা আমতা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র শীকারীর লৌহ-ময় পিঞ্জরে প্রবেশ করিলে তাহার যে দশা হয় থেনার্ডিয়ারেরও সেই দশা হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে কহিল "মসিও। আমি আপনার নাম জানি না, আপনাকে চিনি না। আপনি যদি ৩০০০ ফ্র্যাঙ্ক আমাকে দিতে পারেন—ভাল। তাহা না হইলে, আমি কসেটকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব।"

অপরিচিত স্থিরভাবে কসেটের হাত ধরিয়া বলিলেন "এস— কসেট।" এবং তাঁহার স্থূল যষ্টিখানি তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্থানের নির্জ্জনতা, অপরিচিতের পেশীবহুল দৃঢ় হস্ত এবং রাস্তার জনশূন্যতা ইত্যাদি স্মরণ করিয়া থেনার্ডিয়ার চুপ করিয়া রহিল।

ভলজীন কসেটকে লইয়া অবাধে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কসেট ভলজীনের আলয়ে ।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ভলজীন প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া এস্‌প্লানেডের নিকট গিয়া অবতরণ করিলেন। সেখান হইতে কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একখানি ত্রিতল বাড়ীর তৃতীয় তলে একটি ঘর তিনি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। কসেটকে লইয়া ভলজীন সেই বাটীতেই গেলেন। ইহা একটী বহুলোকপূর্ণ সাধারণ ভাড়াটিয়া বাসা-বাটী। কসেট গাড়ীর মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভলজীন আর তাহাকে জাগাইলেন না। ঘুমন্ত অবস্থায়ই তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া বাসায় গেলেন। ভলজীনের কক্ষে আসবাব পত্র নাই বলিলেও হয়। যাহা আছে তাহাও অতি গরিবানী ধরণের। মেজেতে একখানি জীর্ণ সতরঞ্চ পাতা। একটী টেবিল—তাহার চারিপাশে খান কয়েক কেদারা। একপার্শ্বে একটী ষ্টোভ এবং এক কোণে একটী কম দামী ল্যাম্প। ভলজীন কসেটকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলেন। ল্যাম্প জ্বালিয়া তাহারই ক্ষীণ আলোকে বালিকার সুন্দর মুখ খানি দেখিতে লাগিলেন। বালিকা তখন গাঢ় নিদ্রাভিভূতা। সে কিছুই জানিতে পারিতেছিল না যে সে কোথায় আছে এবং কাহার দ্বারা কি জন্য তথায় আনীত হইয়াছে। জন ভলজীন সস্নেহে বালিকার নিদ্রার ঘোরে অবসন্ন ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া চুম্বন করিলেন। নয়মাস পূর্ব্বে ঠিক এমনই সময় চিরনিদ্রায় অভিভূতা এই বালিকার মাতার হস্ত ভলজীন ঠিক এইরূপ আদরে চুম্বন

করিয়াছিলেন। সেই বিষাদময়ী স্মৃতি আজ ভলজীন্‌কে বৃশ্চিকের মত দংশন করিল। তিনি নয়মাস পূর্ব্বে ফ্যাণ্টাইনের শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আজ কসেটের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াও সেই-রূপ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ভলজীন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে ভলজীন পারিস রাজবর্ত্মে প্রবহমান বিচিত্র অনন্ত জনস্রোত দেখিতে লাগিলেন। কসেট এখনও নিদ্রা যাইতেছে। ডিসেম্বর-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণরাশি সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে আসিয়া কসেটের নিদ্রালস মুখে ও বুকে পড়িয়াছে। সহসা ময়লাবাহী শকটের ভীষণ ঝনৎকারে সেই বাড়ীটী কাঁপিয়া উঠিল, কসেটের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সহসা জাগিয়া, নিদ্রাবিজড়িত চক্ষেই উঠিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাস মত জড়িত-কণ্ঠেই কহিল "হাঁ ম্যাডাম! আমি উঠিয়াছি, এখনই যাইতেছি। কই আমার ঝাঁটা কোথায় গেল?" পর-ক্ষণেই চক্ষু মেলিয়া কসেট ভলজীন্‌কে সম্মুখে দেখিল। পূর্ব্বদিনের সব কথা তাহার মনে পড়িল একটু অপ্রস্তুত হইয়া সে কহিল "ও—আমি সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মহাশয়! গুডমর্ণিং!"

শৈশবে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বড় সহজে আসে। কারণ শিশুরাই আনন্দ ও প্রফুল্লতা মূর্ত্তিমান। কসেট তাহার পুতুলটীকে কোলে লইয়া সহস্র চুম্বন করিতে লাগিল এবং ভলজীনকে সহস্র অনাবশ্যক প্রশ্নে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সহসা কসেট আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "এই স্থানটী কি রমণীয়!"

বাস্তবিক পক্ষে সে স্থানের রমণীয়ত্ব বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বিহঙ্গিনী আজ বন্ধমুক্তা—আজ সে স্বাধীনা। তাই তাহার এত আনন্দ!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

———:০:———

ভলজীনের বিপদ।

প্যারিসে আসিয়া কয়েক সপ্তাহ ভলজীন ও কসেটের খুব আনন্দে কাটিল। ভলজীন সমস্ত দিন ঘরেই থাকিতেন; কসেটকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতেন এবং সময়ে সময়ে খেলিতে দিতেন। সন্ধ্যার পর দুজনে সহিত হইয়া একটু বায়ু সেবন করিয়া আসিতেন। কসেট তাহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিত। "বাবা" ছাড়া তাঁহার যে আবার অন্য নাম আছে তাহা সে জানিত না। ভলজীনও মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবন একটী লোভনীয় ও উপভোগের জিনিস হইয়া দাঁড়াইল।

সংসারের কি নিয়ম—মানুষ মানুষের সুখ দেখিতে পারে না। ভলজীন কসেটকে লইয়া সুখে আছে। পাশের ঘরের ভাড়াটিয়াদের ঈর্ষায় চক্ষু ব্যথিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে বৃদ্ধ পরিচারিকার নিকট হইতে তাহারা ভলজীনের জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইতে লাগিল। লোকটার চলে কি করিয়া? বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী এই সন্ধান কারিণীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা। সে একদিন জানালার ছিদ্র দিয়া দেখিল ভলজীন গভীর নিশায় আলোক জ্বালিয়া কাঁচি, ছুঁচ ও সূতা লইয়া তাঁহার আঙ্গরাখার লাইনিং খুলিয়া ফেলিয়া একখানি হরিদ্রা রংয়ের কাগজ বাহির করিয়া আবার সেই ছিন্নস্থান সেলাই করিয়া রাখিল। সেই রাত্রেই অনুসন্ধান-কারিণীগণের মধ্যে মজা একটা কল্পনা জল্পনা আরম্ভ হইল

ঈর্ষা ঘৃণায় পরিণত হইল। ভলজীন বুঝিলেন আর এখানে থাকা শ্রেয়স্কর
. হ

..... এই সময়ে একটী ভিক্ষুক আসিয়া এই বাসাবাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আস্তানা গাড়িল। ভলজীনও সন্ধ্যার পরে বাহির হইবার সময় এই ভিক্ষুকের হস্তে দুই চারিটী করিয়া সু দিতেন। একদিন ভলজীন সন্ধ্যার ... পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। তখনও দিবালোক বেশ ... ছ। ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিল। ভলজীন যেমন ... সু লইয়া ভিক্ষুককে দিতে যাইবেন, সে অমনি একবার তাঁর দৃষ্টিতে ... জীনের অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিবার প্রয়াস করিল। ...নেরও অন্তরাত্মা কি এক অনির্ব্বচনীয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ... দেখিলেন যে এই মুখ অপরিচিত ভিক্ষুকের মুখ নহে—এই মুখ তাঁহার ... পরিচিত একজন পুলিস কর্ম্মচারীর মুখ। ভলজীন ভাবিতে লাগিলেন "... কি জ্যাভার্ট তাঁহাকে ধরিবার জন্য এই ভিক্ষুক সাজিয়া তাঁহার পিছনে লাগিয়াছে। আর যদি এই ভিক্ষুক জ্যাভার্টই হয়, তবে সে কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে?"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন গভীর রাত্রে ভলজীন তাঁহার ঘরের বাহিরে বহুলোকের পদধ্বনি ও চুপি চুপি কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঘটনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। নিশ্চয়ই জ্যাভার্ট তাহার পুলিসের দলবল লইয়া তাঁহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। তিনি আস্তে আস্তে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। একখানি রজ্জুর মই বাক্স হইতে বাহির করিয়া সেখানি বাহিরের জানালায় আটকাইয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাগ্যক্রমে সেদিকে পুলিশের লোক কেহই ছিল না। নিদ্রিত কসেটকে কাঁধের উপর ফেলিয়া লইয়া তিনি সেই দড়ির সিঁড়ি

য়া রাস্তায় নামিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই জ্যাভার্ট দলবল লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। অনেকক্ষণ এ গলি ও গলি ঘুরিয়া ভলজীন ভুলক্রমে একটা বদ্ধ গলির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। মুষিক কলে পড়িয়া গেল। সে আপৎ-সঙ্কুল অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে। হতাশ ভলজীন সেই উপায়ই অবলম্বন করিলেন। ভলজীন নিমেষে পকেট হইতে একটা সূক্ষ্মাগ্র লৌহফলক ও একটা হাতুড়ি বাহির করিয়া দেওয়ালের গায়ে সেইটা ঠুকিয়া বসাইলেন। কেমন কৌশলে একটু এধারে ওধারে চাপ দিয়া একখানি প্রস্তর খসিয়া ফেলিলেন। প্রস্তরচ্যুতি-জনিত ফাঁক টুকুর মধ্যে পা দিয়া, পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়ায় আর একখানি প্রস্তর খুলিলেন। সেইখানে পা দিয়া প্রাচীরের শীর্ষদেশে উঠিলেন। পূর্ব্বেই কসেটের কটিতে একখণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কসেটকে তুলিয়া লইয়া, তিনি ভিত্তিসংলগ্ন একটা বৃক্ষকাণ্ড সাহায্যে অক্লেশে প্রাচীরের অপর পার্শ্বস্থ উদ্যানের মধ্যে গিয়া নামিলেন। জ্যাভার্ট ও তাহার দলবল অনেকক্ষণ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর হতাশভাবে চলিয়া গেল।

ভলজীন যে অত উচ্চ প্রাচীর এত অল্প সময়ের মধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া পলাইতে পারিবে ইহা তাহাদের কল্পনারও অতীত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

ফক্‌লেভেণ্টের কৃতজ্ঞতা।

ভলজীন বাগানে নামিয়া দেখিলেন, যে উদ্যানটী নিতান্ত অযত্ন-রক্ষিত, চারিদিকে কেবল আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কসেটকে বুকে লইয়া কোন প্রকারে আগাছা ঠেলিয়া ও লতাগুল্ম ছিন্ন করিয়া ভলজীন একটু পরিষ্কৃত স্থানে গিয়া কসেটকে ঘাসের উপর শোয়াইয়া দিয়া, মৃদুস্বরে ডাকিলেন "কসেট!" কসেটের কোন উত্তর পাইলেন না। কসেটের হাত পা শরীর সমস্ত বরফের মত হিম হইয়া গিয়াছে। বালিকা জীবিত আছে তো? ভলজীনের মনে বিষম ভয় হইল। কি করিয়া বালিকাকে একটু উত্তপ্ত করা যাইবে? একটু আগুন কোথায় পাওয়া যাইবে?

ভলজীন দেখিলেন বাগানে দূরে একজন লোক বেড়াইতেছে। সে লোকটী মুখ নীচু করিয়া বেড়াইতেছিল। সুতরাং ভলজীন্‌কে সে লক্ষ করে নাই। ভলজীন সেই লোকটীর সম্মুখে গিয়া পকেট হইতে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন এবং কাতরভাবে বলিলেন "আপনি যে হউন, আজি রাত্রির মত আমাদিগকে আশ্রয় দিন এবং তাহার বিনিময়ে এই স্বর্ণমুদ্রা কয়টী লউন।"

এই সময় চন্দ্রের কিরণ ভলজীনের মুখে পড়িয়া তাঁহার মুখখানিকে আলোকিত করিয়াছিল। লোকটী তাঁহাকে চিনিল। চিনিয়াই একেবারে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল "ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি!—আপনি কোথা হইতে এখানে আসিলেন?"

এই অন্ধকার নিশায় কে তাহাকে চিনিল? কে তাহাকে সেই পুরাতন পরিত্যক্ত নামে আহ্বান করিল? ভলজীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? কাহার এই বাটী?"

"কি বিপদ! ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি আমায় চিনিতে পারিলেন না? আমি যে ফকলেভেণ্ট। আপনি যে গাড়ী চাকার নীচে হইতে তুলিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" এতক্ষণে ভলজীন বৃদ্ধ ফকলেভেণ্টকে চিনিলেন। ফকলেভেণ্ট বলিল "আপনি আমাকে এখানে উদ্যান-রক্ষকের চাকরি জোগাড় করিয়া দিলেন। আপনি সব বিস্মৃত হইয়াছেন, ফাদার ম্যাডিলিন?"

ভলজীন বলিলেন "আর বলিতে হইবে না। এখন আমি তোমাকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছি। তুমি এ সময়ে এখানে কি করিতেছিলে।

"আমি তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ ঢাকা দিতেছিলাম।"

"তোমার হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা কেন?"

"ও—ওই ঘণ্টা! ওই ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলে তাহারা পলাইতে পারিবে বলিয়া—"

"সেকি? কাহারা পলাইবে?"

"এখানে যে কেবল মেয়ে-মানুষের দল। পুরুষ মানুষ দেখলে তাহারা ভয় পায় না। সেই জন্য আমার হাঁটুতে এই ঘণ্টা বাঁধিয়া দিয়াছে।"

"এ বাটিতে কাহারা থাকে?"

"আপনি জানেন না মসিও ম্যাডিলিন? এ যে চিরকুমারী-ব্রতধারিণীদিগের আশ্রম! কিন্তু ফাদার ম্যাডিলিন্! আমায় বলুন তো আপনি এখানে কি করিয়া আসিলেন? এখানে তো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ!"

"এই যে তুমি রয়েছ?"

"আমি ছাড়া।"

ভলজীন উদ্যান-রক্ষকের কাছে সরিয়া গেলেন; অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "ফক্‌লেভেণ্ট! আমি তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি। তোমার জন্য আমি যাহা করিয়াছি, এখন আমার জন্য তুমি তাহাই কর। আমাকে বাঁচাও।"

"ফাদার ম্যাড়িলিন! আমি আপনার কি উপকার করিব? আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার কোন কাজ করিতে পারি তাহা হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,—আমি আপনার কি উপকার করিব, ফাদার ম্যাডিলিন?"

"আমি সব ঘটনা তোমায় বলিতেছি। তোমার থাকিবার কি আলাহিদা ঘর আছে?"

"ওই দূরে—বাগানের কোণে, জঙ্গলের মধ্যে, আমার একখানি কুঁড়ে আছে।"

"ভাল—কিন্তু তোমাকে দুইটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। প্রথমতঃ, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না যে আমি কেমন করিয়া এখানে আসিলাম। দ্বিতীয়তঃ, তুমি যে আমাকে জান এই কথা কাহারও নিকট বলিতে পারিবে না।"

"ভাল তাহাই হইবে। ফাদার ম্যাডিলিন! আমি ঠিক জানি যে আপনি কখন সৎ ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেন না।"

"বেশ—তবে আমার সঙ্গে এস, একটী ছোট মেয়ে আছে তাহাকে গিয়া লইয়া আসি।"

ফক্‌লেভেণ্ট বলিল "ও, একটী মেয়ে আছে!"

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভলজীনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অত্যল্প কাল মধ্যেই ভলজীন কোলে করিয়া কসেটকে বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টের কুটীরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে, অগ্নির উত্তাপ পাইয়া, কসেট সম্পূর্ণরূপে সুস্থভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

বহুকাল পরে, এক অতি অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিতভাবে উপকারকের সাক্ষাৎ পাইয়া বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্ট আনন্দে আটখানা হইল। আলমারী হইতে এক বোতল মদ্য বাহির করিয়া দুই জনে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পান ভোজন করিলেন। মদের ঝোঁকে কৃতজ্ঞতা-বিগলিত হৃদয়ের অদম্য উচ্ছাসে বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্ট কহিল "ফাদার ম্যাডিলিন! আপনি আমায় প্রথম সাক্ষাতেই চিনিতে পারিলেন না। এ বড়ই অন্যায় কথা। আপনি লোকের জীবন রক্ষা করেন। পরে আর তাহাদের কথা মনে থাকে না, ইহা বড়ই অকৃতজ্ঞতা!"

জন ভলজীন বৃদ্ধের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভলজীন কুমারী-আশ্রমে।

প্রত্যূষে চক্ষু মেলিয়াই ফকলেভেণ্ট দেখিল যে মসিও ম্যাডিলিন বসিয়া নিদ্রিত কসেটের মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুলিত। ফকলেভেণ্ট উঠিয়া বসিলেন এবং ভলজীনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ফাদার ম্যাডিলিন! এখন যখন এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।" ভলজীন ও সেই একই সমস্যা পূরণ করিবার জন্য এত চিন্তিত। ফকলেভেণ্ট কহিল "প্রথমতঃ আপনি কিম্বা এই বালিকা এই কুটীরের বাহিরে পদার্পণ করিবেন না। আপনাদিগকে বাগানের মধ্যে দেখিতে পাইলেই, আমরা সকলেই মারা পড়িব।"

ফাদার ম্যাডিলিন কহিলেন "তাহা সত্য।"

"মসিও ম্যাডিলিন! আপনারা বেশ সময়ে এখানে আসিয়াছেন। একজন ব্রতধারিণী সাংঘাতিক পীড়িতা। অন্যান্য ব্রতধারিণীগণ দিবারাত্রি তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের আর বাহির হইবার সময় নাই। আজিকার দিনের মত আমরা এখানে নিরাপদ। কালিকার কথা বলিতে পারি না।"

এই সময়ে একবার গভীর নিক্কণে ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। ফকলেভেণ্ট কহিল "পীড়িতার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ শুনুন মৃত্যুজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে।"

ভলজীনের সেদিকে কাণ ছিল না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন "কি উপায়ে তিনি এই চিরকুমারী আশ্রমে নিজে থাকিতে পারিবেন, কসেটকে রাখিতে পারিবেন। এস্থানে পুলিশের গতিবিধি নাই, পুরুষের গতিবিধি নাই, এই স্থানই তাঁহার বাসের উপযুক্ত স্থান।

এই সময়ে আর একবার অন্য প্রকারের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। ফকৃলেভেন্ট তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল "ফাদার ম্যাডিলিন আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাড়াতাড়ি শুনিয়া আসি আমার মা কি জন্য আমায় ডাকিতেছেন।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ ফকৃলেভেন্ট যাইয়া প্রধানা কুমারীর দ্বারে মৃদু আঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। প্রধানা একাকিনী বসিয়া ফকৃলেভেন্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ফকৃলেভেন্ট তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রধানা মালা জপিতে জপিতে মুখ তুলিয়া ফকৃলেভেন্টের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ফাদার ফকৃলেভেন্ট, আমি তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তোমাকে একটা কথা বলিতে চাই।" ফকৃলেভেন্ট উত্তর করিল "মা। আমিও আপনার নিকট একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।" বৃদ্ধের অন্তরাত্মা তখন গুরগুর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রধানা কহিলেন "ওঃ তোমার কিছু বক্তব্য আছে।" ফকৃলেভেন্ট কহিল "না মা আমার একটি অনুরোধ আছে।" প্রধানা কহিলেন "কি অনুরোধ? বল।

ফাদার ফকৃলেভেন্ট প্রথমে বিস্তৃত ভূমিকা করিয়া লইলেন। তাহার পর নিজের বার্দ্ধক্যের বিষয় বলিলেন। এবং তাহার কার্য্য অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তিনি একলা আর পারিয়া উঠেন না। তাঁহার একটী ছোট ভাই আছে। অনুমতি হইলে সে আসিয়া তাহার সহায়তা করিতে পারে। সেই ভাইয়ের একটি কন্যা আছে। তাহাকেও সম্প্রদায় ভুক্ত

ক‍রিয়া ওয়া যাইতে পারে। ইত্যাদি প্রকার অনেক কথা বলিলেন। তাহার বক্তব্য সমাপ্ত হইলে প্রধানা কহিলেন "ফাদার ফভেণ্ট। তুমি কি আজ রাত্রিতেই একটি সাবল সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার?"

"সাবল কিসের জন্য বলুন?"

"যাহা দ্বারা সভাবের অর্থাৎ কোন ভারী জিনিস চাড় দিয়া তুলিবার জন্য ব্যবহার করা চলে।"

"হাঁ মাতা। পারি।"

"ফাদার ফভেণ্ট। তুমি কি প্রভুর মন্দির জান?"

"হাঁ মা।"

"সেইখানে মেজের [illegible] প্রস্তর চাড় দিয়া তুলিতে হইবে।"

"এ কার্য্য আমার [illegible] দ্বারা সম্ভব নয়। দুইজন লোক হইলে পারা হয়।"

"মাদার [illegible] বলশালিনী। তিনি তোমার সাহায্য না করেন।"

"না। স্ত্রীলোকে পুরুষের অনেক [illegible] আমার ভ্রাতা খুব শক্তিশালী।"

প্রধানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "ফাদার ফভেণ্ট। তুমি কি জান না যে একজন চিরকুমারী আজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন?"

"না।"

"তুমি কি মরণ সূচক ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাও নাই?"

"আমি একটু কানে খাটো এমন কি আমার নিজের পায়ে বাঁধা ঘণ্টার ধ্বনিও আমি মাঝে মাঝে শুনিতে পাই না। তাহাতে আবার আমার কুটীর অনেক দূরে। সেখান হইতে কিছুই শুনা যায় না।"

"মাদার ক্রুসিফিক্‌সন্‌ আর ইহলোকে নাই। কুমারীগণ তাঁহাকে মৃত-সৎকার মন্দিরে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। ফাদার ফভেণ্ট! মাতা ক্রুসিফিক্‌সন্‌ বড়ই সুন্দর মরণ মরিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান অটুট অবস্থায় ছিল।"

ফক্‌লেভেণ্ট মনে করিতেছিল যে প্রধানা বুঝি উপাসনা করিতেছেন। তাই তাঁহার কথা শেষ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল "আমেন।" প্রধানা কহিলেন "ফাদার ফভেণ্ট! এমন ঐশ্বরিকী আত্মার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করা কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয়?"

"অবশ্য।"

"ফাদার ফভেণ্ট! তাঁহার মরণকালীন আদেশ যে, যে কফিনে তিনি কুড়িবৎসর ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছেন সেই কফিনে যেন তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হয়।"

"তাহা হইলে আমাকে সেই কফিনেই তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে?"

"হাঁ।"

"তাহা হইলে সরকারী কফিনটা কি হইবে?"

"ফাদার ফভেণ্ট! ঠিক ধরিয়াছ।"

"মা! আমি আপনাদের চিরাশ্রিত। আপনারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন আমি সেইরূপ করিতেই প্রস্তুত আছি।"

"চারিজন শক্তিশালিনী কুমারী তোমাকে সাহায্য করিবে।"

"কফিন বন্ধ করিবার জন্য! সে কাজ আমি একাই পারিব।"

"না! কফিন্‌টাকে মন্দিরের নিম্নতলে নামাইবার জন্য।"

ফক্‌লেভেণ্ট চমকিয়া উঠিল।

"মিউনিসিপালিটী যদি জানিতে পারে?"

"আমরা মৃতার মরণকালীন অনুরোধ অবজ্ঞা করিতে পারি না।"

"কিন্তু ইহা যে বেআইনী?"

"মনুষ্য প্রণীত আইনে বেআইনী, ঈশ্বরের প্রণীত আইনে নহে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রধানা কহিলেন "কেমন ফাদার ফভেণ্ট! তোমার কথার উপর নির্ভর করিতে পারি তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"ফাদার ফভেণ্ট! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। মাতা ক্রুসিফিক্সনের ঐহিক দেহ সমাহিত হইয়া গেলে কালই তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। মনে থাকে যেন, ঠিক রাত্রি একটার সময় সাবল লইয়া এখানে উপস্থিত হইবে।"

"যে আজ্ঞা!"

বৃদ্ধ ফকৃলেভেণ্ট ফাদার ম্যাড়িলিন ও কসেটকে আশ্রমে আনিবার ও তাহাদিগকে স্থায়ী ভাবে তথায় রাখিবার এই অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। সে কুটীরে যাইয়া ম্যাড়িলিনের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। কসেটকে সে ঝুলির মধ্যে করিয়া পৃষ্ঠে ফেলিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ম্যাড়িলিনকে কেমন করিয়া বাহিরে পাঠান যাইতে পারে এই দুর্ভাবনায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিয়ৎকাল পরে ভলজীন কহিলেন "সমাধি স্থান তো আশ্রমের বাহিরে। সরকার হইতে যে কফিন্ আসিবে তাহা সমাধি স্থানে খালি পাঠাইয়া দিলে বাহকদিগের নিকট লঘু বোধ হইলে তাহাদের সন্দেহ হইবে। ফকৃলেভেণ্ট, তাহার কি?" ফকৃলেভেণ্ট কহিল "তাহার মধ্যে মাটী ভরিয়া ভারী করিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে সন্দেহের কোন

কারণ থাকিবে না।” ভলজীন কহিলেন “আমার পলায়নের এই এক পথ আছে। ঐ কফিনমধ্যে মৃত মনুষ্যদেহের পরিবর্ত্তে জীবন্ত মনুষ্য দিলে কেমন হয়?”

ফকলেভেণ্ট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কাহাকে?”

“কেন? আমাকে।”

বৃদ্ধ ফকলেভেণ্ট অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল “আপনি তামাসা করিতেছেন!”

ভলজীন কহিলেন “না আমি ঠিক বলিতেছি। আমার এখান হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার এই এক বেশ সুবিধা। রাত্রি দুইটার সময়ে তুমি আমায় কফিনের মধ্যে বন্ধ করিবে। যেখানে আমার নাসিকা থাকিবে সেই স্থানে কফিনটীতে দুই চারিটী ছোট ছিদ্র করিয়া দিলে, শ্বাস প্রশ্বাস লইবার কোন অসুবিধা হইবে না, এবং কফিনের ডালা তত জোরে আঁটিবে না। কিন্তু কবর হইতে বাহির হইব কি করিয়া?” একটু চিন্তা করিয়া ভলজীন কহিলেন “আচ্ছা সে তখন ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিবীয়তে, এখন এখান হইতে তো বাহির হওয়া যাউক।” ফকলেভেণ্ট একটু হাসিয়া কহিল “সেজন্য ঠেকিবে না। আমার একজন বন্ধুই সেখানকার কর্ত্তা। ফাদার মেষ্টিয়েন খুব ইয়ার লোক। আমি তাহাকে লইয়া একটু মদ খাইতে বসিয়া যাইব। আপনি সেই অবসরে পলাইবেন। কেমন?

মৎলব স্থির হইয়া গেল। কার্য্যও সেই মতই হইল। গভীর রাত্রে বৃদ্ধ ফকলেফেণ্ট মৃত শরীরের পরিবর্ত্তে জীবন্ত মানুষকে কফিনে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিন যথাসময়ে কফিন সমাধি-ক্ষেত্রে নীত হইল। মৃতের অন্তিম ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ফাদার ফকলেভেণ্ট সমাধি-রক্ষকের গৃহে বসিয়া তাঁহার সহিত মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফাদার

বেটিরেন খুব মাতাল হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে জলজীন কফিন্ হইতে বাহির হইলেন। ফক্‌লেভেণ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই একটি নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কসেট সেইখানেই ছিল। ফকলেভেণ্টও শূন্য কফিন সমাধিস্থ করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। বিনা গোলযোগে এই ব্যাপারটী সংঘটিত হইল। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ জলজীন ও কসেট স্থায়ীভাবে আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিলেন। পরদিন হইতে এক বৃদ্ধ ফক্‌লেভেণ্টের স্থানে দুইজন ফক্‌লেভেণ্ট কুমারী-আশ্রমের উদ্যান-রক্ষকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। কসেট আশ্রমে ছাত্রীনিবাসে স্থান পাইল এবং লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মসিও মেরিয়াস্ ও জনড্রেট পরিবার।

এই ভাবে আট নয় বৎসর কাটিয়া গেল। কসেট্ এখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ষাগমে নদীর মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

এই সময়ে পারিসের "স্যাটো-ডি-ইউ" মহল্লায় একাদশ দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে প্রায়ই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখা যাইত। বালকের পরিধানে একটী পুরুষের পরিধেয় পায়জামা। বোধ হয় সেটী তাহার পিতা একদিন পরিতেন। এখন পুত্রে আসিয়া সেটী অর্সিয়াছে। তাহার গায়ে একটী স্ত্রীলোকের কোর্ত্তা। কোন দয়াবতী রমণী বোধ হয় সেটী তাহাকে ভিক্ষা দিয়াছেন। তাহার পরিধেয় ছিন্ন ও মলিন। বোধ হয় সমস্তই ভিক্ষালব্ধ। এই বালকের পিতা ও মাতা দুই-ই বর্ত্তমান। কিন্তু পিতা পুত্রের খোঁজ লয় না। মাতা পুত্রকে ভালবাসে না। বালক পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়ায়। সে যতক্ষণ পথে থাকে ততক্ষণই ভাল থাকে। কারণ রাস্তায় বিছান পাথরের খোয়াটীও তাহার মায়ের অন্তকরণ হইতে নরম বলিয়াই বালকের ধারণা। বালক পথে পথেই হাসিয়া খেলিয়া, গান গাহিয়া, নানা রকম দুষ্টুমি করিয়া বেড়ায়। রাস্তার লোক তাহাকে 'দুষ্টু' বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, 'চোর' বলিলে তাহার সহিত হাতাহাতি না করিয়া ছাড়ে না। তাহার চাল নাই, চুলা নাই, রাত্রে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। সে কিন্তু সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, কারণ সে মুক্ত—

সে বাতাসের মত স্বাধীন। যদিও পিতা মাতা তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করিয়াছিল; সে একেবারে তাহাদিগকে বিস্মৃত হয় নাই। প্রাণের টানে বালক প্রত্যেক মাসে একবার দুইবার করিয়া জনক-জননীকে দেখিতে যাইত। পারিসের উপকণ্ঠে একটী দরিদ্র-বস্তীতে, একখানি জীর্ণ কুটীরে তাহারা থাকিত। বালক মাঝে মাঝে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত। পিতামাতা ছাড়া বালকের আর দুইজন আপনার লোক ছিল; সে দুইটী তাহার সহোদরা। দুই ভগ্নীই যুবতী। দুইজনেই অবিবাহিতা। এই দরিদ্র পরিবারটী যখন আসিয়া এই কুটীর ভাড়া লয় সেই সময় তাহাদের নাম "জনড্রেট" বলিয়া পরিচয় দেয়। আশে পাশের লোকে তাহাদিগকে "জনড্রেট" পরিবার বলিয়াই জানে। পারিসের রাস্তায় বালক "গাভরোক্" বলিয়া পরিচিত।

জনড্রেট পরিবার যে কুটীরে বাস করে তাহার পার্শ্বেই আর একটী কুটীর আছে। মসিও মেরিয়াস নামে একটী দরিদ্র যুবক এই কুটীরখানি ভাড়া লইয়া বাস করেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মসিও মেরিয়াস্ কে?

যুগান্তকারী ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় যে সকল বীরপুরুষ বিক্রম-কেশরী নেপোলিয়নের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-লাঞ্ছিত বিশ্ববিজয়িনী বৈজয়ন্তীতলে সমবেত হন—যাঁহাদের অমর কীর্ত্তি ওয়াটারলুর শোণিত-সিক্ত ইতিহাসের পত্রে আজিও জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, শত্রু-পক্ষীয়গণ যাঁহাদিগকে "দস্যু" "রাজদ্রোহী" এই কলঙ্কিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন, মসিও পণ্টমারসি তাঁহাদেরই অন্যতম। মসিও পণ্টমারসি দরিদ্র-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় স্বাবলম্বন ও সততায় উচ্চতম সৈনিক কর্ম্মচারীর পদ লাভ করিলেন। মুক্ত অসি হস্তে অরিন্দম গার্ড সৈন্যদলের অগ্রে থাকিয়া তিনি মিলিত প্রুসিয়ান ও ইংরাজ-ব্যূহের ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অরাতির অস্ত্রচিহ্নে পণ্টমারসির সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত হইল। এম্পারার নেপোলিয়ন উন্মুক্ত কৃপাণকর চারিপাঁচজন শত্রুকর্ত্তৃক এক সঙ্গে আক্রান্ত হইলেন। মসিও পণ্টমারসি ক্ষিপ্র-করে তরবারি সঞ্চালন করিয়া তাহাদের দুইজনকে নিপাতিত করিলেন। এমন সময় অরাতির খড়্গাঘাতে তাঁহার তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। সেই অবসরে আর একজন সজোরে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিল। সেই গুরু আঘাতে পণ্টমারসি অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। এম্পারার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "কর্ণেল পণ্টমারসি! আপনি আজি হইতে ব্যারণ হইলেন, এবং "লিজন্ অফ অনার" নামক গৌরবান্বিত পদবীতে ভূষিত হইলেন।"

মৃতকল্প পণ্টমারসি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "সায়ার ! (পিতা) আমার বিধবা পত্নীর পক্ষ হইতে আপনকে ধন্যবাদ দিতেছি।" তাহার পরে লুণ্ঠনকারী থেনার্ডিয়ারের সাহায্যে যেরূপে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্রাট নেপোলিয়ন মসিও পণ্টমারসিকে গৌরবান্বিত পদবীতে ভূষিত করিলেন বটে কিন্তু তাহা ভোগ করা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সম্রাট নেপোলিয়ন বিজিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবন-বংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মসিও পণ্টমারসি সৈনিকের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ভার্ণন্ নগরীতে যাইয়া একটী উদ্যান-বাটিকা ক্রয় করিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সেই খানেই কাটিয়া গেল।

মসিও পণ্টমারসির সহিত তাঁহার শ্বশুর মসিও জিলনরম্যাণ্ডের রাজনৈতিক মতদ্বৈধ প্রথম হইতেই ছিল। ক্রমে মসিও পণ্টমারসি যতই বিপ্লববাদীদিগের মত সমর্থন করিতে লাগিলেন মসিও জিল নরম্যাণ্ড ততই তাঁহার উপর চটিতে লাগিলেন। অবশেষে মসিও পণ্টমারসি যখন গিয়া নেপোলিয়নের সৈন্যদলভুক্ত হইলেন, তখন বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার অগাধ সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পণ্টমারসি পাইবেন না। পণ্টমারসির পত্নী, জিলনরম্যাণ্ডের কন্যা ইতিপূর্ব্বেই একটী শিশুপুত্র রাখিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। মসিও জিল্নরম্যাণ্ড আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পণ্টমারসি যদি তাঁহার পুত্রকে তাঁহার সহিত লইয়া যান কিম্বা তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন তাহা হইলে তাঁহার দৌহিত্রও তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে

বঞ্চিত হইবে। পিতা পুত্রের ভবিষ্যতের মুখের দিকে চাহিয়া অপত্য-স্নেহকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। মেরিয়াস পণ্টমারসি মাতুলালয়ে মাতামহের শাসনাধীনে ও কর্ত্তৃত্বে পরিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। পিতা জীবিত থাকিয়া, পাছে পুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাহার কোন সংবাদ লইতে পারিতেন না, পুত্র ইচ্ছাসত্বেও পাছে মাতামহ কুপিত হন এই ভয়ে পিতার নিকট পত্রাদি লিখিতে পারিতেন না। ১৮২৭ সালে মেরিয়াস সপ্তদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি আইন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতামহ একখানি পত্র হস্তে লইয়া আসিয়া কহিলেন "মেরিয়াস, কালি প্রাতেই তুমি ভারনন্ অভিমুখে যাত্রা করিবে।" মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"তোমার পিতাকে দেখিবার জন্য।"

মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁহার মাতামহ যে নিজ হইতে কোন দিন তাহাকে তাহার পিতার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন ইহা স্বপ্নেরও অতীত।

মসিও জিলনরম্যাণ্ড কহিলেন "বোধ হয়, তোমার পিতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই তোমাকে একবার দেখিতে তাহার ইচ্ছা। ভোর ছয়টার সময় ভারনুনের দিকে একখানি ডাকগাড়ী ছাড়ে। তুমি কল্য প্রাতের সেই গাড়িতেই যাইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড পত্রখানি মুড়িয়া মুড়িয়া আবার পকেট মধ্যে ফেলিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য মেরিয়াসের হৃদয় যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইয়া উঠিল। মাতামহের অনুমতি পাইলে, তিনি রাত্রির গাড়িতেই চলিয়া যাইতে পারিতেন। পরদিন প্রাতে গিয়া পিতাকে দেখিতে পাইতেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মেরিয়াস ভারননে উপস্থিত হইলেন। রাস্তার লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইয়া মসিও পণ্টমারসির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবলে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন "মসিও পণ্টমারসি কি বাড়ীতে আছেন ?" স্ত্রীলোকটি সে কথায় কোন উত্তর দিল না। মেরিয়াস্ আবার বলিলেন "এটী কি তাঁহারই বাড়ী।" এইবার স্ত্রীলোকটী ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ।"

"আমি কি তাঁহার সহিত একটু কথা কহিতে পারি না ?"

"না।"

"কেন ? আমি তাঁহার পুত্র। তিনি আমাকে দেখা করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

"তিনি আর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন না।"

মেরিয়াস্ দেখিলেন স্ত্রীলোকটী রোদন করিতেছে। সে মেরিয়াস্কে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। মেরিয়াস কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দৃ[শ্য] দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কক্ষে ম্যাণ্টেল-পিসের উপর বাতিদানে একটী বাতি জ্বলিতেছে গৃহে তিনজন পুরুষ রহিয়াছেন। একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একজ[ন] জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। অপর ব্যক্তি ঘরের মেজে শুইয়া আছেন। যিনি শুইয়া আছেন তিনিই কর্ণেল পণ্টমার্সি। অ[পর] দুই জনের একজন ডাক্তার ও অপর ব্যক্তি পাদরি।

তিন চারি দিন পূর্ব্বে পণ্টমার্সি সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হ[ন।] গতিক খারাপ বুঝিয়া তিনি পুত্রকে একবার শেষ দেখা দেখিবার ইচ[্ছা] করেন। এই তিন দিন তিনি উৎসুক ভাবে কেবল তাঁহারই অপে[ক্ষা]

করিয়াছিলেন। আজ প্রাতে বিকারের ঘোরে তাঁহাকে কিছুতেই বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে পারা গেল না। তিনি উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন "আমার পুত্র এখনও আসিল না, যাই আমিই তাহার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসি।" এই বলিয়া যেমন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন অমনি ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্তান-বৎসল পিতার অক্ষিকোণে দুই কোঁটা অশ্রু এখনও শুকায় নাই। সেই মরণ-পাণ্ডুর বদনমণ্ডলে দুইবিন্দু অবিকৃত অশ্রু এখনও তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের শেষ সাক্ষ্য দিতেছে। বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি পিতার মৃতদেহ পানে মেরিয়াস্‌ বাষ্পাকুলিত নয়নে যতই চাহিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন পিতা!—ইহারই স্নেহ হইতে তিনি আজীবন বঞ্চিত। আর তাঁহার মাতামহ-ই ইহার মূল।

পণ্টমার্‌সির সম্পত্তি বড় কিছুই ছিল না। তাঁহার অস্থাবর যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া কোন মতে অন্ত্যেষ্টির খরচ নির্ব্বাহিত হইল। দাসী শয্যারচনা করিতে করিতে মৃতের উপাধান-তলে এক টুকরা কাগজ পাইয়াছিল। সে মেরিয়াস্‌কে তাহাই আনিয়া দিল। সেই কাগজ খানিতে লেখা ছিল "আমার পুত্রের জন্য :—ওয়াটার্লুর সমর-ক্ষেত্রে সম্রাট আমাকে ব্যারণ উপাধি দিয়াছিলেন। বুরবণ রাজগণ আমার সে পদবী স্বীকার করিতে চাহেন না। আমি হৃদয়ের শোণিত-বিনিময়ে সেই সম্মান ক্রয় করিয়াছিলাম, আমার পুত্র তাহা ভোগ করিবে। সে অবশ্য সেই সম্মানের উপযুক্ত হইবে।" অপর পৃষ্ঠে লেখা ছিল "এই ওয়াটারলু রণক্ষেত্রেই একজন সারজেণ্ট আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নাম থেনার্ডিয়ার। শুনিতে পাই—তিনি পারিসের নিকটবর্ত্তী মণ্টফার্‌মিল বা কাছাকাছি কোন স্থানে

একটী হোটেল খুলিয়াছেন। যদি আমার পুত্র কখনও তাঁহার দেখা পায় তবে সে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।"

মেরিয়াস্ দুইদিন ভারননে থাকিলেন। পিতার মৃত দেহের সৎকার করিয়া, তৃতীয় দিনে আবার পারিসে ফিরিয়া আসিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

---:o:---

মেরিয়াস সংসার-অর্ণবে একা।

এই সময় হইতেই মেরিয়াসের কার্য্যকলাপে একটা বিষম ভাবান্তর লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি স্কুলে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিলেন। বিষণ্ণ মনে সর্ব্বদাই পাঠাগারে বসিয়া থাকিতেন। আইনের পুস্তক বড় একটা পড়িতেন না। রাত দিন তাঁহাকে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে দেখা যাইত। সহস্র কার্য্য থাকিলেও মাসে দুইবার তিনবার তিনি ভারননে ছুটিয়া যাইতেন এবং মৃত পিতার সমাধির পার্শ্বে দুইফোঁটা বিষাদের অশ্রু ফেলিয়া আসিতেন। এই ভাবান্তর মসিও জিলনরম্যাণ্ডের চক্ষু এড়াইল না। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন মেরিয়াস পিতামহের নিকট দুইদিনের বিদায় লইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন, তাহা কিছুই বলিয়া গেলেন না। যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে তাঁহার পকেট হইতে একখানি কাগজ সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা দাসী সোপান-সম্মার্জ্জন করিতে করিতে সেখানি কুড়াইয়া পাইয়া সেখানি আনিয়া বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ডের হাতে দিল। বৃদ্ধ চসমা চোখে দিয়া সেখানি পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল "আমার পুত্রের জন্য :—ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্রে সম্রাট আমাকে ব্যারণ উপাধি দিয়াছিলেন। বুবরন্ রাজগণ আমার সে পদবী স্বীকার করিতে চাহেন না। আমি হৃদয়ের শোণিত-বিনিময়ে এই সম্মান ক্রয়

করিয়াছিলাম। আমার পুত্র তাহা ভোগ করিবে। সে অবশ্য এই সম্মানের উপযুক্ত হইবে।" জিলনরম্যাণ্ডের বার্দ্ধক্য-জড় হৃদয়ে, শিরায় উপশিরায় যেন তীব্র গরল ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন। "এ সেই নরঘাতকেরই হস্তাক্ষর বটে!" তখনই ভৃত্যকে কহিলেন "এখনই এই কাগজ খানি এ স্থান হইতে সরাইয়া ফেল।" বৃদ্ধ তীব্র বিষধর সর্পজ্ঞানে কাগজের টুক্‌রাটীকে কক্ষতলে ছুড়িয়া ফেলিয়াদিলেন।

দুইদিন পরে মেরিয়াস বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড তাহাকে আপনার কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন। অত্যন্ত পরুষ-স্বরে দৌহিত্রকে কহিলেন "মেরিয়াস! না—না—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম—তুমি যে এখন ব্যারন্—ভিক্ষুকের পুত্র—ব্যারন্!—এ সমস্ত কি?" মৃত পিতাকে এই ভাবে অভিহিত করায় মেরিয়াস মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন "মাতামহ! ক্ষমা করিবেন। আমার পিতা ভিক্ষুক ছিলেন না। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন। এবং তিনি বরাবর বীরের ন্যায় ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের সেবা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোনই অপরাধ ছিল না। তাহার অপরাধের মধ্যে তিনি প্রজাতন্ত্রকে পরমমঙ্গলময় দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেন—তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন।" এই স্পষ্ট উত্তর পাইয়া জিলনরম্যাণ্ড বজ্রাহত হইলেন। তিনি কহিলেন "মেরিয়াস! তোমার পিতা কি ছিলেন আমি জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। তবে তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ যে তুমি যেমন ব্যারন্ আমার ঐ ছটী জুতাজোড়াও সেই রকম ব্যারন্। আর যাহারা রোবস্পিয়ার কিম্বা বুয়োনাপার্টির চেলা তাহারা রাজদ্রোহী পিশাচ—তাহারা কাপুরুষ, ওয়াটারলু ক্ষেত্রে তাহারা প্রুসিয়দিগের ও ইংরাজের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া বাঁচিয়াছে। যদি তোমার পিতা সেই দলের একজন হন্, তবে তিনিও তাই।"

মেরিয়াসের সর্ব্ব শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। তিনি কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মস্তিকের মধ্যে আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার স্বর্গ-গত পিতার নিন্দা! কিন্তু কি করিবেন? কাহার উপর প্রতিশোধ লইবেন? একদিকে মৃত পিতা—অন্যদিকে বৃদ্ধ মাতামহ। একদিকে পুণ্যময় সমাধি—অন্যদিকে শুভ্রকেশ। তিনি উন্মত্তের মত টলিতে টলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রোধোন্মত্ত বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিল "তুমি এখনই আমার বাটী হইতে দূর হও। তোমার ন্যায় ব্যারন্‌ ও আমার ন্যায় দরিদ্র এক গৃহে বাস করা অসম্ভব।" মেরিয়াস্‌ সেই অবস্থাতেই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পকেটে ত্রিশ ফ্র্যাঙ্ক এবং ঘড়ী ও চেন ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাস্তায় বাহির হইয়া মেরিয়াস ঘণ্টা হিসাবে একখানি ক্যাব ভাড়া লইলেন এবং "পেজ লাটিন" অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইতে কোচম্যান্‌কে আদেশ দিলেন।

—

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কে এই সুন্দরী?

মেরিয়াস পণ্টমারসি দারুণ ক্রোধে ও অভিমানে মাতামহের আলয় রত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু কোথায় যে যাইবেন তাহার কিছুই নতা ছিল না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া পারিসের এ মহল্লায় ও ল্লায় বাসা খুঁজিয়া বেড়াইয়া শেষে নগরের উপকণ্ঠে একটা জীর্ণ ড়াটিয়া বাসা-বাটীর একটী কক্ষ ভাড়া করিলেন। ব্যারিষ্টারি সায়ের উপর তাঁহার অনুরাগ বড় ছিল না। তিনি ইংরাজী, জারমান ভৃতি অনেকগুলি বৈদেশিক ভাষা জানিতেন। সমপাঠী-বন্ধুগণের হায্যে এবং নিজ যত্নে তিনি দুই চারিজন পুস্তক প্রকাশকের সহিত লাপ করিয়া লইলেন; এবং তাঁহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিয়া পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিতে লাগিলেন তাহাতেই কোন প্রকারে হার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

মেরিয়াস্ যে কক্ষে থাকিতেন, ঠিক তাহার পার্শ্বের কুঠুরীতেই দ্র জন্‌ড্রেট্ পরিবার বাস করিত। এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখের হিনী শ্রবণ করিয়া মেরিয়াস এক এক দিন কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং ড়ীওয়ালীর হাত দিয়া তাঁহার শক্তিতে যাহা কুলাইত সেইরূপ সাহায্য ন তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। মেরিয়াস এই সাহায্য দান রিয়া কোন দিন ধন্যবাদের প্রত্যাশা করিতেন না। এই দরি রবারের সকলেই মেরিয়াসের নাম জানিত এবং তাঁহার দি

কৃতজ্ঞ ছিল। মেরিয়াস এই জনড্রেট্ পরিবারের সকলেরই মুখ চিনিতেন কিন্তু জনড্রেট্ পরিবারের কেহই মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে সাহসী হইত না, মেরিয়াসও অনাবশ্যক জ্ঞানে তাহাদের কাহারও সহিত কথাটী পর্য্যন্ত কহিতেন না।

দিবাভাগে সমস্তক্ষণ মেরিয়াস আপনার কক্ষে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি লকসেমবার্গ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মেরিয়াস এই উদ্যান মধ্যে একটা গার্ডেন-সিটের একাংশে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধ একটী রূপসী ষোড়শীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ [illegible] করিতে আরম্ভ করিলেন। মেরিয়াসের সহিত ষোড়শীর [illegible] হইবামাত্রই কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে [illegible] উঠিল। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত রমণীকে [illegible] ব্যাকুলভাবে সেই-সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানিকে দেখিতে লাগিলেন। রমণীও এক একবার তাহার বসোরা গোলাপের মত [illegible] মুখখানি তুলিয়া বঙ্কিম দৃষ্টিতে মেরিয়াস্‌কে দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ ও ষোড়শী হাত ধরাধরি করিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মেরিয়াস কিছুক্ষণ উদ্যানমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় পরিক্রমণ করিয়া শেষে রাত্রি একটু অধিক হইলে বাসায় ফিরিয়া গেলেন। পরদিন মেরিয়াস সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে যাইয়াই লকসেমবার্গ উদ্যানে তাহার নিরূপিত আসনে বসন পূর্ব্বক উদ্‌গ্রীব হইয়া রমণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ঠিক পরেই বৃদ্ধ ও ষোড়শী আসিয়া তাহাদের সেই

আসনে উপবেশন করিলেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল, কেবল চোখের মিলন ভিন্ন প্রণয়ী-যুগল আর যেন অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই যুবক-যুবতী যে পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ যেন তাহা বুঝিয়া লইল। এখন আর তাঁহারা প্রতিদিন সান্ধ্য ভ্রমণে আসিতেন না। কিছুদিন পরে একেবারেই তাঁহাদিগকে আর লুকসেনবার্গ উদ্যানে দেখা গেল না। মেরিয়াসও নিষ্ফল আশায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উদ্যানে আসিয়া বসিতেন। কিন্তু শেষে হতাশ হইয়া একেবারে উদ্যান-ভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ত্রিত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী ইপোনাইন্।

মেরিয়াস এখন আর বড় একটা বাড়ীর বাহির হন্ না। মানসিক অশান্তিতে তাঁহার শরীর বড়ই খিন্ন হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার কুটীর-সম্মুখে পথে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী যুবতী ছুটিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার গায়ে ধাক্কা লাগিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে মেরিয়াস দেখিলেন যে যুবতীদ্বয়ের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকে টুপী নাই, চুলগুলি আলুথালু, পরিধানের বসন ছিন্ন ও মলিন, পদদ্বয় নগ্ন। দৌড়িয়া পলাইতে পলাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছিল "আর একটু হ'লেই পাহারাওয়ালা আমাদিগকে ধরেছিল আর কি!" যুবতীদ্বয় পলাইয়া গিয়া ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেরিয়াস তাঁহার নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। সুতরাং অন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তাঁহার লক্ষ্যই হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ রাস্তায় পাইচারি করিতে লাগিলেন। সহসা একটি পুলিন্দা তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি সেটী কুড়াইয়া লইয়া ভাবি-লেন যে—হয়ত এটী সেই পলায়নপরা যুবতীদিগের পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্যাকেটটী লইয়া আপন কুটীরে প্রবেশ করিলেন, আলোক জ্বালিয়া প্যাকেটটী খুলিলেন। তাঁহার ধারণা যে প্যাকেট-মধ্যে কোন কাগজ পত্র থাকিতে পারে, যদ্বারা ইহার মালিকের সন্ধান সম্ভবপর হইতে পারে। প্যাকেটটী খুলিয়া মেরিয়াস দেখিলেন যে তাহাতে চারিখানি খোলা এন্‌ভেলোপে ভরা চারিখানি পত্র।

প্রথম পত্রখানি এই :—

াাডাম লা মারকুইস্!

দরিদ্রের প্রতি দয়া এবং তাহাদের অভাব পূরণই সংসারে প্রকৃত ম্ম। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই হতভাগ্য স্পানীয়ার্ডের উপর একটু রুণা করুন। সে সমাজের উন্নতি-কল্পে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া এক্ষণে ঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহার পক্ষে স্ত্রী পুত্র লইয়া দিন জবানও কষ্টকর। তাহার প্রার্থনা বোধ হয় অপূর্ণ যাইবে না।

একান্ত অনুগত

ডন অ্যালভারেজ

স্পেনীয় অশ্বারোহী সেনাদলের

কাপ্তেন।

পুঃ—আমি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পথ খরচের অভাবে ফ্রান্সে াটকাইয়া বসিয়া আছি।

এই পত্রখানিতে প্রেরকের স্বাক্ষর পাইলেন বটে কিন্তু তাহার ঠিকানা ইলেন না। দ্বিতীয় পত্রখানিতে ঠিকানা পাইবার আশা করিয়া সে নি খুলিয়া পড়িলেন। সেখানি এইরূপ :—

ম্যাডাম লা কমটেস্ ডি মণ্টভার্নেট্, ৯নং রু কাসেট।

াদয়া!

আমি ছয়টী সন্তানের অনাথিনী জননী। আমার সকলের টি ছেলেটী এই আট মাসের। এই আট মাস হইতেই মার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। মার নিজের এবং এই কয়টী বালক-বালিকার ভরণ-পোষণোপযোগী

কিছুই আমার নাই। আপনি সাহায্য না করিলে আমরা অনশনে মারা পড়িব। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করিবেন।

আপনাদের চিরাশ্রিতা
আনটইনেট্ বেলিজ্যার্ড

মেরিয়াস তৃতীয় পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। তাহা এই :
মসিও প্যাকুরগো
ইলেক্টর, পাইকারি টুপী-বিক্রেতা।
রু সেণ্ট ডেনিস্।

মহাশয়!

সাহিত্যসেবীগণের আপনি পরম বন্ধু ও তাহাদের সাহায্য-কল্পে আপনি চিরদিনই মুক্তহস্ত। তাই এই দরিদ্র নাট্যকার আজ ভিখারীভাবে আপনার দ্বারে সমুপস্থিত। আমি একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া তাহা অভিনয়ের জন্য "থিয়েটার ফ্রাঙ্কেতে" পাঠাইয়াছি। থিয়েটারের অধ্যক্ষও আগ্রহের সহিত তাহা তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় করিবেন বলিয়াছেন। নিয়তির দুর্ব্বোধ্য নিয়মে স্বরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর বিবাদ প্রবাদেও প্রচলিত আছে। আমিও নিতান্ত দরিদ্র।

মসিও প্যাকুরগো! আপনার নাম শুনিয়া আমার কন্যাকে এই পত্রবাহিকারূপে আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানে কৃতার্থ করিবেন।

চিরানুগত
জেনফ্লো
সাহিত্যসেবী

মেরিয়াস চতুর্থ পত্রখানিও খুলিলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—

সেণ্ট জ্যাকেস্ চার্চ্চের মহানুভব ভদ্রলোক!

মহানুভব!

আমি আপনার নাম অবগত নহি। কিন্তু দানে আপনার মুক্তহস্ত সর্ব্বজন-বিদিত। আপনি যদি একবার আমার কন্যার সহিত এই দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করেন তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন যে আমরা কি ভাবে আছি। নিয়তি কাহারও উপর মুক্ত-হস্ত, কাহারও উপর খড়্গ-হস্ত। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। তিন চারিটী বালক-বালিকা লইয়া আমরা স্ত্রী পুরুষে অনাহারে মরিতেছি। দরিদ্রের বন্ধু! একবার আসিয়া এই দীন পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবেন।

অনুগত

পি ফ্যাবাণ্টো

নাট্যকার।

চিঠি চারিখানি প'ড়িয়া মেরিয়াস্ তাহার লেখকের কোন পরিচয়ই পাইলেন না। লেখকের ঠিকানাও কোন খানেই নাই। তবে হস্তাক্ষর, লিখন-ভঙ্গি ইত্যাদি দেখিয়া মেরিয়াস্ ঠিক বুঝিলেন যে ডন্ আলভারেজ, মাডাম বেলিজার্ড, কবি জেনফ্লো ও নাট্যকার ফ্যাবাণ্টো এই চারি ব্যক্তিই এক। কে এই পত্র-চতুষ্টয়ের লেখক সেই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস মেরিয়াস্ নিষ্ফল ও অনর্থক সময়-ক্ষতিকর মনে করিয়া, তিনি পত্রগুলি টেবিলের এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতরাশ সমাপন-পূর্ব্বক মেরিয়াস্ লিখন পঠনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। মেরিয়াস্ কহিলেন "দ্বার খোলা আছে,—ভিতরে

আসুন।” তাঁহার অনুমতি পাইয়া একজন যুবতী গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবতীর দেহ শীর্ণ ও অনাহার-ক্লিষ্ট, তাহার পরিধানে একটী জীর্ণ শেমীজ ও ছিন্ন পেটিকোট। যুবতী শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। দেখিবামাত্র মেরিয়াস্ চিনিলেন যে—সে জন্‌ড্রেট-দুহিতা। তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি চান্ মিস্!” যুবতী কহিল “আপনার নামে একখানি চিঠি আছে। এই লউন—মসিও মেরিয়াস্!” মেরিয়াস্ চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন। তাহাতে লেখা আছে:—

মহানুভব যুবক!

আমাদের এই দরিদ্র পরিবারের উপর আপনার যে অকৃত্রিম দয়া আছে, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। সেইজন্য পরমেশ্বরের নিকট আমরা স্ত্রী-পুরুষে নিয়ত আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি। মহাশয়! আজ দুই দিন হইতে আমরা সপরিবারে অনাহারে কাটাইতেছি। আমার কন্যার মুখে সমস্ত শুনিবেন এবং দয়া করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দানে, আমাদিগকে অনাহার-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন।

চিরানুগত

জনড্রেট্

গত রজনীতে প্রাপ্ত চিঠিগুলি সম্পর্কীয় রহস্য-উদ্ঘাটন-কল্পে এই পত্রখানি উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তির কার্য্য করিল। এই পত্রের হস্তাক্ষর যাহার অপর চারিখানি পত্রের হস্তাক্ষরও তাহার-ই। এই পাঁচখানি পত্রের লেখক সেই একই ব্যক্তি—মেরিয়াসের পার্শ্বের ঘরের ভাড়াটিয়া জনড্রেট্। তবে জনড্রেট্ও তাহার প্রকৃত নাম কি না তাহা বিষম সন্দেহের বিষয়।

মেরিয়াস যে সময়ে সেই রহস্যময় পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন সেই সময়ে যুবতী মেরিয়াসের কক্ষ-স্থিত সমস্ত জিনিস্-পত্র উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া

দেখিতেছিল এবং তাঁহার কোটের প্রত্যেকটি পকেট হাতড়াইয়া দে-ছিল। মেরিয়াস্ তখন চিন্তামগ্ন। জনড্রে ট-দুহিতা কি করিতেছে দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না।

মেরিয়াসের টেবিলের উপর একখানি পুস্তক খোলা ছিল। জনড্রে ট-কন্যা সহসা টেবিলের নিকট গিয়া সেই খানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। "জেনারল বোঁডুইন্ আদেশ পাইলেন যে পাঁচ দল সৈন্য লইয়া তুমি এখনই ওয়াটারলু ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্থিত স্যাটো-অব-হুগোমণ্ট যাইয়া দখল কর।" ওয়াটারলুর নাম পড়িয়াই যুবতী বলিল "মসিও মেরিয়াস্! আমি ওয়াটারলুর যুদ্ধের কথা সব জানি। আমার পিতা সেই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য-দলে সারজেন্টের কার্য্য করিতেন। আমরা বোনাপার্টির দলের লোক।" যুবতী পুস্তক বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি সাদা কাগজ টানিয়া লইল এবং লিখিল "পুলিসের লোকজন এখানে আসিয়াছে।" লিখিয়া কাগজখানি মেরিয়াস্‌কে দিয়া যুবতী বলিল "দেখুন মসিও মেরিয়াস্! আমার হস্তাক্ষর কেমন সুন্দর ও নির্ভুল। আমরা দুই ভগ্নীই বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। আমাদের অবস্থা আগে এমন ছিল না।" যুবতী এই বলিয়া চুপ করিল। তাহার কাচের মত জ্যোতির্হীন চক্ষু মেরিয়াসের মুখের দিকে নিবদ্ধ করিয়া আবদার ও যন্ত্রণা-মিশ্রিত স্বরে যুবতী কহিল "মসিও মেরিয়াস্! আপনি জানেন কি—আপনি দেখিতে খুব সুন্দর!" মেরিয়াস্ যুবতীর সে প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি কহিলেন "মিস্! ঐ দেখ—টেবিলের উপর একটা প্যাকেট রহিয়াছে, উটি বোধ হয় তোমাদের। কাল রাত্রিতে আমি উটি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি।" প্যাকেট্‌টি দেখিয়াই যুবতী একেবারে আনন্দে করতালি দিয়া কহিল "কাল রাত্রে তাড়াতাড়িতে আমরা ঐ প্যাকেটটি হারাইয়াছিলাম। কিছুতেই

আসুন ...ই নাই। তাহাহইলে, মসিও মেরিয়াস্! কাল আপনারই গায়ে ...মাদের ধাক্কা লাগিয়াছিল।" এই কথা বলিয়া সে সেণ্ট জ্যাকেস চার্চের ভদ্রলোকের নামের যে চিঠিখানি ছিল সেই খানি খুলিয়া বলিল "ঠিক কথা— এখন গেলেই বুড়োর সঙ্গে ঠিক দেখা হবে। কিছু আদায় করা যাবে।" আবার একগাল হাসি হাসিয়া যুবতী কহিল "বুঝিতে পারিলেন কি মসিও মেরিয়াস্!—আমি সকালেই কি জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।" মসিও মেরিয়াস ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এ পকেট ও পকেট খুঁজিয়া পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক ও ষোল স্যু পাইলেন। ইহাই মাত্র তাঁহার সম্বল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন ষোল স্যুতে আমার আজিকার খরচ চলিবে। কল্যের বন্দোবস্ত কল্য নিজেই করিবে। মেরিয়াস্ ষোল স্যু রাখিয়া পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক যুবতীকে দান করিলেন। যুবতী আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল "পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক!—মেরিয়াস্! তুমি বেশ লোক! আমরা আজ খুব পেট ভরিয়া খাইব। যুবতী তাহার ছিন্ন সেমিজ টানিয়া গলার উপর উঠাইয়া দিয়া মেরিয়াস্কে একটী দীর্ঘ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল "যাই—এখনই গিয়া বুড়ো সওদাগরকে পাকড়াও করিতে হইবে।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

জনড্রেটের ফাঁদ।

জনড্রেট-দুহিতা চলিয়া গেল। মেরিয়াসের কুটীর ও জনড্রেটের কুটীরের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটী পাতলা কাঠের বেড়া, উপরে পলস্তরা করা। জনড্রেটের অবস্থা এত দিন মেরিয়াস্ মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। আজ তাহা জানিবার জন্য কি জানি কেন তাঁহার কৌতুহল জন্মিল। বেড়ার উপরে একস্থানে পলস্তরা খসিয়া গিয়া একটি ছিদ্র হইয়াছে। মেরিয়াস্ চেয়ারের উপর পা দিয়া, দেরাজের উপরে উঠিয়া, সেই ছিদ্র-পথে জনড্রেটের কক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেরিয়াস্ও অর্থশালী ছিলেন না। তাঁহার গৃহও দারিদ্র্য-সূচক কিন্তু জনড্রেটের কক্ষ দারিদ্র্য-জনিত কদর্য্যতার শেষ সীমা, ধূলি ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ, অন্ধকার, পূতিগন্ধময় বায়ু-চলাচল-বিহীন ও অপরিচ্ছন্ন। কক্ষের আসবাবও তদনুরূপ, একখানি ছিন্নাসন চেয়ার, একটি ভগ্নপদ টেবিল, কয়েকখানি মলিন চীনামাটির বাসন, দুইখানি জীর্ণ খট্টা। দেয়ালে কাল রংয়ের ফ্রেমে আঁটা একখানি ছবি। ছবিখানি এই রূপ। একটী সুন্দর সুপ্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একটী সুন্দরী নিদ্রা যাইতেছে। আকাশে একটী ঈগল পক্ষী উড়িতেছে। তাহার চঞ্চুতে একটী রাজমুকুট। ছবির পশ্চাদ্দেশে নেপোলিয়ন। তাঁহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় জ্যোতি! ছবির নিম্নে লিখা আছে:—

ম্যারিনগো

অসটারিটস্

জেনা

ওয়াগ্‌র্যাম

এলট্‌

খট্টার উপর একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটীর বয়স প্রায় ষাট্‌ বৎসর তাহার পরিধানে একটী স্ত্রীলোকের সেমিজ। লোকটী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ দেখিলেই বোধ হয় নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। তাহার মুখে একটী পাইপ্‌ ঘরে, রুটীর টুকরাটি নাই বটে কিন্তু তাম্রকূটের অভাব বা অস্বচ্ছলতা নাই প্রায় চত্বারিংশ-বর্ষ বয়স্কা একটী স্থূলকায়া রমণী কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই তেছে। ইনিই জনড্রেটের সহধর্ম্মিণী। মেরিয়াস্‌ এই দৃশ্য দেখিয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিতা জনড্রেট-দুহিত ছুটিতে ছুটিতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং পিতাকে কহিল "বাবা! তিনি আসিতেছেন।"

পিতা কহিল "কে? সেণ্ট জ্যাকেস্‌ চার্চ্চএর সেই বুড়ো লোকটী?"

"হাঁ!—তিনি এখনি আস্‌বেন্‌। ভাড়া গাড়ী করে তিনি আস্‌ছেন্‌।"

"সে গাড়ী করে আসছে বল্‌ছিস্‌—তা হলে তুই তার আগে এসে পৌছুলি কি করে? যা হক—তাকে আমাদের ঠিকানা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিস ত? বলে দিয়েছিস তো যে একেবারে শেষের দরজা।"

"আমি সব ঠিক বলে দিয়েছি গো কর্ত্তা!—ঠিক বলে দিয়েছি—আমাকে আর তোমার শিখাতে হবে না। ঐ শোন আমাদের দরজায়ই গাড়ী এসে লাগ্‌ল।"

জনড্রেট তাড়াতাড়ি কহিল "গিন্নি, গিন্নি, চিমনীর আগুনটা নিবিয়ে ফেল—আর তুমি গিয়ে বিছানার শুয়ে পড়ে কোঁকাতে আরম্ভ কর। যাও শীঘির যাও। জনড্রেট-পত্নী হতভম্ব হইয়া গেল। জনড্রেট তাড়াতাড়ি

উঠিয়া কলসী হইতে খানিকটা জল লইয়া চিমনিতে ঢালিয়া দিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। জনড্রেট তাহার জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে কহিল "শিবিবর চেয়ারের বসবার জায়গাটা ছিঁড়ে ফেল্।" জনড্রেট-কন্যা পিতার আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না দেখিয়া, জনড্রেট নিজেই উঠিয়া এক লাথিতে চেয়ারের বেতের আসনটা ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত-শব্দ শ্রুত হইল। একজন বৃদ্ধ ও একটি ষোড়শী যুবতী আসিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াস্ তখনও সেই একভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিদ্রপথে সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে যাহা দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন না, যে তাহা সত্য না স্বপ্ন।

সেই লক্সেমবার্গ উদ্যানে, প্রথম দর্শনেই মেরিয়াস্ যাঁহার পায় কায় মন প্রাণ বিকাইয়াছেন, যাঁহাকে দর্শন-মাত্র মেরিয়াসের হৃদয় ভাবরসে গলিয়া যায়, যাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুল্লসরোরুহের ন্যায় সদা হাস্যময় —মেরিয়াসের সাধনার ধন—কি তাঁহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন? তাই আজ তাহার পদার্পণে দরিদ্রের কুটীর পবিত্র করিতে আসিয়াছেন।

বৃদ্ধ কুটীরে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীর অথচ সহাস্য বদনে জনড্রেটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঐ পার্শেলটা আপনাদের জন্যই আনিয়াছি। উহার মধ্যে নূতন পরিধেয়, পশমী মোজা ও কম্বল আছে।"

জনড্রেট কহিল "আপনি নিশ্চয় স্বর্গের দেবতা।"

জনড্রেট আস্তে আস্তে তাহার কন্যার কাণের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃদ্ধের নিকট কি নাম স্বাক্ষর করা চিঠিখানা দিয়েছিলি?" কন্যা পিতার কাণে কাণে চুপি চুপি কহিল

"ফ্যাবান্‌টো।" ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই জনড্রেট সেটা জানিয়া লইয়াছিল। কারণ পর মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধ আগন্তুক কহিল "আমি দেখিতেছি বাস্তবিকই আপনার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় মসিও" জনড্রেট টপ করিয়া আগন্তুকের কথা পূরণ করিয়া দিল "ফ্যাবান্‌টো" আগন্তুক কহিল "মসিও ফ্যাবান্‌টো! ঠিক—তাই বটে—আপনার নাম আমার মনে আছে।"

জনড্রেট কহিল এক সময়ে আমি একজন খুব বড় অভিনেতা ছিলাম। আমি টাল্‌মার ছাত্র। ভাগ্যলক্ষ্মী এক সময়ে আমার উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। এখন তিনি তেমনই বিরূপ হইয়াছেন। দেখুন—হে আমার উপকারক বন্ধু! একবার চাহিয়া দেখুন—আমার গৃহে এক টুকরা রুটী নাই, এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি নাই। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমার শিশুগণ অনাহারে মরিতেছে, শীতে কাঁপিতেছে। ওই দেখুন—আমার স্ত্রী ভয়ানক জ্বরে ভুগিতেছে। আমার দুর্দ্দশার কথা কত বলিব? দেখুন—এই দারুণ শীতে আমি আমার স্ত্রীর পরিত্যক্ত একটী ছিন্ন শেমিজ পরিয়া বসিয়া আছি। আমার একটী কোট নাই যে পরিয়া বাহির হই, ভদ্রলোকের সহিত দেখাশুনা করি। দুঃখের উপরে দুঃখের কথা,—আমার বাড়ীওয়ালীর এক বৎসরের ভাড়া দিতে পারি নাই। আজই ষাট্‌ ফ্র্যাঙ্ক না দিতে পারিলে আমাদিগকে গলা ধাক্কা দিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিবে। মহানুভব! এই রাত্রিতে অপোগণ্ড শিশু কয়টী ও তাহাদের রুগ্না জননীকে লইয়া আমাদিগকে পথে পড়িয়া মরিতে হইবে—দেখিতেছি। আমাদের অন্য গতি নাই।

বৃদ্ধ তাঁহার পকেট হইতে একটি পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাড়ীভাড়া আপনাকে কখন দিতে হইবে?" জনড্রেট কহিল "রাত্রি আট-টার মধ্যে।" বৃদ্ধ কহিলেন আমি ছয়টার সময় টাকা লইয়া আসিব। জনড্রেট কহিল "ঈশ্বর আপনার

মঙ্গল করুন।” বৃদ্ধ ষোড়শীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন এমন সময় জনড্রেট-দুহিতা কহিল “মহাশয়! আপনি আপনার ওভারকোটটি ফেলিয়া যাইতেছেন।” জনড্রেট চক্ষু টিপিয়া ইসারায় সে কথা বলিতে মানা করিল। বৃদ্ধ আগন্তুক যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন “আমি কোট ভুলিয়া যাই নাই। ওটা তোমার পিতার ব্যবহারের জন্য ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া গেলাম।” বৃদ্ধ এই বলিয়া, যুবতীর হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

মেরিয়াস দেওয়ালের ছিদ্রপথে এই ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক সমস্তই দেখিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কিছুই দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া মেরিয়াস তাঁহার প্রণয়-প্রতিমার মুখ-চন্দ্রমা অনিমিষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আতস-প্রস্তর যেমন তদুপরি পতিত সমস্ত সূর্য্যরশ্মিকে টানিয়া লইয়া একটী মাত্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে একটী অত্যুজ্জ্বল মিলিত আলোক রচনা করে, মেরিয়াসেরও যাবদীয় বহিরিন্দ্রিয়গুলি সেইরূপ চক্ষুতে যাইয়া এক লক্ষ্যীভূত হইল।

রমণীও প্রস্থান করিলেন—মেরিয়াসের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিতে গেলেন যে তাহাদের গাড়ী কতদূর গিয়াছে। ভাড়াটিয়া গাড়ী—তখনও বেশীদূর যাইতে পারে নাই। মেরিয়াসের আর চিন্তার অবসর নাই। তিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন সেইরূপ অবস্থায়ই বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সার্টের একদিকের প্লেট ছিন্ন; আস্তিনে বোতাম নাই। তাহারই উপর একটী কোট চড়াইয়া মেরিয়াস রাস্তায় বাহির হইলেন। একখানি খালি গাড়ী খুব দ্রুত যাইতেছিল; তাহাকে থামাইয়া বলিলেন "ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া যাইবে?" মেরিয়াসের পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিয়া কোচম্যান্ সসন্দেহে হাত বাড়াইয়া বলিল "যাইব—একঘণ্টার ভাড়া চল্লিশ সু আগে দিন।

মেরিয়াস পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন তাহার মোটে ষোলটি স্থ আছে। তিনি কোচম্যানকে কহিলেন "ভাড়া ফিরিয়া আসিয়া দিব।" কোচম্যান অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে সবলে কষাঘাত করিল। মেরিয়াস কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া মেরিয়াস আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিছানায় শুইয়া সাত পাঁচ চিন্তা করিতে লাগিলেন। জনড্রেট-দম্পতী তাহাদের কুটীরে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। দুই একবার বৃদ্ধা ও যুবতীর কথা অস্ফুট ভাবে মেরিয়াসের কাণে গেল। তাহাদেরই সম্পর্কে মেরিয়াস-দম্পতি কোন পরামর্শ করিতেছে এই ধারণায় মেরিয়াস তাঁহার নিজকক্ষের প্রবেশ-দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত ছিদ্রপথে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

জনড্রেট-পত্নী গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিল তুমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছ? সে-ই ঠিক তো?"

"গিন্নি! আট বৎসরের কথা তো সে দিনকার কথা। আমি দেখিবা-মাত্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে তুমি চিনিতে পারিলে না! লোকটার পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখিলাম, যে আজ তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ একটু ভাল। বুড়ো বদ্মায়েস্! এই বার তোমায় আমি হাতে পাইয়াছি! একটু স্বর নিম্ন করিয়া জনড্রেট আবার বলিতে লাগিল "গিন্নি! ঐ মেয়েটা কে?—তা চিন্‌লে না?"

"উটি সেই—"জনড্রেট স্ত্রীর কাণের নিকট মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল।

সর্প-দষ্টের ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া জনড্রেট-পত্নী কহিল "কি? সেই ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে এমন্ হয়েছে?"

রহস্যের উপর রহস্য আসিয়া মেরিয়াসকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহা হইলে এই বৃদ্ধ ও যুবতী জনড্রেট-দম্পতীর পূর্ব্ব-পরিচিত? মেরিয়াস নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

জনড্রেট কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিল "গিন্নি! এইবার আমাদের সময় ফিরবে।"

"তুমি কি ক্ষেপলে নাকি? কি বল্‌ছ?"

"ক্ষেপি নি—ক্ষেপি নি—গিন্নি! আমি যা বল্‌ছি ঠিক্। আর আমাদেরকে শুকিয়ে মরতে হবে না। আমরা এবার ক্রোড়পতি না হয়ে আর বাচ্ছিনি।"

"তুমি কি বল্‌ছ?—খুলে বল না শুনি।"

"খুলে বল্‌ব তবে—শুন্‌বে?—আমার কাছে সরে এস—শোন।"

জনড্রেট একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল, যেন তাহার ভয় হইল যে আড়ালে লুকাইয়া কেহ তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছে। তাহার পর অনুচ্চস্বরে কহিল "গিন্নি! বুড়োকে বাগাইবার জন্য ফাঁদ আমি প্রস্তুত করিয়াছি! আজ যখন সন্ধ্যার সময় বুড়ো আমাদিগকে টাকা দিতে আসিবে তখন বেশ নিরিবিলি। বুঝলে তো গিন্নি! পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া ছোকরা সে সময় সান্ধ্য-ভোজন করিতে বাহির হইয়া যায়। সে এগারটার আগে বাড়ী ফিরে না। বাড়ীওয়ালীও ঘরে চাবি দিয়া বাহির হইয়া যায়। দুপুর রাত্রির এদিকে সে-ও ফিরে না। আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ করিলেও বাহির হইতে কাহারও শুনিবার সাধ্য নাই। বুড়ো এসে ঢুক্‌লেই

আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিব। আমি গুণ্ডার সরদার পেট্‌ন্‌ মিনেটকে চারিজন গুণ্ডা ঠিক করে সেই সময়ে এখানে হাজির হতে বলে এসেছি। বুড়ো যদি সহজে না স্বীকার হয়, তাহা হইলে, বল প্রয়োগ করেও আমাদের কার্য্য হাসিল করিতে হইবে। সব জোগাড় ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।” শয়তানের ক্রুর হাসি হাসিয়া জনড্রেট একটা আলমারি খুলিয়া একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। দীপালোকে ছুরিকাখানি ঝক্‌ মক্‌ করিয়া উঠিল। ছুরিকাখানি আবার যথাস্থানে রাখিয়া জনড্রেট আলমারি বন্ধ করিয়া পত্নীকে কহিল “ওঃ—আমি ভুলিয়া যাইতে ছিলাম। এই পাঁচ-ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রাটি লও। ইহা ভাঙ্গাইয়া এক গামলা কাঠের কয়লা কিনিয়া আনিবে।”

“ত্রিশ সুতেই এক গামলা কয়লা পাইব। বাকি দিয়া আমি কিছু খাবার কিনিয়া আনিব।

“না—না—আমাকে আরও কয়েকটা জিনিস কিনিতে হইবে।”

“তোমার আর কত দরকার?”

“আরও তিন ফ্র্যাঙ্ক।”

“তাহা হইলে খাবার কিনিবার পয়সা থাকিবে না।”

“খাবারের জন্য ব্যস্ত হইয়ো না। কাজ হাসিল হইলে অনেক খাইতে পারিবে। আমি একটু ঘুরিয়া আসি। জনড্রেট এই কথা বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনড্রেট-দম্পতীর কথোপকথন শুনিয়া মেরিয়াসের হৃদয়ের শোণিত জমিয়া গেল। তিনি দেরাজের উপর হইতে নামিয়া অতি ত্রস্তভাবে পরিচ্ছদ পরিলেন এবং বরাবর পুলিসষ্টেসনে যাইয়া ইনস্পেক্টারের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন।

অনতিবিলম্বেই ইন্‌স্পেক্টার মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

"আপনার প্রয়োজন কি বলুন?"

"আমি বুলভার্ড-ডি-লা-হস্পিটাল বস্তিতে ৫০ নং বাটীর একজন ভাড়াটিয়া। আমারই পার্শ্বের কক্ষে জনড্রেট নামে একটী পরিবার বাস করে। এই জনড্রেট আজ সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমার পরিচিত একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উপর রাহাজানি করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

"ঐ বাড়ীর একেবারে শেষের ঘরে জনড্রেট পরিবার বাস করে।"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"পেট্রন্‌ মিনেট বোধ হয় এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে।"

"পেট্রন্‌ মিনেট্‌! হাঁ আমিও জনড্রেটকে ঐ নামটী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি।"

"আপনি ঐ বাড়ীর কোন ঘরে থাকেন?"

"ঠিক পাশের ঘরে। আমার ঘরও জনড্রেটের ঘরের মধ্যে কেবল একটি পাতলা কাঠের দেওয়াল ব্যবধান।"

"আপনি কি এই গুণ্ডাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইবেন?"

"কিছু মাত্র নয়।"

"ঐ বাটীতে প্রবেশ করিবার ল্যাচ-কি, বোধ হয়, একটী করিয়া প্রত্যেক ভাড়াটীয়ার নিকটই থাকে। আপনার নিকট যদি থাকে তবে সেটি কি আমায় দিতে পারেন?"

"অবশ্য,—এই লউন।"

মেরিয়াস্‌ পকেট হইতে একটী চাবী বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টার তাহার সুবৃহৎ গ্রেট-কোটের পকেট হইতে দুইটী পিস্তল বাহির করিয়া মেরিয়াসের হস্তে দিয়া কহিলেন "আপনি এই দুইটী লইয়া যান। আস্তে আস্তে গিয়া আপনার দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যেই থাকুন। যেন জনড্রেট-পরিবারের কেহই না জানিতে পারে যে আপনি ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছেন। দুইটী পিস্তলই ভরা আছে। গুণ্ডার দল আসিয়া কার্য্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, যখন বুঝিবেন যে ব্যাপার বেশ পাকিয়া আসিয়াছে, সেই সময়, এই পিস্তলটীর আওয়াজ করিবেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।"

"বেশ! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেইরূপই করিব।"

মেরিয়াস কক্ষ হইতে বাহির হইবেন উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন "এখন তিনটা বাজিয়াছে। আরও তিন ঘণ্টা সময় আছে। যদি বিশেষ দরকার হয় তাহা হইলে এইখানে আসিয়া, ইন্‌স্পেক্টার জাভার্টের সঙ্গে সাক্ষাত করিব, বলিলেই আমার দেখা পাইবেন।"

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মেরিয়াস আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে কেহই দেখিল না।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

———:*:———

থেনার্ডিয়ারই জনড্রেট্‌।

ঠিক সাড়ে পাঁচ-টার সময় মেরিয়াস দেরাজের উপর আরোহণ করিয়া ছিদ্র-পথে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। জ্যাভার্ট-দত্ত পিস্তল দুইটী তাঁহার হাতের কাছে রাখিয়াদিলেন। জনড্রেট-দম্পতী ষড়যন্ত্রোপযোগী উপকরণাদি সংগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত। ঘরের চিমনীতে খুব লাল করিয়া কয়লার আগুন জ্বালান হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী বড় বাটালি গরম করা হইতেছে। সেটীও টকটকে লাল হইয়াছে। এক পার্শ্বে এক বোঝা ছোট বড় দড়ি রাখা লইয়াছে। এক কোণে গোটা কয়েক সাবল গাঁইতি ইত্যাদি, একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ড দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। কয়লার ধূমে গৃহটী নরকের আকার ধারণ করিয়াছে।

সেণ্ট মেডার্ড গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল। মেরিয়াস্ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রন্ধ্রপথে দেখিতে লাগিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই বৃদ্ধ আসিয়া জনড্রেটের দ্বারে করাঘাত করিলেন। মেরিয়াস দেখিল বৃদ্ধ তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসেন নাই—একাকী আসিয়াছেন। তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন ; হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

জনড্রেট্-পত্নী সাগ্রহে কহিল "মহাশয়! ভিতরে আসুন।"

জনড্রেট কহিল "হে আমার উপকারক বন্ধু! আমরা আপনারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি।"

বৃদ্ধ চারিটী লুইস (স্বর্ণমুদ্রা) টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন "মসিও ফ্যাবান্টো! এই লউন্—আপনার বাড়ীভাড়ার জন্য টাকা। এখনকার মত বাড়ীভাড়া শোধ করিয়া আপনার হাতে কিছু থাকিবে। পরে আবার দেখা যাইবে।"

জনড্রেট কৃতজ্ঞতার ভাণ করিয়া কহিল "এই সময়োচিত উপকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন।"

বৃদ্ধ দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন। সেই জন্য তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। যে সময়ে তিনি জনড্রেট-দম্পতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন সেই সময়ে একটী লোক ধীরে ধীরে আসিয়া কক্ষের একপার্শ্বে একখানি টুলে উপবেশন করিল। লোকটীর গায়ে একটি ছিন্ন কীট-দষ্ট নীলরংয়ের জ্যাকেট্; গলা একেবারে খালি; নগ্ন বাহুর সমস্ত স্থানই উল্‌কি-চিহ্নিত; মুখখানি কালিমা-লিপ্ত।

বৃদ্ধ তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "ইনি কে?"

জনড্রেট কহিল "ইনি আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রলোক। উনি চিম্‌নী-পরিষ্কারকের কাজ করেন সেই জন্য উঁহার মুখে কালিঝুলি মাখা। আপনি ওদিকে মনোযোগ করিবেন না।"

এই অসম্ভব কৈফিয়তে অন্য কেহ সন্তুষ্ট হইত কি না জানি না—কিন্তু বৃদ্ধ তাহা নিতান্ত সরল ভাবেই বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার মুখের একটী পেশীও নড়িল না। তিনি কেবল কহিলেন "মসিও ফ্যাব্যান্টো! এই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক প্রশ্নের জন্য আমায় মাপ করিবেন।" কালসর্পের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া জনড্রেট কহিল "আমার প্রিয় উপকারী বন্ধু! দৈন্যের দায়ে আমাদিগকে

আসবাব-পত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ওই তৈল-চিত্রখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

এই সময়, আর একজন লোক আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বাগত ব্যক্তির পার্শ্বে যাইয়া আসন গ্রহণ করিল।

জনড্রেট্ কহিল "বন্ধু! ও সব পাড়ার লোক—আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে। হাঁ—ঐ তৈলচিত্রখানির কথা বলিতেছিলাম। ওখানি একজন খ্যাতনামা শিল্পীর তুলিকা-প্রসূত। ইহার সহিত আমার জীবনের অনেকগুলি সুখময়ী স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সেই জন্য সহস্র অভাবেও আমি ওখানিকে বিক্রয় করি নাই। কিন্তু আর পারি না। মহানুভব! ওখানি আপনি ক্রয় করিলে, আমি একহাজার ক্রাউনে উহা ছাড়িয়া দিতে পারি।" একে একে চারিজন গুণ্ডা আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৃদ্ধ একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কক্ষের চারিদিক দেখিয়া লইলেন। অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। গুণ্ডা-চতুষ্টয় নিশ্চল-ভাবে দরজা আগলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জনড্রেট বৃদ্ধের আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল "মহাশয়! যদি আপনি আমার এই ছবিখানি ক্রয় না করেন, তাহা হইলে, নদীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নাই।"

সহসা জনড্রেটের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। বিকট পৈশাচিক হাসি হাসিয়া সে বজ্র-গম্ভীর কঠোর স্বরে কহিল "বৃদ্ধ! চিনিয়াছ কি—আমি কে?"

বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "না।"

জনড্রেট টেবিলের উপর হইতে বাতিদানটী লইয়া নিজের মুখের সম্মুখে ধরিয়া কহিল "ভাল করিয়া দেখ দেখি—আমায় চিনিতে পার কি না?"

বৃদ্ধ ভাল করিয়া দেখিলেন, বলিলেন "না—চিনিতে পারিলাম না।"

কুপিত সর্প যেমন ফণা আস্ফালন করিয়া দংশন করিতে যায় সেইরূপ ভাবে জনড্রেট্ কহিল "বৃদ্ধ! আমার নাম ফ্যাবান্টোও নহে, জনড্রেটও নহে। আমার নাম থেনার্ডিয়ার। আমি সেই মণ্টফারমিলের হোটেলওয়ালা থেনার্ডিয়ার! এখন আমায় চিনিতে পারিলে কি?"

পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "পূর্ব্বেও যেমন, আপনার আসল নাম শুনিয়া ও, তাহা অপেক্ষা বেশী চিনিতে আপনাকে পারিলাম না।"

জনড্রেটের কথায় বৃদ্ধ কি উত্তর দিলেন, মেরিয়াস্ তাহা শুনিতে পাইলেন না। জন্ড্রেট্ কর্ত্তৃক উচ্চারিত "আমার নাম থেনার্ডিয়ার" এই কথাটী মেরিয়াসের হৃদয়ে বজ্রের মত আঘাত করিল। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল! সঙ্কেত-সূচক পিস্তল আওয়াজ করিবার জন্য তিনি দক্ষিণ হস্তে পিস্তল উঠাইলেন। পিস্তলটি তাঁহার অবশ হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া গেল।

এই নামই না তিনি তাঁহার পিতার পুণ্যময় স্মৃতির সহিত বিজড়িত রাখিয়া, প্রতিদিন উপাসনার সময়, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মূহুর্ত্তে উচ্চারণ করেন। তাহার পিতার জীবন-রক্ষা-কর্ত্তা একজন ডাকাত—বদমায়েস্—গুণ্ডার সর্দ্দার! মেরিয়াস্ আবার ভাবিলেন—হউক থেনার্ডিয়ার ডাকাত, হউক সে গুণ্ডা, কিন্তু আমার পিতার চরম আজ্ঞায়, তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য, আমি থেনার্ডিয়ারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।" সেই ঋণের শোধ কি তাহাকে পুলিস-হস্তে ধরাইয়া দেওয়া এবং হয়ত

তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান?" মেরিয়াস ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় কক্ষ-মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে থেনার্ডিয়ার বলিতে লাগিল "আমার দানশীল বন্ধু! ছিন্ন-কোট-পরিহিত ক্রোড়পতি! আশ্চর্য্যের কথা—আমায় এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে? আট বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টমাস রজনীতে তুমিই না মণ্টফার্‌মিলে, আমার হোটেলে বাসা লইয়াছিলে? তুমিই না পরদিন প্রাতঃকালে আমাকে ফাঁকি দিয়া কসেটকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলে? তুমি আমাকে সে দিন বড় বোকা বানাইয়া আসিয়াছিলে। সে দিন তোমার সেই স্থূল যষ্টির ভয়ে, গায়ের রাগ গায়ে মিলাইয়া আমি হতাশ ভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আজ আমার দিন আসিয়াছে। আমি আজ তাহার প্রতিশোধ লইব।" বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "আপনি কি বলিতেছেন—আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকে আপনি ক্রোড়পতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? আমি গরিব গৃহস্থ। আপনি আমার সম্পর্কে বিষম ভুল করিয়াছেন। আমাকে অন্য লোক বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন।

থেনার্ডিয়ার কর্কশকণ্ঠে কহিল "ও সব চালাকি আর চলিতেছে না। যদি ভাল চাও, তাহাহইলে আমি যেরূপ বলিব সেইরূপ কার্য্য কর। তাহা না করিলে এখনি তোমার হস্ত পদ বদ্ধ করা হইবে।" এই কথা বলিয়া থেনার্ডিয়ার আবার কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ সেই অবসরে ভাল করিয়া একবার কক্ষটির চারিধার দেখিয়া লইলেন, দেখিলেন—প্রবেশদ্বার আগলিয়া চারিজন গুণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে। সে দিক দিয়া পলায়ন অসম্ভব। তিনি মুক্ত বাতায়ন-পথে লম্ফ প্রদান করিয়া পলাইবার উদ্দেশ্যে যেমন দৌড়িয়া জানালার দিকে যাইতেছেন

অমনি গুণ্ডা চারিজন ও থেনার্ডিয়ার-পত্নী গিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

মেরিয়াস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পিস্তল উঠাইয়া লইয়া, স্বর্গগত পিতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, মনে মনে কহিলেন "পিতা! আমায় ক্ষমা করুন।" তাঁহার অঙ্গুলি পিস্তলের ঘোড়ায় লাগাইলেন। ঘোড়া টিপিতে যাইবেন এমন সময় থেনার্ডিয়ারের কণ্ঠস্বর তাঁহার কাণে গেল। থেনার্ডিয়ার বলিতেছে "খবরদার! বৃদ্ধের গায়ে যেন কোন চোট্ না লাগে।"

ঠিক এই সময়ে একজন সশস্ত্র পুলিশ-কর্ম্মচারী কয়েক জন কনেষ্টবল লইয়া মুক্ত দ্বার-পথে থেনার্ডিয়ারের কক্ষে প্রবেশ করিল! তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই গুণ্ডার দল হাতের কাছে সাবল, লাঠি, গাঁইতি যে যাহা পাইল তাহাই লইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। যে পুলিস কর্ম্মচারী সর্ব্বাগ্রে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "শুন বন্ধুগণ! ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টের হাত ছিনাইয়া পলাইবে এমন লোক এখনও পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। অনর্থক রক্তপাত করা আমার ইচ্ছা নয়। এই কক্ষ হইতে পলাইবার চেষ্টা কেহই করিও না।"

জ্যাভার্টের নামে গুণ্ডাদিগের সকলেরই হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হইল। সকলেই অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া দিয়া জ্যাভার্টের শরণাপন্ন হইল।

ভলজীন সেই অবসরে সকলের অলক্ষিতে জানালার মধ্য দিয়া পলাইয়া গেলেন। পুলিসের লোকজন নিষ্প্রয়োজন-বোধে কেহই জানালার দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইপোনাইনের এ পরিবর্ত্তন কিসে হইল ?

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই মেরিয়াস্ বাসা তুলিয়া দিলেন এবং গাড়ী করিয়া তাঁহার জিনিষ-পত্র লইয়া করফেয়ার নামক তাঁহার এক বন্ধুর বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার হৃদয় দারুণ নিরাশা-প্রপীড়িত। সেই নিরাশার ঘনান্ধকারের মধ্যে একবার মুহর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রণয়-প্রতিমার দেখা পাইয়াছিলেন; আবার একটু চোখের পিপাসা মিটিতে না মিটিতেই সেই আশাটি বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল।

সে দিন থেনার্ডিয়ারের মুখে বালিকার নাম শুনিয়াছিলেন—কসেট; সেই মধুর নামই মেরিয়াসের জপমালা হইয়া দাঁড়াইল। মেরিয়াস দিন রাত্রি সহরের প্রত্যেক অলিতে গলিতে তাঁহার উপাস্যা দেবীর সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে সারাদিন অনুসন্ধানের পর মেরিয়াস হতাশ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছেন, পথে একজন যুবতী আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল "মসিও মেরিয়াস! আমি গত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া আপনার খোঁজ করিতেছি। আপনার দেখা পাই নাই। আপনি বুঝি আর আগের বাসায় থাকেন না ?"

প্রশ্নকারিণী জনড্রেট ওরফে থেনার্ডিয়ার-দুহিতা ইপোনাইন। মেরিয়াস ইপোনাইনের কথায় কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া, ইপোনাইন কহিল "মসিও মেরিয়াস! আপনাকে দুঃখিত দেখিলে বাস্তবিকই আমার বড়

কষ্ট হয়। যদি আমি পারিতাম তাহা হইলে আমি আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতাম।" মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার অর্থ ?" ইপোনাইন্ আড়চোখে মেরিয়াসের দিকে চাহিয়া বলিল "মসিও মেরিয়াস! আমি তাহার ঠিকানা জানি।" মেরিয়াসের হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন "কাহার ঠিকানা ?" ইপোনাইন্ কহিল "আপনার হৃদয়ের উপাস্য দেবীর।" আনন্দ-উৎফুল্ল হৃদয়ে মেরিয়াস একেবারে ইপোনাইনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "ইপোনাইন্! আমি তোমার কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হইয়া থাকিব। আমাকে ঠিকানাটা বলিয়া দাও।" ইপোনাইন্ বলিল "আমার সঙ্গে আসুন—আমি নিজে গিয়া আপনাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।" ইপোনাইন্ মেরিয়াসকে সঙ্গে লইয়া প্যারিসের অপর প্রান্তে একটি উদ্যান-বাটীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল "মসিও মেরিয়াস! ঐ বাড়ী—এখন আপনি আমাকে কি পুরস্কার দিবেন ?—দিন। মেরিয়াসের পকেটে একটা পাঁচফ্রাঙ্ক মুদ্রা ছিল। তিনি সেই মুদ্রাটি ইপোনাইনের হাতে গুঁজিয়াদিলেন। ইপোনাইন সেই মুদ্রাটি যতদূর সম্ভব জোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। যে ইপোনাইন্ এক দিন একটী সু ভিক্ষা করিয়া পাইলে আনন্দে গলিয়া যাইত আজ সে পাঁচফ্রাঙ্ক অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ?

ইপোনাইনের এ পরিবর্ত্তন কিসে হইল ?

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলনে।

মেরিয়াস তাঁহার হৃদয়-দেবীকে একটিবার মাত্র চোখের দেখা দেখিবার জন্য প্রতিদিন তাহার বাটীর নিকটস্থ রাস্তায় ঘুরিত ফিরিত। পাছে কসেটের পিতা তাঁহাকে দেখিতে পান, পাছে বৃদ্ধ আবার পূর্ব্বের মত কসেট্‌কে তাঁহার নয়নের পথ হইতে সরাইয়া লন, এই ভয়ে মেরিয়াস দিনে বড় একটা সে দিকে যাইতেন না। রজনীতে যাইয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতেন। কসেটের শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন ভল্‌জীন কোন অজানিত কারণে স্থানান্তরে গেলেন। কসেট সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পরে একাকী উদ্যান-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে মনে হইল—কে যেন তাহার পাছে পাছে আসিতেছে। কসেট মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দেখিবামাত্রই চিনিল—এ যে তাহারই হৃদয়-চোর, সেই পুরুষ-রত্ন। মেরিয়াসের মস্তকে টুপী নাই, তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর শীর্ণ। তিনি কহিলেন “দেবি! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। প্রেমময়ি! আমি তোমার প্রেমে উন্মত্ত আমি মরিতে বসিয়াছি। যে দিন লক্‌সেম্‌বার্গ-উদ্যানে তোমায় আমি দেখিয়াছি সেই দিনই ঐ পূণ্যময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে আর সে ছবি বিলুপ্ত হইবার নহে। আমি তোমারই স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছি। আমি পাগল! কসেট, তুমি কি আমায় ভালবাস?”

কসেট কহিল "সখা! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার হৃদয় তোমাকে না টানিলে তুমি এখানে আসিলে কেমন করিয়া? নাথ! স্বামিন্! জীবনে মরণে তুমিই আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা। তুমিই আমার সব।"

প্রণয়ী-যুগলের সুখ-সম্মিলনে প্রহর মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গেল।

এইরূপ নৈশ সম্মিলনে আমোদে আহ্লাদে তাহাদের দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

ক্রমে কসেটের আলাপে ব্যবহারে ভলজীন বুঝিলেন যে কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। কসেট সেই অপরিচিত যুবকের করে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। এখন কসেটকে দূরে না সরাইলে শেষে বিপদ ঘটিতে পারে। ভলজীন ফ্রান্স ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে প্রবাসে যাইবেন স্থির করিলেন এবং কসেটের নিকট তাহা প্রকাশও করিলেন।

কসেটের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

---:o:---

মেরিয়াসের নিরাশা।

মাতামহের মত হইলে, মেরিয়াস্ কসেটকেই বিবাহ করিবেন স্থি
করিলেন। তাঁহার মত গ্রহণ করিবার জন্য একদিন মেরিয়াস মাতামহ
ভবনে উপস্থিত হইলেন।

বহুদিন পরে হারান মাণিক হাতে পাইয়া বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড অত্যা
আহ্লাদিত হইলেন। মেরিয়াস মাতামহের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া
কহিলেন "মহাশয়! আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

"কি ভিক্ষা! তুমি তোমার দোষ বুঝিতে পারিয়াছ? তাই কি ক্ষ
চাহিতে আসিয়াছ?"

"মহাশয়! আমার উপর কৃপা করুন।"

"কি জন্য?—তুমি কি চাও?"

"মহাশয়! আমি জানি যে আমার এখানে আসাতে আপনি সন্ত
নহেন্। আমি আপনার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি। আপনা
মত পাইলেই আমি চলিয়া যাইব।"

"কে তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছে? ভাল—তুমি কি চা
বল, শুনি?

"মহাশয়! আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এবং সেই বিষয়ে
আপনার সম্মতি চাই।"

"বিবাহ! এই একুশ বৎসর বয়সে বিবাহ! সম্বন্ধ সব ঠিক ঠাক করিয়াছ? এখন আমার সম্মতির অপেক্ষা? আচ্ছা—বসো। আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ? কয়টা পয়সা সঞ্চয় করিয়াছ?

"কিছুই নয়।"

"তবে যে যুবতীর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ তাহার কি সম্পত্তি বা নগদ টাকা-কড়ি আছে?"

"এক কপর্দ্দকও না—সে গরিবের মেয়ে।"

"তা হ'লে কথাটা হচ্ছে এই—তুমি অর্থহীন নিষ্কর্ম্মা একুশ-বৎসর-বয়স্ক যুবক একটা ভিক্ষুকের কন্যাকে গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাও। তাহা কখনই হইতে পারে না।

"দাদা!"

'দাদা' সম্বোধনে বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয় গলিয়া গেল।

মেরিয়াস করুণ-স্বরে আবার কহিলেন "দাদা! আমি এই বালিকাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। ইহার সহিত বিবাহ না হইলে আমি বাঁচিব না। তাহাহইলে আর আপনারা আমাকে দেখিতে পাইবেন না।" স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে মাতামহ কহিলেন "আরে শালা! সে ছুঁড়ীর উপরে তোর যদি এত মন পড়ে থাকে, তবে তাকে রাখ্ না। বিয়ে করে একটা বোঝা ঘাড়ে নেবার কি দরকার আছে?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মেরিয়াসের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার মৃত পিতার পবিত্র স্মৃতিকে দুই পদে দলিত করিয়াছিলেন। আজ আপনি আমার ভাবী স্ত্রীকে ও সেইরূপ অবমানিত করিলেন।

আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি জন্মের মত আপনাদের নিকট হইতে বিদায় হইলাম।”

মেরিয়াস্‌ অতি দ্রুতপদে মাতামহের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড “মেরিয়াস্‌!” “মেরিয়াস্‌!” বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন।

মেরিয়াস্‌ তখন কটক পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

:o:

বিপ্লববাদীদিগের দলে।

হতাশ-হৃদয়ে ভগ্নপ্রাণে মেরিয়াস্ চলিতে লাগিলেন। যতই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন মেরিয়াস্ দেখিতে পাইলেন যে প্রতি পন্থাসঙ্গমে অনেক লোক জমা হইয়াছে। এই জনতার মুখে প্রজাতন্ত্রের জয়ধ্বনি ও উল্লাসের হাস্য। বিপ্লব-বাদী-দল আজ স্বাধীনতা-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাম্য ও মৈত্রীর গৈরিক পতাকা-তলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর। এই বিপ্লব-বাদী-দলের নেতা করফেরাক, বস্ওয়ে, এনজোলরাস্ ও মেরিয়াসের অপরাপর বন্ধুগণ। এই বিপ্লব-বাদীদিগকে নগর হইতে দূরীভূত অথবা বন্দীকৃত করিবার জন্য ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট একদল সৈন্য লইয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। জ্যাভার্ট একটি মদ্য-বিক্রেতার দোকানে দাঁড়াইয়া বিপ্লব-বাদীদিগের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বিদ্রোহীদলের অন্যতম নেতা এনজোলরাস্ কয়েক জন বিপ্লববাদীর সঙ্গে যাইয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। জ্যাভার্টকে দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

"আমি একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী।"

"তোমার নাম?"

"জ্যাভার্ট।"

এন্‌জোলরাস্ ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তৎক্ষণাৎ জ্যাভার্টের হস্তপদ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া একটি খুঁটীর গায়ে খাড়া করিয়া তাহাকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

মেরিয়াস্‌ও রাস্তায় আসিতে আসিতে এই বিপ্লব-বাদীগণের দলে মিশিয়া পুলীশের লোকের হাত হইতে বন্দুক তরবারি ছিনাইয়া লইয়া খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াদিলেন। তিনি মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। মরিবার সুযোগও তাঁহার বেশ মিলিয়া গেল। তিনি দলের নেতা হইয়া তাহাদিগকে চালাইতে লাগিলেন। প্রেমের মহাযজ্ঞানলে আপনার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে আহুতি দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেও, মেরিয়াস্ কি জানি কি এক মোহে, কি এক অজানিত আকর্ষণে, দুই একবার জগতের পানে আকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কি জানি—কসেটের মুখখানি মনে পড়ায়, মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা হইল। মেরিয়াস পকেট-বুক হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্সিল দ্বারা লিখিলেন ঃ—

সোনা আমার!

আমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমি এই বিবাহে আমার মাতামহের সম্মতি চাহিয়াছিলাম। তিনি কিছুতেই মত দিলেন না। যখন তোমাকে পাইলাম না—তখন আর আমার এ সংসারে না থাকাই ভাল। আমি মরিতে চলিলাম। সুন্দরি! আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। -যখন তুমি এই পত্র খানি পাইবে তখন মেরিয়াস আর ইহলোকে থাকিবে না।

পত্র খানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপর শিরোনামা লিখিলেন—ম্যাডামইজিল কসেট্ ফকলেভেন্ট, মসিও ফকলেভেন্টের বাটী, ৭ নং রু-দে লা-হোম-আরম্।”

মেরিয়াস্ পকেট হইতে পকেটবুক খানি বাহির করিয়া তাহার একটি অলিখিত পত্রে পেন্সিলে লিখিলেন ঃ—

"আমার নাম মেরিয়াস পণ্টমারসি। আমার মৃতদেহ ৬নং রু-দে-ফিলে দু-ক্যাভারিতে, আমার মাতামহ মসিও জিলনরম্যাণ্ডের নিকট পৌছাইবে।"

এই বিপ্লববাদীদলের মধ্যে ডাংপিটে গ্যাভরোক্‌ও আসিয়া খুব সরফরাজি করিতেছিল। দলপতি মেরিয়াসের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। মেরিয়াস সেই আলাপের ছুতা লইয়া গ্যাভরোকের দ্বারা নিজের একটু কাজ করিয়া লইবার ইচ্ছা করিলেন। গ্যাভরোক্ সাহসী, বিশ্বাসী। মেরিয়াস্ ডাকিবামাত্র গ্যাভরোক্ তাঁহার নিকটে আসিল। মেরিয়াস কহিলেন "বালক! আমার একটু কাজ করিতে পার?"

"নিশ্চয়!—কি করিতে হইবে বলুন?"

"এই চিঠি খানি, শিরোনামা-লিখিত ঠিকানায় দিয়া আসিতে পার?"

"কেন পারিব না?—দিন, এখনই দিয়া আসিতেছি।"

মেরিয়াস পত্রখানি গ্যাভরোকের হস্তে দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বালক জনতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মেরিয়াস মুক্ত অসি হস্তে অরাতি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সমর-ক্ষেত্রে।

গ্যাভরোক্ মেরিয়াসের চিঠি লইয়া তাহার শিরোনামার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছিয়া দেখিল, যে একটি বৃদ্ধ বাটীর সম্মুখে উদ্যানমধ্যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বালককে বাটীর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বালক! তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ?"

অম্লানবদনে বালক উত্তর দিল "কাহাকেও না।—আপনি কি এই বাটীতে থাকেন?"

"হাঁ।"

"বলিতে পারেন কি, ৭নং বাড়ী কোনটা?"

"এইটাই সাত নম্বরের বাড়ী।"

বালক একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া ভলজীন কহিলেন 'আমি একখানি পত্রের অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছি।"

আপনি।—আপনি তো মেয়ে-মানুষ না?"

"আমি ত মেয়ে-মানুষের নামের পত্রের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি তুমি যে পত্রখানি আনিয়াছ তাহা কি ম্যাডামইজিল কসেটের নামের?"

"বোধ হয়, সেই নামেরই।"

নাম ঠিক বলায় গ্যাভরোকের আর সন্দেহের কোন কারণ রহিল না। ভলজীন কহিলেন "পত্র খানি আমার কাছে দাও।"

গ্যাভরোক পত্রখানি ভলজীনের হস্তে দিয়া বলিল "বিশেষ জরুরি চিঠি। আমাদের দলপতি মঁসিও মেরিয়াস এ খানি পাঠাইয়াছেন। তিনি বিপ্লববাদীদিগের নেতা এবং এখন যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন।"

এই বলিয়া গ্যাভরোক চলিয়া গেল।

ভলজীন পত্রখানি পাঠ করিয়াই কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, যেন একটা মতলব ঠাওরাইয়া চিঠিখানি মুড়িয়া মুড়িয়া নিজের পকেট-মধ্যে রাখিয়া ভলজীন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াসের পত্রের শেষ ছত্রটি—"তুমি এ [illegible] যখন পাইবে, তখন মেরিয়াস আর ইহলোকে থাকিবে না" ভলজীনের [illegible] হৃদয়কে বিষম এক [illegible] দিল।

এক ঘণ্টা পরে [illegible] বেশ পরিবর্তন করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার [illegible] ও গাটাবাদি সুশোভিত ন্যাশনাল গার্ড নামক সৈন্যদলের [illegible] পরিচ্ছদ। ভলজীনের কটিদেশে খড়্গাপিধান [illegible]

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভলজীন প্রথমেই সেই শোণিতাক্ত জনতার মধ্য হইতে মেরিয়াসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবনে হতাশ, মরণের জন্য প্রস্তুত, যুবক মেরিয়াস্ উল্কাপিণ্ডের মত একবার যুদ্ধক্ষেত্রের এখানে আবার ওখানে দেখা দিতেছিল।

ভলজীন মেরিয়াসকে খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া যে মদ্য-বিক্রেতার দোকানে বিদ্রোহিদল জ্যাভার্টকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবা মাত্র ভলজীন জ্যাভার্টকে চিনিলেন, জ্যাভার্টও ভলজীনকে চিনিল। জ্যাভার্ট মনে করিল—আর আমার রক্ষা নাই। আমি যে সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ইহাকে নির্য্যাতিত

করিয়াছি, আজ ভলজীন তাহার প্রতিশোধ লইবে। ভলজীনের গুলিতে আজ নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক উড়িয়া যাইবে। জ্যাভার্ট জানিত না, যে ভলজীন এত নীচ, এত কাপুরুষ নহে, যে সে পতিত শত্রুর উপর যাইয়া প্রতিশোধ লইবে।

ভলজীন আস্তে আস্তে গিয়া জ্যাভার্টের বন্ধন-রজ্জুগুলি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন "ইন্‌স্পেক্টার জ্যাভার্ট! বোধ হয়, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। আমিই সেই জন ভলজীন। আমার বোধ হয় না, যে আমি এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিব। তবে যদি অদৃষ্টক্রমে বাঁচি তাহা হইলে ৭নং রু-দে-লা-হোম-আরম ষ্ট্রীটে 'ফকুলেভেণ্ট' নাম করিলেই আমাকে পাইবেন।"

এই কথা বলিয়া ভলজীন আবার যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। জ্যাভার্ট বিস্মিত বিমুগ্ধ হইয়া যতক্ষণ ভলজীনকে দেখিতে পাওয়া যায় একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

এই দেবোপম মানব, যিনি তাঁহার আজন্ম-শত্রুকে হাতে পাইয়া তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলেন, সহস্র সহস্র সৎকার্য্যে যাঁহার বিচিত্র জীবন পূর্ণ—আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, চাকরির খাতিরে, তাঁহাকেই সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া নির্য্যাতিত করিতেছি! ধিক্ আমার জীবনে!

এই চিন্তা করিতে করিতে জ্যাভার্ট তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ইপোনাইনের আত্মবলিদান।

নগ্ন অসি হস্তে শোণিতাক্ত-কলেবর মেরিয়াস রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই পুঞ্জীভূত আহত মৃত ও মরণোন্মুখ জন সংঘ মধ্যে কে যেন পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকিল "মেরিয়াস!"

মেরিয়াস চমকিত হইয়া উঠিলেন।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর "মসিও মেরিয়াস!"

মেরিয়াস একবার সেই শব-পরিপূর্ণ রণক্ষেত্রের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কে তাঁহাকে ডাকিল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর "মেরিয়াস!—তোমার পদতলে।"

মেরিয়াস নীচু হইয়া দেখিলেন। একটী পাণ্ডুবর্ণ কচি মুখ মরণ-ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিতেছে "আমাকে চিনিতে পারিলে না মসিও মেরিয়াস?" বাস্তবিকই মেরিয়াস তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

তিনি বলিলেন "না।"

"আমি ইপোনাইন।"

মেরিয়াস এবার খুব কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে চিনিলেন। বাস্তবিকই হতভাগিনী ইপোনাইন—পুরুষের বেশে।

প্রেমের কি বিচিত্র লীলা! প্রেম পাত্রাপাত্র কালাকাল মানে না। হৃদয়ের বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রেমের খরস্রোতে তটবর্ত্তী নগর

যান এমন কি দৃঢ়মূল গিরি পর্য্যন্ত সে প্লাবনের বেগ সহনে অসমর্থ হয়। মেরিয়াসকে দেখিবামাত্রই ইপোনাইন্ ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা অমৃত—আবার সময়ে তাহা তীব্র কালকূট হইতেও ভয়ঙ্কর। ইপোনাইনের অদৃষ্টে ভালবাসা কালকূটেরই কাজ করিয়াছে। তাহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়াছে। ইপোনাইন যে বিপ্লপবাদীদলের সহিত মিশিয়া বন্দুকের আসিবে এ কথা মেরিয়াস কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাই কহিলেন "ইপোনাইন্! তুমি এখানে আসিলে কেন? এখানে কি করিতেছ?"

"আমি এখানে আসিলাম কেন?"—পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় কেন, মেরিয়াস?—আর এখানে আমি কি করিতেছি?—শুনিবে মেরিয়াস!—আমি মরিতেছি।"

ইপোনাইনের কথা শুনিয়া মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

"তিনি ব্যস্তভাবে কহিলেন ইপোনাইন! তুমি আহত হইয়াছ। এস আমি তোমাকে কোলে করিয়া, ওই মদের দোকানে লইয়া যাই, সেখানে গিয়া তোমার ক্ষতগুলি বাঁধিয়া দিই। সারিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া মেরিয়াস ইপোনাইনকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন। ইপোনাইন যেন ব্যথা পাইয়া তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইল।

মেরিয়াস কহিলেন "কেন ইপোনাইন্! আমি তোমাকে ব্যথা দিলাম নাকি? তোমার হাতে লাগিয়াছে নাকি?"

"আমার হাতের ভিতর দিয়া গুলি এপার ওপার হইয়া গিয়াছে।"

"কি করিয়া?"

"তোমাকে বাঁচাইতে গিয়া। আমি দেখিলাম একজন সৈন্য তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই, তোমার বক্ষস্থলের মধ্য

দিয়া গুলি যায়! কি করি! আমি আততায়ীর বন্দুকের মুখ চাপিয়া ধরিলাম। গুলি আমার হস্তভেদ করিয়া গেল।"

"এ পাগলামি কেন করিলে ইপোনাইন্! যাহা হউক, যাহা হইয়াছে—হইয়াছে। বল—এখন তোমায় লইয়া যাই।"

"মেরিয়াস বৃথা চেষ্টা,—গুলি আমার হস্তভেদ করিয়া হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাকে এখান হইতে তুলিবার চেষ্টা করিও না। চিকিৎসক আমার যাহা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর সুখী করিতে পার। তাহা করিবে কি মেরিয়াস? তুমি আমার কাছে আসিয়া এই শিলাখণ্ডের উপরে বস। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরি। জীবনে যে সাধ মিটাইতে পারিলাম না মরণে আমার সেই সাধটুকু মিটুক্।"

মরণোন্মুখী ইপোনাইনের মৃত্যুকালীন সাধ মেরিয়াস অপূর্ণ রাখিলেন না। ইপোনাইনের নিকট শিলাতলে উপবেশন করিয়া তিনি তাহার মস্তক আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। মরণের অতি তীব্র যাতনার মধ্যেও ইপোনাইন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল; মেরিয়াসের স্পর্শ তাহার মরণ-জড় হৃদয়ে যেন চন্দন-রস ঢালিয়া দিল। অত্যধিক আবেগে ইপোনাইন তাহার শোণিত-লিপ্ত বিক্ষত হস্তে মেরিয়াসের হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিল। তখন সে কিছুই বেদনা অনুভব করিল না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ইপোনাইন কহিল "মেরিয়াস! হতভাগিনীর একটি সাধ কি পুরাইবে না? আমার হাত ধরিয়া শপথ কর,—পুরাইবে। আমি তাহা হইলে বড় সুখে মরিব।" ভাবিয়া উত্তর দেন, সে অবসর মেরিয়াসের ছিল না।

তিনি কহিলেন "পুরাইব।"

ক্ষীণকণ্ঠে জড়িত-স্বরে ইপোনাইন কহিল "মেরিয়াস! আমি মরিয়া গেলে, আমার ললাটে একটি চুম্বন করিও—আমি মরিয়াও সে চুম্বনে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিব।"

ইপোনাইনের অনশন-ক্ষীণ দেহ অজস্র রক্ত মোক্ষণে অচিরেই হীনবল হইয়া আসিল। মরণের স্পর্শে নেত্র নিমীলিত হইয়া আসিল। তাহার মৃদু-কম্পিত অধরকোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া, নিমেষেই আবার তাহা মিলাইয়া গেল।

দীপ নিভিল!

মেরিয়াস তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না। ইপোনাইনের মরণ-হিম স্বেদ-সিক্ত ললাটে একটি বিষাদোষ্ণ চুম্বন করিলেন। জানি না সে চুম্বনে তিনি কসেটের নিকট অবিশ্বাসী হইলেন কি না! কিন্তু একটি অশান্ত আত্মা যে সেই শেষ চুম্বনে একটু শান্তি পাইল তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

মেরিয়াসের উদ্ধার।

আজিকার যুদ্ধে মেরিয়াসই নেতা। তিনি আজ শত্রুদলের সকলেরই বন্দুকের লক্ষ্য-স্থল। অরাতির তীব্র তরবারীর আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। জন ভলজীন কোন পক্ষের হইয়াই লড়াই করিতেছেন না। তিনি কেবল মেরিয়াসকে যতদূর সম্ভব বাঁচাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই মেরিয়াসের উপরে রহিয়াছে। সহসা মেরিয়াসের বুকে আসিয়া একটি গুলি লাগিল। মেরিয়াস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভলজীন ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে যাইয়া মেরিয়াসকে কাঁধের উপর ফেলিয়া বিবদমান জনতার মধ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভলজীন একবার চারিদিকে দেখিলেন। যে দিকে চাহেন কেবল মারামারি কাটাকাটি ও ধ্বংশের ছবি। মেরিয়াসকে লইয়া কেমন করিয়া এই শোণিত-রাজ্য হইতে বাহির হইবেন তাহাই ভাবিয়া ভলজীন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই নরশোণিত-পানোন্মত্ত জনতা ভেদ করিয়া অপরের অজ্ঞাতসারে অক্ষতশরীরে পলায়ন ভলজীন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী কয়েদী-জীবনে পলায়নের অনেক উপায় উদ্ভাবন ও তৎসম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা এখন কাজে আসিল। যেথানে যুদ্ধ হইতেছিল সেইস্থান হইতে কিছু দূরে রাস্তার উপরে একটী বড় রকমের নর্দ্দমার ঝাঁঝরি দেখিতে পাইলেন। ভলজীন অতি কষ্টে জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া

সেই ঝাঁঝরির নিকটে গিয়া ঝাঁঝরি থানি উঠাইয়া ফেলিলেন। ঝাঁঝরি উঠাইয়া ফেলায় একজন মানুষ গলিতে পারে এমন একটী গর্ত্ত বাহির হইল। যাহারা নর্দ্দমা পরিস্কার করে তাহারা এই রাস্তা দিয়াই প্রবেশ করে এবং বাহির হয়। ভলজীন মৃতকল্প মেরিয়াসকে স্কন্ধের উপর ফেলিয়া এই গর্ত্ত দিয়া ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে অবলীলাক্রমে নামিয়া গেলেন। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কোন প্রকারে দিক ঠিক করিয়া নর্দ্দমার মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নর্দ্দমার দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে তাঁহার সমস্ত শরীর লিপ্ত, আবর্জ্জনার জলে তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত। অন্ধকারে আন্দাজে পা টিপিয়া টিপিয়া যে দিকে নর্দ্দমার গড়ান্ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভলজীন নর্দ্দমার মুখ পাইবার আশায় চলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধের উপর অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মেরিয়াস। সহসা দূরে আলোকের ন্যায় দেখিয়া ভলজীনের আশার সঞ্চার হইল। ভলজীন ভাবিলেন "তবে বুঝি ঈশ্বরের অনুগ্রহে নর্দ্দমার মুখে আসিয়া পৌছিলাম।"

ভলজীনের অনুমান ঠিকই। ভলজীন নর্দ্দমার মুখে আসিয়া পৌছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার নর্দ্দমা হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। একটী বৃহৎ লৌহময় ঝাঁঝরির দ্বারা নর্দ্দমার মুখ বন্ধ! সেই ঝাঁঝরিটি আবার একটি সুবৃহৎ জেলখানায় ব্যবহৃত তালার দ্বারা আটকান। বহুদিন ধরিয়া জল ও বায়ুর ক্রিয়ায় তালাটী একখানি প্রকাণ্ড ইষ্টকের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার চাবির ছিদ্রটি স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ভলজীন ভাবিলেন "শেষে কি এই পূতিগন্ধময় নর্দ্দমার মধ্যে, কলে পতিত মুষিকের মত, মরিতে হইবে?"

নর্দ্দমার বাহিরেই মুক্ত বাতাস, চন্দ্রের আলোক, অনন্ত দিক্-বলয়,

অপ্রমেয় স্বাধীনতা। নর্দ্দমার একপার্শ্বে একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভলজীন সেই স্থানে মেরিয়াসকে শোয়াইয়া দিলেন। দুই হাতে শরীরের সমস্ত জোর দিয়া সেই লৌহময় কবাট ঠেলিতে লাগিলেন। নিষ্ফল প্রয়াস! তাঁহার এত পরিশ্রম, এত কষ্ট সব বুঝি ব্যর্থ হইতে চলিল। তালা খুলিয়া ফেলা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র তাহার জন্য প্রয়োজন সে সমস্ত সর্ব্বদাই প্রায় ভলজীনের পকেটেই থাকিত। কিন্তু সে দিন যখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করেন, তখন তাড়াতাড়িতে সে গুলি তাহার ইউনিফর্মের পকেটে লইতে ভলজীন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাসমান তৃণখণ্ডকেও আশ্রয়-জ্ঞানে আঁকড়িয়া ধরে। ভলজীন মেরিয়াসের পকেট হাতড়াইয়া দেখিলেন যদি কিছু খুঁজিয়া পান। কয়েকটী মুদ্রা ও একখানি পকেট-বই ছাড়া তাহার পকেটে অন্য কিছুই পাইলেন না। ভলজীন্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন। গভীর চিন্তার সময়, অনেকস্থলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হস্তপদের ক্রিয়া চলে। ভলজীন মেরিয়াসের পকেটবুকখানি আনমনে খুলিতে ও বন্ধ করিতে লাগিলেন। সহসা একটী লিখনের উপর তাঁহার নজর পড়িল। পকেট্-বুকের একটী পত্রে লেখা রহিয়াছে "আমার নাম মেরিয়াস পণ্টমারসি। আমার মৃতদেহ ৬নং রু-দে-ফিলে ডু-ক্যাভারিতে, আমার মাতামহ মসিও জিলনরম্যাণ্ডের নিকট পৌছাইবে।"

ভলজীন একদৃষ্টে বাহিরের আলোক পানে চাহিয়া পরিত্রাণের উপায়-পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময়, কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল এবং অতি মৃদুস্বরে কহিল "আধাআধি বখ্রা।"

ভলজীন প্রথমে মনে করিলেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এমনি নিঃশব্দে পদসঞ্চারে আগন্তুক আসিয়াছিল, যে তিনি তাহার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। ইহা কি সম্ভব! এই পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে মনুষ্য-সমাগম কল্পনারও অতীত। লোকটীর গায়ে একটী ব্লাউজ, পায়ে জুতা নাই। কিন্তু দেখিবামাত্র ভলজীন তাহাকে চিনিলেন—সে সেই থেনার্ডিয়ার। এই রূপ আকস্মিকভাবে সেই নরপিশাচকে এই অসম্ভব প্রদেশে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভলজীন এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন কিন্তু তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে তিনি বহুবার ইহা অপেক্ষাও জটিলতার রহস্যের মধ্যে নিপতিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কৃপায় অক্ষত শরীরে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া নিশ্চল ভাববিহীন প্রস্তর-ফলকের আকার ধারণ করিল। ভলজীন্ দেখিবামাত্র থেনার্ডিয়ারকে চিনিলেন, কিন্তু থেনার্ডিয়ার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও ভলজীনকে চিনিতে পারিল না। ভলজীনের মুখ শোণিত-কর্দ্দম-লিপ্ত—এবং সম্পূর্ণভাবে বিকৃত।

এই স্থানে পাঠকের জানিয়া রাখা দরকার যে থেনার্ডিয়ার ও তাহার সঙ্গী গুণ্ডাগণ অধিকদিন জেলে ছিল না। জেলের গবাক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া তাহারা সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। পাছে পুলিশ কর্ত্তৃক আবার ধৃত হয় এই ভয়ে থেনার্ডিয়ার আসিয়া এই নর্দ্দমার মধ্যে তাহার বাসা লইয়াছে। হিংস্র শ্বাপদ যেমন দিনের বেলা তাহাদের অন্ধকারময় গহ্বরে লুকাইয়া থাকে; রাত্রিতে, শীকারের সন্ধানে বাহির হয়। শ্বাপদ-প্রকৃতি থেনার্ডিয়ারেরও কার্য্য সেইরূপ ছিল।

ভলজীনকে দেখিয়া থেনার্ডিয়ার মনে করিল যে সে-ও তাহার সমব্যবসায়ী একজন নিশাচর। সে এই লোকটীকে হত্যা করিয়া তাহার

কাছে যাহা কিছুছিল তাহা লুটিয়া লইয়া, মৃতদেহটীকে সীন্ নদীতে ফেলিয়া দিবার জন্য যাইতেছে। তাই সে ভলজীনের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই আধাআধি বখরার বন্দোবস্ত করিতেছিল।

থেনার্ডিয়ার কহিল "বন্ধু! এখন এই খাঁচা হইতে বাহির হইবে কি করিয়া?"

"তাই ত।'

"তালা ভাঙ্গা অসম্ভব!''

"কি করি?—তাইত ভাবিতেছি!"

"তাহা হইলে আমার সঙ্গে আধাআধি বন্দোবস্ত কর। বাহির হইবার উপায় বলিয়া দিতেছি।"

"তুমি কি বলিতেছ—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"নিন্যে ন্যাকা আর কি? আমি বলিতেছি—যে তুমি লোকটীকে খুন করিয়াছ তো টাকা-কড়ির জন্য। বিনামূল্যে তো একাজ কর নাই। এস—লুণ্ঠিত অর্থ আমরা আধাআধি ভাগ করিয়া লই। তুমি খুন করিয়াছ, বেশ, তার জন্য অর্দ্ধেক লও। আমি পলাইবার উপায় করিয়া দিতেছি। আমাকে অর্দ্ধেক দাও। এই দেখ—আমার নিকট এই তালারই চাবি রহিয়াছে।''

সমস্ত ঘটনাই ভলজীনের নিকট স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভলজীনের মনে হইল যেন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বিপদমুক্ত করিবার জন্যই ভীষণ নরঘাতক দস্যুর মূর্ত্তিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! চাবিটী আবার অতি সাবধানে ব্লাউজের ভিতর দিকের পকেটে রাখিয়া থেনার্ডিয়ার কহিল "দেখিলে তো বন্ধু! এখন বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লও। আমি খাঁচার দ্বার খুলিয়া তোমায়

বাহির করিয়া দিই। আমি তোমাকে এখান হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—চাবি দেখাইলাম। তুমি এখন আমাকে কি দিবে বাহির কর।”

ভলজীন তাঁহার পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন। তাঁহার পকেটে সর্ব্বদাই দুই চারি শত ফ্র্যাঙ্ক থাকিত। তাঁহার অন্ধকারময় বৈচিত্রপূর্ণ জীবন ব্যাপিয়া লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, সর্ব্বদাই অর্থ নিকটে রাখা, ভলজীন একটি নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজি তাহার সঙ্গে টাকা কড়ি বেশী নাই। তিনি যখন সৈনিকের ইউনিফরম্‌ পরিধান করেন, সেই সময়ে তাড়াতাড়িতে তাঁহার পকেটবুকখানি পুরাতন কোটেই থাকিয়া যায়। কয়েকটী মুদ্রামাত্র তাঁহার ওয়েষ্টকোটের পকেটে ছিল। তিনি তাহাই বাহির করিয়া থেনার্ডিয়ারকে দিলেন। থেনার্ডিয়ার একটু বিস্মিত হইয়া কহিল “তা হলে দেখছি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করেছ, বন্ধু!” তাহার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সে একবার নিজে ভলজীনের পকেটগুলি বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিল, মেরিয়াসের পকেটগুলিও তল্লাস করিল। সে খানেও দুই চারিটি মাত্র মুদ্রা পাইল। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত আধাআধি বখরার কথা ভুলিয়া গিয়া থেনার্ডিয়ার সব মুদ্রা কয়টীই আত্মসাৎ করিয়া ভলজীন্‌কে কহিল “বন্ধু এইবার স’রে পড়। আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি।”

ভলজীন সংজ্ঞাহীন মেরিয়াস্‌কে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন। থেনার্ডিয়ার পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া তালা খুলিয়া, ঝাঁঝরিটী এমন একটুখানি ফাঁক করিয়া দিল, যে একজন লোক অতিকষ্টে তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারে। ভলজীন রক্ষা পাইলেন। তিনি নর্দ্দমার মধ্য হইতে সীন্‌ নদীর তীরে মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন!

ভলজীন বাহির হইয়াই সংজ্ঞাশূন্য মেরিয়াসকে সীন্ নদীর চন্দ্রালোকিত সৈকত-শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। অঞ্জলিপুটে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া তাহার মুখে চোখে শীতল জলের ঝাপ্টা দিলেন। তখনও মেরিয়াস্ পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাহীন, কিন্তু তাঁহার মুখ এবং নাসিকা দিয়া অতি ক্ষীণভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছিল। ভলজীন আবার এক অঞ্জলি জল তুলিতেছেন, এমন সময়, কে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিল। ভলজীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন যে একজন দীর্ঘকায় পুলিশের পরিচ্ছদ-ধারী ব্যক্তি। ভলজীন দেখিবামাত্র চিনিলেন—সে ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট। জ্যাভার্ট গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইয়াছিল যে থেনার্ডিয়ার-প্রমুখ কয়েক জন নিশাবিহারী গুণ্ডা ঐ প্রদেশে পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বাস করিতেছে। তাই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার অভিপ্রায়ে জ্যাভার্ট সুড়ঙ্গের মুখে ঘুরিতেছিল।

এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতেই ভলজীন্ আর এক বিপদের মধ্যে পড়িলেন। অতিকষ্টে থেনার্ডিয়ারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া, হাঁফ ছাড়িতে না ছাড়িতেই, ভলজীন জ্যাভার্টের হস্তে পতিত হইলেন। বিপদ ভলজীনের সঙ্গের সাথী। বিপদ তাঁহার সহোদর ভ্রাতার মত। বিশেষ ভলজীনের চেহারা দেখিয়া এখন আর তাঁহাকে ভলজীন বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য। শ্যেন-দৃষ্টি জ্যাভার্টও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। একজন অপরিচিত নূতন নিশাচর-জ্ঞানে জ্যাভার্ট কহিল "কে তুমি ?"

"আমি জন ভলজীন।"

"ভলজীন—এই নাম শুনিয়া জ্যাভার্ট একবার ভলজীনের মুখের নিকট আলোক লইয়া বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এতক্ষণে জ্যাভার্ট চিনিল। ভলজীন বলিলেন "ইন্স্পেক্টার জ্যাভার্ট। এক্ষণে

আমি আপনার বন্দী। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাহা না হইলে আমি আপনাকে আমার ঠিকানা দিতাম না। আমি আত্মসমর্পণ করিতে কৃত নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে একটি মাত্র ভিক্ষা দেন।''

জ্যাভার্ট ভলজীনের কথা কিছুই যেন শুনিতে পাইল না। তাঁহাকে দারুণ চিন্তা মগ্ন বলিয়া বোধ হইল। সে অনিমিষ নয়নে ভলজীনের মুখের পানে দেখিতে লাগিল। এই জ্যাভার্টের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন। এতক্ষণে যেন জ্যাভার্টের চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল "তুমি এখানে কি করিতেছে? এ লোকটিই কে?" জন ভলজীন কহিলেন "এই লোকটীর সম্বন্ধেই একটী কথা আমি আপনাকে বলিতে চাই। আপনি আমাকে যাহা অভিরুচি হয় করিবেন, কিন্তু এই লোকটীকে ইহা বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যে সময় লাগে কেবল সেই সময় টুকু আমাকে অব্যাহতি দেন। আপনি আমার সহিত আসুন। ইহাঁকে পৌছাইয়া দিয়া আমি ধরা দিব।"

জ্যাভার্ট কহিল "এ লোকটাকে আজই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই বিপ্লবকারীগণ সকলে 'মেরিয়াস' 'মেরিয়াস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল।

ভলজীন কহিলেন "হাঁ,—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি ইহাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই আনিয়াছি। লোকটী বিষম আহত হইয়াছে।"

জ্যাভার্ট কহিল "আহত, কি কি!—লোকটীত দেখিতেছি মরিয়াছে।"

ভলজীন কহিলেন "না এখনও মরে নাই। ইহার বাড়ী ৬ নং রু-দে-ফিলেস্‌-ডু-ক্যাভারি। ইহার ঠাকুরদাদার নাম জিলনরম্যাণ্ড।"

অদূরে একখানি ভাড়াটিয়া ক্যাব দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাভার্ট হাঁকিল—

'কোচম্যান্!' কোচম্যান্ ক্যাব্ লইয়া নিকটে আসিল। ভলজীন ও জ্যাভার্ট দুইজনে ধরাধরি করিয়া মেরিয়াস্‌কে গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে একদিকের আসনে শোয়াইয়া দিলেন। অপরদিকের আসনে দুইজনে বসিলেন। জ্যাভার্ট কোচম্যানকে আদেশ দিল "৬নং রুঁ-দে-ফিলে-দু-ক্যাভারি!" ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী যখন মসিও জিলনরম্যাণ্ডের বাটীতে গিয়া পৌছিল তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত। জ্যাভার্ট গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর বহির্দ্বারের 'নকারে' সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। একজন দ্বারবান্ চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জ্যাভার্ট দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বাটী কি মসিও জিলনরম্যাণ্ডের ?"

দ্বারবান্। হাঁ মহাশয়! আপনার প্রয়োজন ?

জ্যাভার্ট। আমরা তাহার দৌহিত্রকে লইয়া আসিয়াছি।

দ্বারবান্‌টী নূতন লোক। তাহার প্রভু যে পুত্র-কলত্র-শূন্য ইহাই তাহার ধারণা ছিল। সে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তাঁহার দৌহিত্র ?" জ্যাভার্ট কহিলেন "হাঁ—তিনি বিপ্লবকারীদিগের দলে মিশিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মৃতপ্রায়, ঐ গাড়ীর মধ্যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছেন।" দ্বারবান্ আর বেশী গোলযোগ না করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পুরাতন ভৃত্য নিকোলেট ও বাস্‌ককে জাগাইয়া সকল কথা বলিল। নিকোলেট ও বাস্‌ক্, জিলনরম্যাণ্ড ও মেরিয়াস সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অবগত ছিল। সেই জন্য এতরাত্রে বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ডের ঘুম ভাঙ্গাইতে তাহারা সাহস করিল না। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহারা

মেরিয়াসকে উপরে লইয়া গিয়া একটী শয়নকক্ষে শোয়াইয়া দিল এবং একজন শীঘ্র ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ভলজীন ও জ্যাভার্ট নীচে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন এমন সময়, ভলজীন কহিলেন "ইনস্পেক্টার জ্যাভার্ট! যখন এতই অনুগ্রহ করিলেন, তবে আমার আর একটী মাত্র অনুরোধ রক্ষা করুন। আমাকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একবার বাড়ীতে যাইতে দিন। তাহার পরে আপনার যাহা অভিরুচি হয় সেইরূপ করিবেন।"

জ্যাভার্ট কিছুক্ষণ নীরবভাবে অধোমুখে কি চিন্তা করিল- পরে কোচম্যানকে কহিল "কোচম্যান! ৭ নং রু-দে-লা-হোম-আরম্।" গাড়ী ভলজীনের বাটীর দিকে চলিল। গাড়ীতে, ভলজীন কিম্বা জ্যাভার্ট কেহই কোন কথা কহিলেন না। উভয়েই নীরব ও চিন্তামগ্ন। ভলজীন চিন্তা করিতেছিলেন, যে যখন ধরা দেওয়াই তাঁহার মত স্থির করিয়াছেন তখন কসেটকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইবেন, মেরিয়াসের ঠিকানা এবং অবস্থার বিষয় তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিবেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু আধটু বন্দোবস্ত যাহা বাকি আছে তাহা সারিয়া লইবেন। আর জ্যাভার্ট কি চিন্তা করিতেছিলেন—তাহা জ্যাভার্ট ভিন্ন অন্য কেহই বলিতে পারে না।

যে গলিতে ভলজীন বাস করিতেন সেই গলিটি সরু এবং তাহার মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিতে পারে না। গাড়ি গিয়া গলির মুখে থামিল। জ্যাভার্ট ও ভলজীন অবতরণ করিলেন। জ্যাভার্ট কোচম্যান্‌কে কহিলেন "তোমার কয় ঘণ্টা হইয়াছে? কত ভাড়া দিব?"

কোচম্যান্ কহিল "মিষ্টার ইন্‌স্পেক্টার! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি সাত ঘণ্টা ও এক কোয়ার্টার হাজির আছি। আর ওই মৃত ব্যক্তির

রক্তে আমার গদীটী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।”

জ্যাভার্ট কহিল “তুমি সর্ব্বশুদ্ধ কত চাও?”

“আশি ফ্র্যাঙ্ক মিষ্টার ইনস্পেক্টার!”

জ্যাভার্ট পকেট হইতে চারিটী নেপোলিয়ন বাহির করিয়া কোচম্যান্‌কে দিলেন। কোচম্যান্ সেলাম করিয়া বিদায় হইল। গাড়ী বিদায় দেওয়াতে ভলজীন মনে করিলেন যে জ্যাভার্ট হয়ত পুলিস ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদব্রজে লইয়া যাইবেন।

ভলজীন তাঁহার বাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্যাভার্ট। ৭নং বাটীতে পৌছিয়া ভলজীন দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দ্বারবান্ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভলজীন একবার জ্যাভার্টের মুখের পানে চাহিলেন। তাহার মনের ভাব এই, যে জ্যাভার্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত বাড়ীর মধ্যে যাইতে পারেন।

জ্যাভার্ট কহিল “আপনি উপরে যান্। আমি এই খানেই আপনার অপেক্ষা করি।”

ভলজীন বিস্মিত হইয়া জ্যাভার্টের মুখের পানে চাহিলেন। আসামীকে স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে দেওয়া জ্যাভার্টের কোষ্ঠীতে কখনও লিখে নাই। বিশেষ, ভলজীনের মত আসামী—যে কতবার জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, যে পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহাদেরই বিচারক-রূপে কত বৎসর কাটাইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

কসেটের নিকট কেমন করিয়া এই সকল কথা বলিবেন, তাহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন,—এই সকল গুরু চিন্তার ভারে নিপীড়িত জন ভলজীন আস্তে আস্তে দ্বিতলের সোপান বহিয়া উঠিতে

লাগিলেন। সিড়ির একটী জানালা। সেই জানালায় দাঁড়াইয়া ভলজান একটু মুক্ত বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি ফটকের নিকট গেল। কই জ্যাভার্ট তো সেখানে নাই! জ্যাভার্ট কোথায় গেল?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

জ্যাভার্টের পরিণাম।

জন ভলজীন্ উপরে চলিয়া গেলেন। জ্যাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র তথায় চিন্তাকুলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রু-দে-লা-হোম-আরম্ রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে চিন্তাভারে অবনতমুখ হইতে দেখা গেল। জীবনে এই প্রথমে তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে আবদ্ধ থাকিতে দেখা গেল। নেপোলিয়নের দুইটী মাত্র চলন-ভঙ্গি ছিল। যখন তিনি কোন বিষয়ে স্থির-সঙ্কল্প ও কৃত-নিশ্চয় হইতেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় বক্ষের উপরে আড়াআড়িভাবে আবদ্ধ থাকিত। যখন তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইতেন তখন তাঁহার দুই হস্ত পশ্চাৎ-দিকে আবদ্ধ থাকিত। জ্যাভার্টকে সকলেই নেপোলিয়নের চলন-ভঙ্গির মধ্যে প্রথমোক্তটির অনুকরণ করিতে দেখিত। আজ সর্ব্বপ্রথমে তাহার এই শেষোক্ত চলন-ভঙ্গি দেখা গেল। আজ জ্যাভার্টের সমস্ত শরীরের মধ্যেই যেন এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার মুখের ভাব এতদিন গম্ভীর ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ছিল। আজ যেন কে তাহার উপরে চিন্তার ছাপ লাগাইয়া দিয়াছে। জ্যাভার্টের বদন আজ প্রাবৃটের বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত কালিমাছায়াঙ্কিত।

জ্যাভার্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। রাজদ্বারে দণ্ডিত একজন নরঘাতক দস্যু তাহার মুক্তি-দাতা—তাহার জীবনরক্ষক! তিনি একজন দস্যুর নিকট তাঁহার জীবনের জন্য ঋণী—এবং সেই ঋণের বিনিময়ে আজ তাহাকে

কর্ত্তব্য ভুলিয়া জানিয়া শুনিয়া বাধ্য হইয়া সেই অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে ! ন্যায়ের চক্ষে, আজ জ্যাভার্ট, দস্যু জন ভলজীনের সহিত, একই সমতলে অবস্থিত।

একটী বিষয় আজ জ্যাভার্টকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। তাহা এই—যে জন ভলজীন তাহার চিরশত্রু জ্যাভার্টকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিল, তাহার জীবন রক্ষা করিল। অপর একটি বিষয়ও অল্প বিস্ময়কর নহে তাহা এই—যে জ্যাভার্টকে বাধ্য হইয়া জীবনের বিনিময়ে জীবন দিতে হইল—হাতে পাইয়া কারাদণ্ডে-দণ্ডিত দস্যু জন ভলজীনকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

সমস্ত চিন্তার মধ্যে একটী চিন্তা জ্যাভার্টকে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিল। সেটী এই—জ্যাভার্ট আজ একটী গুরুতর কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছে। কারামুক্ত কয়েদী জন ভলজীন্ মুক্ত অবস্থায় গুরুতর অপরাধ করিয়া দণ্ডার্হ হইয়াছে; কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। আজ জ্যাভার্টকে বাধ্য হইয়া আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য গ্রাস কাড়িয়া লইতে হইতেছে। যে কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া তিনি স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই আজ তাহাকে অম্লান-বদনে তাহাই করিতে হইতেছে! কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এতদিন তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ সেই ভিত্তি বিচূর্ণিত হইয়াছে। জ্যাভার্টের জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই নিদারুণ অপমান অসহনীয়। এইরূপ জীবন জ্যাভার্টের পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বহনীয়। জ্যাভার্ট মনে করিল "না—এই তুমুল ঝটিকা হইতে উদ্ধার লাভের দুইটি মাত্র উপায় আছে। প্রথম, অবিচলিতভাবে যাইয়া ভলজীনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা। দ্বিতীয়,— * *"

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। চারিদিক কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার-পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বস্থ গ্যাসালোকগুলি চৈত্য আলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। জগৎ সুষুপ্ত! নৈশ প্রকৃতির মুখখানি অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত! ঊর্দ্ধে কাল মেঘের চন্দ্রাতপ নক্ষত্র-লোককে আবরিয়া রাখিয়াছে। রাজপথ জনশূন্য ও নীরব। নটর ডেম্ ও প্যালেস্-অব-জষ্টিস নামক বিচারালয়ের অট্টালিকাদ্বয় সেই অন্ধকারের মধ্যে মাথা জাগাইয়া বিকট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটী মাত্র তীব্র লোহিত আলোক জ্যোতিষ্কের ন্যায় সীন নদীর পুলের উপরে জ্বলিতেছে। জ্যাভার্ট যাইয়া পুলের উপর দাঁড়াইল, মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া লইল। জ্যাভার্ট তাহার মস্তকের মধ্যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিল। মনে করিল, বুঝি নিশীথের শীতল সমীরণ স্পর্শে সে বেদনা নিরাকৃত হইবে। কিন্তু সে আশা তাহার নিষ্ফল হইল, যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে তাহার মস্তিষ্কে সহস্র-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

বর্ষাসমাগমে সীন্ আজ কূলে কূলে পূর্ণা। জ্যাভার্ট পুলের যে স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল, ঠিক তাহার নীচেই সীন্ নদীর দেশ-বিখ্যাত অতলস্পর্শ দহ। বর্ষাগমে নদীর পূর্ণতা ও সলিল-স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে সেই দহের মধ্যে অনেকগুলি পাক পড়িয়াছে। জ্যাভার্ট রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া সীনের এই উন্মাদ উচ্ছাস দেখিতেছিল এবং কি চিন্তা করিতেছিল। রজনী অন্ধকারময়ী। বিশাল সীন নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। নৈশ প্রকৃতি নিস্তব্ধ। জল-কল্লোল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। চুম্বক যেমন লোহকে টানিয়া লয়—আজ এই সাক্ষাৎ ধ্বংশ-রূপিনী তটিনী কি জানি কি এক বিষম অজানিত আকর্ষণে জ্যাভার্ট-

কে টানিতে লাগিল। জ্যাভার্ট কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা তাহার মুখে একটি স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন লক্ষিত হইল। কি এক স্বর্গীয় ভাবে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে টুপিটী লইয়া পুলের উপর রাখিল। একবার করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া জ্যাভার্ট নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। ঝপ্‌ করিয়া একটী শব্দ হইল। বীচি-বিক্ষোভ-বিহ্বলা রাক্ষসী সীন্‌ যেন একটী বিকট হাসি হাসিয়া জ্যাভার্টকে মুহূর্ত্তমধ্যে কবলিত করিয়া ফেলিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মেরিয়াস মাতামহের গৃহে।

যখন মেরিয়াস আহত ও মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহার মাতামহ জিলনরম্যাণ্ডের আবাসে আনীত হইলেন, তখন রাত্রি গভীর। বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড তখন তাঁহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রাভিভূত। আজ দুইদিন ধরিয়া তাঁহার দিনগুলি অতিমাত্র উত্তেজনায় ও রাত্রিগুলি যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্যে ও উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল। জিলনরম্যাণ্ড একজন গোঁড়া রাজভক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে শাসন ও নিয়মের অধীন। বিপ্লববাদী-দলের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান ও নারকীয় শোণিত-লিপ্সা তিনি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের জয়োল্লাস-জনিত আনন্দোচ্ছাস নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিতেছিল। তাঁহার ভৃত্যগণ সকলেই তাঁহার এই মানসিক অবস্থার বিষয় অবগত ছিল। কেহই সেই রাত্রিকালে তাঁহাকে নিদ্রোত্থিত করিতে সাহস পাইল না।

পরদিন প্রভাতে মসিও জিলনরম্যাণ্ড শয্যাত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় পাদচারণ ও বায়ু-সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া তাঁহার ফটকে লাগিল। এই অসময়ে ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বাড়ীতে অসুখ কাহার? তিনি নিজে ত' বেশ সুস্থই আছেন। তবে কি তাঁহার কোন ভৃত্য অসুস্থ হইয়াছে?

ডাক্তার আসিয়াই যে কক্ষে মেরিয়াস ছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যোপরি শায়িত সর্ব্ব অঙ্গে অস্ত্রলেখা-বিমণ্ডিত নিমীলিতাক্ষিযুগ লুপ্ত-সংজ্ঞ মেরিয়াসকে দেখিয়া তিনি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। পলিত-কেশ বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড কক্ষতলে ঠিক মধ্যস্থলে বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান। তাঁহার দৃষ্টি স্থিরভাবে মেরিয়াসের দিকে আবদ্ধ। তাঁহার মস্তক ঈষৎ ডাইন দিকে হেলিয়া রহিয়াছে এবং আবেগ-ভরে অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে। মলিনতার লেশ-মাত্র শূন্য একটি সাদা ধব্‌ধবে ওভার-কোটে তাঁহার সমস্ত শরীর ঢাকা। সেই কোটের কোন খানে একটী দাগ বা ভাঁজ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন একটী মৃতদেহকে তুষার-শুভ্র চৈত্যবসনে আচ্ছাদিত করিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ—ঠিক যেন অন্তিম-সজ্জায় সজ্জিত একটি পরলোকগত মানবের ছায়াময় কায়াখানি মায়ার আকর্ষণে আবার তাহার পুরাতন পরিত্যক্ত আবাসে আসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

বৃদ্ধ একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন—সুকোমল শয্যোপরি শায়িত হতচেতন তাঁহারই হৃদয়ের ধন মেরিয়াস! অজস্র রক্ত-মোক্ষনে মেরিয়াসের দেহ সম্পূর্ণ রক্তহীন—মোমের মত সাদা। সেই ধবল দেহে অগণ্য ক্ষত-চিহ্ন। তাহা হইতে এখনও অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত। বদন মরণ-ছায়াঙ্কিত। বৃদ্ধ মাতামহ একবার ভাল করিয়া দৌহিত্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য-জড় নয়নদ্বয় এখন একেবারেই স্থির। চক্ষু দুইটি ঠিক যেন স্ফটিকের গড়া, মুখখানি মাংসশূন্য অস্থিমাত্রে পর্য্যবসিত নরকঙ্কালের মত। তাঁহার হাত দুইটী ঝুলিয়া পড়িয়াছে; যেন হস্তের পেশীগুলি খুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

আবেগরুদ্ধ কম্পিত-কণ্ঠে বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড কহিলেন "মেরিয়াস!"

ভৃত্য বাস্ক হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে একটু অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিল "হুজুর! এখনি উনি এখানে আনীত হইয়াছেন। উনি যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ আহত হইয়াছেন।"

বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন "তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি। বাস্ক! আমার নিকটে গোপন করিও না। নিষ্ঠুর যাহা বলিয়াছে ঠিক তাহাই করিয়াছে। সে জীবিত অবস্থায় আমার বাড়ীতে ফিরে নাই। বড় অভিমানে আমার সোনার বাছা আমায় ছাড়িয়া গিয়াছিল! মূর্খ আমি!—তখন তাহার মূল্য বুঝি নাই। সেই অনাদর, সেই প্রত্যাখ্যানের বেশ প্রতিশোধ আততায়ী লইয়াছে। আমারই দোষে সে বিপ্লব-পন্থীদিগের দলে মিশিয়া রণক্ষেত্রে তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।"

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে মেরিয়াসের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; একদৃষ্টে দৌহিত্রের মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মেরিয়াস তখনও অচেতন। তাহার দেহ স্থির—শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু—চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত—বক্ষঃস্থল প্রায় স্পন্দন-রহিত! মেরিয়াসের সেই অবস্থা দেখিয়া, আবেগে বৃদ্ধের অধরোষ্ঠ যেন ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড কহিলেন "হৃদয়হীন! নিষ্ঠুর! তোমার মনে শেষে এই ছিল?" বৃদ্ধের হৃদয়মধ্যে আবেগের প্রবল ঝটিকা উঠিল! তাঁহার কথার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত, জড়িত, ঠিক যেন মরণের পরপার হইতে আসিতে আসিতে দূরতায় মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু জল মুছিয়া বৃদ্ধ আবার কহিতে লাগিলেন "আমার সমস্ত সাধ মিটিয়াছে। আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। নির্ম্মম,

তুমি যখন তোমার নিজের জীবনের উপর এতাদৃশ মমতা-বিহীন তখন এ বৃদ্ধের উপর আর তোমার কি মমতা থাকিবে। নরহন্তা ? তুমি এত সামান্য কারণে, এত অল্প উত্তেজনায়, নিজের জীবনটিকে তোমার প্রবৃত্তির মন্দিরে বলি দিলে! এই বৃদ্ধের নিরাশা-পীড়িত দুর্ব্বহ-ভার্‌ জীবনের উপরে আর তোমার কি মায়া থাকিবে ? ”

ঠিক এই সময়ে যেন মেরিয়াসের সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। তাহার অক্ষিপল্লব যেন ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। মেরিয়াস ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। মেরিয়াসের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন “মেরিয়াস্‌, আমার অন্ধকার গৃহের একমাত্র আলোক-বর্ত্তিকা মেরিয়াস, তুমি চক্ষু মেলিয়াছ! তুমি বাঁচিয়া আছ! পরমেশ্বর ধন্য!”

অতিমাত্র আনন্দের আবেগে বৃদ্ধ ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। মেরিয়াস মৃতও জীবিত ও নহে। কয়েক সপ্তাহ তাঁহার খুব জ্বর হইল। সেই প্রবল জ্বরের মধ্যে মেরিয়াস ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেন। যে সকল প্রসঙ্গ তিনি সেই জ্বরের ঘোরে উত্থাপিত করিতেন তাহার প্রায় সকলগুলিই চিত্তবৃত্তির-বিকার-জনিত অসংবদ্ধ প্রলাপমাত্র। কিন্তু একটী চিন্তা—একটি বিষয়ের আন্দোলনে রোগীর বিশেষ অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হইত না—সে চিন্তা, সে আন্দোলন—কসেটের সম্পর্কে।

পরিপাটী-পরিচ্ছদে-সজ্জিত একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ প্রত্যহই আসিয়া দ্বারবান কিম্বা চাকর-বাকরের নিকট রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে খবরবার্ত্তা লইয়া যাইতেন। জীবন-মরণের এই ভীষণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মেরিয়াসের চারি মাস অতিবাহিত হইল। এইবার ডাক্তার তাঁহার রোগীর জীবন-

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা দিতে সমর্থ হইলেন। সুচিকিৎসা ও শুশ্রুষার গুণে অল্পদিন মধ্যেই মেরিয়াস তাঁহার পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইতে লাগিলেন।

এই সকল চিকিৎসা শুশ্রুষা আদর যত্ন আশা আশ্বাস আনন্দ উৎফুল্লতার মধ্যে মেরিয়াসের সমস্ত চিন্তা সমস্ত আশা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা একটি মাত্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে আবদ্ধ—সে কসেট। জ্বরের মধ্যে বিকারের ঘোরে মেরিয়াস বহুবার তাঁহার প্রণয়িনীর নামোচ্চারণ করিয়া কত কি প্রলাপ বকিয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরাইয়া পাওয়ার পরে আর মেরিয়াস কসেটের নাম মুখেও আনেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না, যে তিনি কসেটকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে কসেটের নাম উচ্চারণ করিতেন না, তাহার কারণ—তাঁহার হৃদয় রাতদিন কসেটের পদতলেই পড়িয়া থাকিত। কসেট কোথায়, কি ভাবে, আছে—তাহা কিছুই তিনি জানিতেন না। বিপ্লববাদীদলের সেই সমরাভিনয় মাঝে মাঝে তাঁহার স্মৃতির পটে বিষণ্ণ ঘন কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের মত ফুটিয়া উঠিত। সেই মেঘ-মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রোদ্গীরিত ধূম-পটলান্তরালে মেরিয়াস স্বপ্নাবিষ্টের মত মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতেন—গ্যাভ্রোকের প্রফুল্ল কিশোর মুখ, মাবুফ ও বস্ওয়ে প্রভৃতি বিপ্লব-পন্থীগণের বিকট তাণ্ডব, আর হিমসমাগমে বিগত-শ্রী কমলিনীর ন্যায় দারিদ্র্য-প্রপীড়িতা অভাগিনী ইপোনাইন। মসিও ফকলেভেন্টের ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিটি-কেও সেই রণস্থলের ছবির মধ্য দিয়া উল্কা পিণ্ডের মত চলিয়া যাইতে মেরিয়াস দেখিতে পাইতেন। আর এক সমস্যা!—ফকলেভেন্ট কি অভিপ্রায়ে, কিরূপে যাইয়া বিপ্লব-বাদীদলের সহিত মিশিলেন?—আর সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন সমর-ক্ষেত্র হইতে সাংঘাতিক-রূপে আহত তাঁহার নিজের জীবনই বা কাহার দ্বারা কিরূপে রক্ষিত হইল?—রহস্যের উপরে রহস্যের আবরণ পড়িয়া ব্যাপারটিকে

একেবারে জটিল করিয়া তুলিল। কিন্তু এই প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকার মধ্যে, নৈশ গগনে ধ্রুবতারার ন্যায় একটি স্থির অচঞ্চল অনাবিল আলোক-লক্ষ্যে মেরিয়াসের দৃষ্টি নিরন্তর আবদ্ধ—সে কসেট।

মেরিয়াসের স্থির প্রতিজ্ঞা—কসেটকে কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—–:০:—–

মেরিয়াসের আরোগ্য লাভ।

কিছুদিন মধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ মাতামহের হৃদয়ও এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে মেরিয়াস শয্যোপরি উপবিষ্ট আছেন। অদূরে শয্যাপার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড একদৃষ্টে করুণার্দ্র-হৃদয়ে দৌহিত্রের মুখের পানে চাহিয়া আছেন! দুই জনেই নীরব—কিন্তু সে নীরবতা-টুকু ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ। আকাশে মেঘের সঞ্চার হইলে, প্রকৃতির আস্যে যেমন, হাস্য ও ক্রন্দন, আলো ও ছায়ার একটি বিচিত্র বিকট সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়, এই বিভিন্ন ভাবরাশি, যেমন রঙ্গালয়ে দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মত, একের পর অপরটি, এক অজানিত উপায়ে দর্শকদিগের নয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইয়া উঠে, মেরিয়াসের মুখের ভাবেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল। স্নেহ-প্রবণ-হৃদয় বৃদ্ধ মাতামহের কিন্তু মেরিয়াসের মুখশ্রীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করার শক্তিও ছিল না এবং ইচ্ছা বা অবসরও ছিল না। কারণ বৃদ্ধ একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন—যে আর তিনি তাঁহার দৌহিত্রের বাসনার পথে কণ্টক হইবেন না।

সহসা মেরিয়াসের মুখখানি যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, চাহনি উদ্ভ্রান্তের মত। স্থির-দৃষ্টিতে মাতামহের মুখের দিকে

চাহিয়া মেরিয়াস কহিল "দাদা! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতে চাহি।"

ভাব-গদ্গদ-কণ্ঠে হাস্যোৎফুল্ল-মুখে বৃদ্ধ পিতামহ উত্তর করিলেন "আমার সঙ্গে আবার তোর কি কথা রে শালা?"

"তবে দাদা মহাশয়! আমার কথা শুনবে না?"

"তাই আমি বলছি নাকি? আমি বলছি যে আমি বুড়ো হয়েছি। বুড়োর সঙ্গে ছোকরার আবার কি কোন কথা থাকতে পারে? তা যাক্—যখন বল্‌বি বলছিস্, কথাটা বলেই ফেল্।"

"দাদা! আমি বিয়ে করতে চাই।"

"এই কথা! তার জন্য ভাবনা কি? একটা কনে-টনে দেখে পছন্দ কর্।"

"না দাদা মশাই! কসেটকে না পেলে আমি বাঁচবো না।"

"তাই খুলে বল্ না দাদা! পাবি দাদা! পাবি। আমি দরওয়ানের কাছে সব খবর পেয়েছি। আমার সোনার কসেট একটি বৃদ্ধের মূর্ত্তি ধরে রোজই প্রাতে সন্ধ্যায় এসে তোর খবর নিয়ে যায়। আরও খবর পেয়েছি—সে এখনও সেই ৭নং রু-দে-লা-হোম আরমের বাড়ীতেই সে আছে। কাল তাকে আন্‌তে পাঠাব।"

"না—দাদা মশায়! কাল নয়—আজই।"

"কেন দাদা! আজ যে তুই আমাকে দশবার 'দাদা মশাই' বলে ডেকেছিস্—তাতেই ত' আজকার পুরা দাম উঠে গেছে। সত্য কথা বল্‌তে কি মেরিয়াস!—আমিও মনে মনে এতদিন ধরে একটা মৎলব আঁট্‌ছিলাম। আমি মনে করলাম যে—এ শালা তো দেখছি বুড়োকে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না—দাঁড়াও—শালা যেমন শিকলি-কাটা, তেমনি

এমন একটি সোনার শিকল দিয়ে একে বাঁধতে হবে, যে যেন সে কিছুতেই সেই শিকল না কাটতে পারে। মেরিয়াস! ভাইটি আমার! তুই মনে করেছিলি—যে তোর দাদা-মশাই বুঝি এবারও তোর প্রণয়ের পথে কণ্টক হবে। না ভাই! আমি এত দিনে বুঝতে পেরেছি—যে জগতে যদি কোন মহান্ আকর্ষণ থাকে—তবে সে প্রেম! মেরিয়াস! তুমি কসেটকে ভাল বাসিয়াছ। কসেটকেই তুমি পত্নীরূপে পাইবে।"

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আবার মিলনে।

পরদিন মেরিয়াস অতি প্রত্যুষেই শয্যা-পরিত্যাগ করিয়া একখানি ইজিচেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন। আজ তাঁহার মন বড়ই প্রফুল্ল। ফকলেভেণ্ট আজ কসেটকে লইয়া মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ডও আজ সকাল সকাল উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া মেরিয়াসের কক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। বাস্‌ক্‌ নিকোলেট ও ও অন্যান্য ভৃত্যগণও মেরিয়াসের কক্ষের আশে পাশে ঘুরিতেছে।

ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল। স্মিত-মুখ বৃদ্ধ ফকলেভেণ্ট ফুল্লারবিন্দাননা কসেটের হাত ধরিয়া আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফকলেভেণ্ট ওরফে ভলজীনের বেশভূষা আজ বেশ পরিচ্ছন্ন। তাঁহার পরিধানে একটি সুন্দর কালরংয়ের সার্জ্জের মূল্যবান স্যুট্। গলায় ধবধবে সাদা গলাবন্দ। বাদামি রংয়ের কাগজে জড়ান পুস্তকাকারের একটি প্যাকেট তাঁহার বগলে।

মেরিয়াসের বিধবা মাতৃস্বসা আজি মেরিয়াসকে দেখিতে আসিয়াছেন ইস্কুলের ছাত্রের মত, ভলজীনের বগলে বই দেখিয়া তিনি যেন একটু বিস্মিত হইলেন ; পিতার কাণের নিকট মুখ লইয়া তিনি মৃদুস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই লোকটী কি সকল সময়ই এইরূপ বই বগলে করিয়া ফিরেন নাকি ?"

বৃদ্ধ জিল্‌নরম্যাণ্ড উত্তর করিলেন "লোকটি খুব পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা কখনও বই ছাড়া রাস্তা চলেন না।" তাহার পরে তিনি আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মসিও ট্র্যাক্‌লেভেণ্ট!"

মসিও জিলনরম্যাণ্ড ইচ্ছা করিয়া ফক্‌লেভেণ্টের নাম ঐ রূপ বিকৃত করেন নাই। নাম-সম্বন্ধে একটা অমনোযোগ ও বিস্মৃতি জিলনরম্যাণ্ডের একটা বড় মানষি কায়দা—একটা আমিরী চাল।

বেশী কিছু ভূমিকা বা আড়ম্বর না করিয়াই জিলনরম্যাণ্ড কহিলেন "মসিও ট্র্যাক্‌লেভেণ্ট! আমি আমার দৌহিত্র মসিও-লি-ব্যারন্ মেরিয়াস্ পণ্টমারসির সহিত আপনার কন্যা কসেটের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছি। আপনি এসম্বন্ধে সম্মত আছেন কি?"

ভলজীন কহিলেন "ইহা ত' খুব আনন্দের বিষয়!"

জিলনরম্যাণ্ড একবার মেরিয়াসের দিকে ও তৎপরে কসেটের দিকে অর্থপূর্ণ অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এখন তোমরা স্বচ্ছন্দে এবং অবাধে আলাপ করিতে পার।"

প্রণয়ী-যুগল এই অনুমতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন নাই। দীর্ঘ বিরহের পরে পরস্পর সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা নীরব ভাষায় আপন আপন ব্যথিত ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতেছিলেন! সে ভাষা প্রেমিক-প্রেমিকা ভিন্ন অন্যের নিকট দুর্ব্বোধ্য!

কসেট মেরিয়াসের কাণের কাছে মুখ লইয়া অভিমান-ভরে আবেগ-জড়িত স্বরে কহিল "নিষ্ঠুর! এমনি করিয়া করিয়া বুঝি আপনাকে বলি দিতে হয়?"

মেরিয়াস কহিলেন "সোনা আমার! যখন তোমাকে পাওয়া সম্বন্ধে আমি হতাশ হইলাম—তখন আর আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি?"

কসেট কহিল "আর আমি তোমাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেছি না।"

মেরিয়াস কহিলেন "দেবি! তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না।"

যখন প্রণয়ীযুগলের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল, বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড তখন ভলজীনের সহিত আলাপনে ব্যস্ত। আণ্ট্ জিলনরম্যাণ্ড এই পুরাতন বিষাদময় অন্ধকার গৃহে চারিদিকে সহসা আশা আনন্দ ও আলোকের উৎস ছুটিতে দেখিয়া যেন একটু ঈর্ষান্বিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—মনে মনে যে একটু কুপিতও না হইলেন তাহা বোধ হয় না। কারণ তিনি মেরিয়াসের আপন মাশী। মেরিয়াস মাতৃহীন। মেরিয়াসের বিবাহে তাঁহার মতামত একেবারে লওয়া হইল না। এ উপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় আঘাত করিল। মেরিয়াসের উপর তাঁহার রাগ তত নয়। তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতার উপর।

আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয় বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড তাঁহার কন্যাকে কহিলেন "এত দিনে আমাদের অন্ধকার গৃহ আলোকিত হইল। কেমন চাঁদপানা বউ! আমার মনে হয় যে ব্যারণের গৃহিনী হওয়াটাও তাহার গৌরবের হানিকর। রাণী হইবার জন্যই যেন তাহার জন্ম। রাণী হইলেই তাহাকে মানাইত ভাল। কি সুন্দর, চোখ, নাক, কাণ, ঠোঁট! এমন নিখুঁত সুন্দরী ত নজরে পড়ে না!"

মেরিয়াস ও কসেটের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কহিলেন "বৎসগণ! এমনি করিয়া, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া, অন্ধের ন্যায়, নির্ব্বোধের ন্যায়, পাগলের ন্যায়, পরস্পরকে ভালবাস। কারণ প্রেম মানবের চক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে পরমার্থ জ্ঞানের চরম বিকাশ। এখন আমার দুঃখ হইতেছে

য, আগে আমি কেন এ কথাটা বুঝি নাই। আমি যে আমার সম্পত্তির বেশী ভাগ দান করিয়া ফেলিয়াছি।"

ভলজীনের দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড কহিলেন "মসিও ফ্যাকৃলেভেণ্ট! আমার এখন হাত কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে—যে কেন আমি এত সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিলাম। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন অবশ্য আমার সমস্ত সম্পত্তির উপসত্বই আমার মেরিয়াস ও কসেটের। কিন্তু আমি আর কয়দিন? বড়জোর আর বিশ বৎসর বই ত' না। তাহার পরে ম্যাডাম-লা-ব্যারণকে সামান্য গৃহস্থের মেয়ের মত সঙ্কীর্ণ ভাবে চলিতে হইবে নাকি?—ইহাই আমার বিষম ভাবনা!"

ভলজীন এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহেন নাই। এক্ষণে গম্ভীর-ভাবে কহিলেন "মসিও জিলনরম্যাণ্ড! আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। ম্যাডাইজিল ইউফ্রেজি ফকৃলেভেণ্টের নিজের ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক নগদ টাকা রহিয়াছে।"

বৃদ্ধ জিলনরম্যাণ্ড একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় কহিলেন "—কে সে?—কে এই ম্যাডামইজিল ইউফ্রেজি?"

কসেট কহিল "আমার নামই ইউফ্রেজি ফকৃলেভেণ্ট।"

জিলনরম্যাণ্ড অন্যমনস্ক-ভাবে কহিলেন "ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক!"

ভলজীন কহিলেন "কসেটের একজন পরলোক-গত আত্মীয় আমার হস্তে ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক গচ্ছিত রাখিয়া এই আদেশ দিয়া যান, যে কসেটের ভরণপোষণ ও শিক্ষার্থে যে ব্যয় হইবে তাহা খরচ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা কসেটের বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ দিতে হইবে। মসিও জিলনরম্যাণ্ড

কসেটের ভরণপোষণ ও শিক্ষার্থে ষোল হাজার আন্দাজ ফ্র্যাঙ্ক ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত টাকাই আমার নিকট আছে।"

এইকথা বলিয়া ভলজীন বাদামি কাগজে পুস্তকাকারে জড়ান সেই প্যাকেটটি ধীরে ধীরে খুলিলেন। তাহার মধ্যে তাড়া তাড়া ব্যাঙ্ক নোট। দশ সহস্র ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের, এক একখানি নোট, দশখানি করিয়া গ্রথিত হইয়া, তাহারই ছয় তাড়ায়, ছয় লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের এই বিচিত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

মসিও জিলনর্ম্যাণ্ড চীৎকার করিয়া কহিলেন "অতি সুন্দর কেতাব তো!"

কক্ষের সকলেই এই ব্যাপারে বিস্মিত কিন্তু মেরিয়াস ও কসেটের সে দিকে মনোযোগই নাই। তাহারা তখন পরস্পর আলাপনেই ব্যস্ত।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভলজীনের সতর্কতা।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। চিকিৎসক মত প্রকাশ করিলেন যে আর দুইমাস মধ্যেই মেরিয়াস সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন। এটি ডিসেম্বর মাস। ফেব্রুয়ারীর প্রারম্ভেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। এখনই হইতে তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। আনন্দের দিন বড় শীঘ্র কাটে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জলের মত চলিয়া যাইতে লাগিল। মেরিয়াস কিম্বা কসেট তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল এই টুকু পরিবর্ত্তন বেশ স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহারা সহসা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে নীত হইলেন। কেমন করিয়া, কোন্ রাস্তায়, কাহার যত্নে, যে তাঁহাদের জীবনে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহা স্থির করিতে তাঁহারা কেহই সমর্থ হইলেন না।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে মেরিয়াস তাঁহার হৃদয়-রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন " কসেট ! এ সমস্ত ব্যাপার কি ? "

সরলা মধুর হাসিয়া কহিল "সব, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ।"

উপস্থিত ক্ষেত্রে, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা আবশ্যক, তাহা সমস্তই ভলজীন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া মেয়রের কার্য্য করিয়া আইন-কানুন-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীলা কসেটের সহিত ফ্রান্সের একটি প্রাচীন অভিজাতকুলের একমাত্র বংশধরের এই যৌন-সম্বন্ধ-স্থাপন, যাহাতে আইনতঃ কোনঅংশে দুষ্ট বা অসঙ্গত বলিয়া

বিবেচিত না হয়—তাহার উপায় উদ্ভাবন-কল্পে, তীক্ষ্ণ-ধীশালী অভিজ্ঞ ভলজীনের মস্তিষ্ককে বড় অধিক নিপীড়িত করিতে হইল না। তিনি অতি সহজেই এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। কসেটের প্রকৃত পরিচয় দিলে এ বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; সেইজন্য ভলজীন পরিচয় দিলেন যে, কসেট তাঁহার নিজের কন্যা নহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফক্‌লেভেণ্টের একমাত্র কন্যা। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই পরলোক-গত। কসেটের ভাই ভগ্নী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় কেহই জীবিত নাই। সুতরাং কসেটের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান লওয়া নিষ্প্রয়োজন। দুইজন ফক্‌লেভেণ্ট সেইণ্ট এণ্টোয়াইনের চির কুমারী-আশ্রমে উদ্যান-রক্ষকের কার্য্য করিত। কসেট এই ফক্‌লেভেণ্ট-দ্বয়ের মধ্যে যে একজনের দুহিতা এই মর্ম্মে কুমারী-আশ্রমের প্রধানা এবং অন্যান্য কুমারী-গণ স্পষ্ট সাক্ষ্য দিলেন। আদালতও তাঁহাদের সাক্ষ্য নিঃসংশয়িত ভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। সুচতুর ব্যবহারাজীবের মস্তিষ্ক হইতে একখানি বিশদ দলিল প্রস্তুত হইল। আইনের চক্ষে, সমাজের চক্ষে, কসেট—ম্যাডামইজিল ইউফ্রেজি ফক্‌লেভেণ্ট নামে পরিচিত হইলেন।

ভলজীন যে কসেটের পিতা নহে—এই রহস্য-প্রকাশে আইন ও সমাজ সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু কসেট তাহার হৃদয়ে এক দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সে যখন শুনিল যে ভলজীন তাহার পিতা নহে, সে তাহার খুল্লতাত মাত্র তখন সে মনে বড়ই কষ্ট পাইল। কিন্তু সে কষ্ট বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। শরতের মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের জন্য আকাশে দেখা দিয়া তখনই আবার মিলাইয়া গেল। চারিদিকে হাসির আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। কসেট যে এখন মেরিয়াসকেই

পাইয়াছে! বৃদ্ধ ভলজীন রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যুবক মেরিয়াস আসিয়া সেই শূন্য স্থান দখল করিয়া লইল। জগৎই এইরূপ! সংসারেরই এই গতি! তাহার উপরে আবার কসেট তাহার শৈশব-কাল হইতেই এই রহস্য-জালের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ-ভাবে জড়িত দেখিয়া আসিতেছে। এই অজ্ঞানত-পূর্ব্ব তত্ত্ব-প্রকাশে সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। কিন্তু সে ভলজীনকেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে বিরত হইল না।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মেরিয়াসের উদ্বেগ।

বিবাহের দিন নিকটে আসিতে লাগিল। প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল। কসেট ভলজীনকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহই দুইবার একবার করিয়া জিলনরম্যাণ্ড-ভবনে মেরিয়াসের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। মেরিয়াসও ফকলেভেণ্টের জীবনে একটা রহস্যের আভাস পাইতেন। কিন্তু বৃদ্ধের সস্মিত মুখ, সরল আলাপন ও কসেটের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ—এই সকল বিষয় যুগপৎ স্মরণ-পথে পতিত হইয়া মেরিয়াসকে ফকলেভেণ্ট-সম্বন্ধীয় রহস্য-উদ্ঘাটনের প্রয়াস হইতে বিরত করিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে মেরিয়াস কি বাস্তবিক ফকলেভেণ্টকেই দেখিয়াছিলেন? —না, এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁহার মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং তজ্জনিত তাঁহার স্মৃতিতে একটা আংশিক শূন্যতা আনয়ন করিয়াছে?

কখনও কখনও মেরিয়াস দুইহাতে মুখ চাপিয়া তাঁহার স্মৃতির সমস্ত আলোকরেখা গুলি এককেন্দ্রীভূত করিয়া সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের অতীত ঘটনানিবহ তাঁহার মানস-পটে যথাযথ ভাবে চিত্রিত করিবার জন্য বহুল চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই নিষ্ফল হইত।

একদিন মেরিয়াস কৌশলে ফকলেভেণ্টের নিকট হইতে জেরায় দুই চারিটি কথা বাহির করিয়া লইয়া এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিবার

ইচ্ছা করিলেন। বিপ্লবকারীদিগের খণ্ডযুদ্ধের স্থান ছিল পারিস সহরের রু-দে-লা-সান-ভ্রেরি নামক রাজপথ। মেরিয়াস তাঁহার দলবল লইয়া এই ষ্ট্রীটের মুখেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং সেই স্থানেই তিনি আহত হইয়াছিলেন।

একদিন কথায় কথায় মেরিয়াস হঠাৎ ফকলেভেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি রু-দে-লা-সান্-ভ্রেরি ষ্ট্রীটটি বেশ ভালরকম চিনেন?"

"ঐ ষ্ট্রীট চেনা তো দূরের কথা, তাহার নাম আমি এই সর্ব্বপ্রথমে তোমার কাছে শুনিলাম।"

মেরিয়াসের আর ঐ প্রসঙ্গে অধিকদূর অগ্রসর হইবার অবসর হইল না। তিনি ভাবিলেন—নিশ্চয়, আমারই ভ্রম। আমি যে মস্তিষ্কে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেই আমার স্মৃতিশক্তি এইরূপ বিকৃত হইয়াছে।

সুখময় ভবিষ্যৎ-কল্পনায় মেরিয়াসের দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটিতে লাগিল। যতই দিন নিকট হইতে লাগিল, বিবাহের আয়োজন ততই আগ্রহ ঔৎসুক্য ও আড়ম্বরের সহিত হইতে লাগিল। কবে সেই সুখময় দিন আসিবে—মেরিয়াস উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তবে যে মেরিয়াস এই রমণীয় ভবিষ্যৎ-কল্পনায় সুদূর অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি দুইজন লোকের নিকট কৃতজ্ঞতার অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। ইহার প্রথম থেনার্ডিয়ার—যিনি তাঁহার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়—সেই অজ্ঞাতনামা নিস্বার্থপর বীর যাঁহার অনুকম্পায় মেরিয়াস এখনও জীবিত রহিয়াছেন। এই দুইজন দেবোপম মানবকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মেরিয়াস

ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সমাজের চক্ষে, পৃথিবীর আর সকলের নিকট, দস্যু নরঘাতক থেনার্ডিয়ার ঘৃণিত হইলেও মেরিয়াসের নিকট সে দেবতার ন্যায় বরেণ্য—কারণ সে তাঁহার পিতার জীবন-দাতা। থেনার্ডিয়ারকে খুঁজিয়া বাহির করিতে মেরিয়াস চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কোন মতেই ফলবতী হইল না। থেনার্ডিয়ারের অনুসন্ধান-কল্পে অতি সূক্ষ্ম সূত্র-মাত্রও পাওয়া গেল না। মেরিয়াসের নিজের জীবন যে মহানুভবের অনুগ্রহে রক্ষিত হইয়াছে---সে যে কে?---তাহা সহস্র চেষ্টাতেও স্থিরীকৃত হইল না। মেরিয়াস এই দুইজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

আজ ১৬ই ফেব্রুয়ারী— মেরিয়াস ও কসেটের বিবাহ-রজনী।

সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি ধরিয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে।

সংসারে অবিচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? এই নব-দম্পতির-শিরে পরমেশ্বরের অজস্র আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ-সত্ত্বেও তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন-আকাশে একখণ্ড কাল মেঘের ছায়া দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইলেন।

বিবাহ-আসরে এবং বিবাহ-ভোজে ভলজীনকে কেহই দেখিতে পাইল না। বর-কন্যার হৃদয় আজ আনন্দে পূর্ণ। ভলজীনের অনুপস্থিতি যে বড় একটা কেহ অনুভব করিল তাহা বোধ হয় না। বিশেষ, ভলজীন খবর পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দরজার চাপ লাগিয়া, তিনি একটু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আঘাতটী এখন অতিরিক্তমাত্রায় যন্ত্রণা-দায়ক হইয়াছে এবং চিকিৎসক সেই আঘাত-প্রাপ্ত অঙ্গুলি লইয়া চলাফেরা করিতে নিষেধ করায়, তিনি এই শুভকার্য্যে যোগদান করিতে পারিলেন না।

একদিকে, যখন মহাসমারোহে এই বিবাহ-ব্যাপার সংঘটিত হইতে-ছিল—তখন ভলজীন কি করিতেছিলেন?

ভলজীনের হৃদয় আজি ঘন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। তিনি আজ একটু অন্য দিনের অপেক্ষা অধিক চিন্তিত।

ভলজীনের কক্ষের দ্বার অর্গলাবদ্ধ। তাঁহার টেবিলের উপর সামাদানে একটিমাত্র প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা কক্ষটিকে অস্পষ্টভাবে আলোকিত করিতেছে। ভলজীন করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক উপবিষ্ট। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, মুখশ্রী চিন্তারেখাঙ্কিত।

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভলজীন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে একটি চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া, তাহার একটীর সাহায্যে কাপড়ের আলমারী খুলিলেন, এবং তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি ছিন্ন জীর্ণ পুরাতন বালিকার পরিচ্ছদ বাহির করিলেন—একটি কাল মখমলের ফ্রক্‌, একটি মলিন লিনেনের 'এপ্রণ্‌', একজোড়া তলা-পুরু শক্ত ভারী যুতা, একজোড়া ছিন্ন মোজা, একখানি রুমাল। দশ বৎসর পূর্ব্বে, যে দিন ভলজীন মণ্টফারমিল হোটেলের রাক্ষস থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে কসেটকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন, সেই দিন তিনি কসেটকে যে পোষাকে সজ্জিত করিয়া লইয়া আসেন—এই গুলি সেই পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদগুলি সমস্তই বিবর্ণ, মলিন ও ব্যবহার-জীর্ণ। কিন্তু ভলজীন সে গুলিকে মূল্যবান দ্রব্যের ন্যায় অতি সাবধানে আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

পোষাকগুলিকে বাহির করিয়া ভলজীন ফ্রক্‌টিকে সস্নেহে বারবার চুম্বন করিলেন, এবং সেগুলিকে বিছানার উপর সাজাইয়া নির্নিমেষ নয়নে সেগুলিকে দেখিতে লাগিলেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই লুপ্ত স্মৃতি ভলজীনের নিকট বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে বুঝি

তিনি সেই অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কসেটের হাত ধরিয়া মণ্টফারমিল হইতে পারিসের পথে পদব্রজে চলিতেছেন—কসেটের মুখখানি স্বাধীনতা-জনিত আনন্দে উৎফুল্ল, তাহার কক্ষে একটি বড় পুতুল—তাহার পকেটে ভলজীন-দত্ত একটী সুবর্ণ-মুদ্রা। বালিকা হাস্যমুখী।

পলিত-কেশ বৃদ্ধ ভলজীন বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভলজীন তাঁহার হৃদয়ের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আজিকার সংগ্রামই তাঁহার শেষ সংগ্রাম। সর্ব্বপ্রথমেই ভলজীনের মনে এক অতি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। কসেটের সুখই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মেরিয়াসের সহিত পরিণয়ে আজ কসেট সৌভাগ্যাকাশের উচ্চতম স্তরে অধিরূঢ়া। ভলজীনের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে কামনার বীজ উপ্ত ছিল, আজ তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত। ভলজীনের নৈরাশ্য-তপ্ত-নিশ্বাসে সেই মুঞ্জরিতা লতা কেন শুষ্ক হইয়া যাইবে?

কসেট মেরিয়াসকে চাহিয়াছে—সে তাহাকে পাইয়াছে। মেরিয়াস কসেটকে ভালবাসিয়াছে—কসেট সে ভাল-বাসার প্রতিদান মেরিয়াসকে দিয়াছে। তাহাদের উভয়েরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে। ভলজীনের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে। এই অনন্ত সুখ ও এই অনির্ব্বাচ্য শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছে কে?—ভলজীন। কিন্তু সে রাজ্যে বাস করিবার অধিকার কি তাঁহার আছে?

কসেট একদিন ভলজীনেরই ছিল—কিন্তু আজ সে মেরিয়াসের। ভলজীন তো নিজ-হস্তেই তাঁহার বক্ষপঞ্জরের এই অস্থিখানি খুলিয়া

মেরিয়াসকে দিয়াছেন তবু এখনও কেন তিনি সেই পুরাতনী স্মৃতি-টুকুকে আঁকড়িয়া ধরিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন?

ভলজীন পুলিশ কর্ত্তৃক অন্বেষিত, পশ্চাদ্ধাবিত, কারাদণ্ডে-দণ্ডিত সমাজের চক্ষে ঘৃণিত পতিত কয়েদী—আর এই দুইটি যুবক-যুবতী সংসারানভিজ্ঞ, সরল-হৃদয় প্রাণময় পবিত্রতাময়। কেন ভলজীন তাঁহার কালিমাময় ভাগ্য, ইহাঁদের উজ্জ্বল ভাস্বর সৌভাগ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন? এই নব-পরিণিত দম্পতির শুভ্র নির্ম্মল হস্ত কেন তিনি তাঁহার পঙ্কিল হস্তে টানিয়া লইবেন?

ভলজীন দেখিলেন যে দুইদিক রক্ষা হয় না। তাঁহাকে কসেটের মায়া কাটাইতেই হইবে। আর আত্ম-গোপনের আবশ্যকতা নাই। আর প্রবঞ্চনার মুখোষের প্রয়োজনীয়তা নাই।

এই দুর্ব্বিষহ চিন্তার জ্বালায় ভলজীন সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন; তিনি সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র আসিল না। তিনি কসেটের সেই পরিত্যক্ত ছিন্ন পরিচ্ছদটিকে বারবার চুম্বন করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আমি কসেটের কে ?

পরদিন বেলা দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বে ভলজীন, মসিঁও জিলনরম্যাণ্ডের আলয়ে, মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মেরিয়াস তখনও তাঁহার শয়ন-কক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

ভৃত্য বাস্‌ক্‌ আসিয়া ভলজীনকে বৈঠকখানায় উপবেশন করিতে বলিয়া, ব্যারন্‌ ও ব্যারনেস্‌ পণ্টমারসির নিকট মসিঁও ফকুলেভেণ্টের আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতে গেল। মেরিয়াস তাড়াতাড়ি চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মেরিয়াস কহিলেন "আসুন পিতা! কল্য সকলেই আমরা আপনার অনুপস্থিতির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম। আপনার হাতের ব্যথাটা কেমন আছে? কমিয়াছে কি?"

ভলজীন একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং মেরিয়াসকেও বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মেরিয়াস্‌ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন "পিতা! আর আপনার কোন অজুহাতই আমরা শুনিব না--- আপনাকে ঐ বাসা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের বাড়ীতেই আসিয়া থাকিতে হইবে। দাদা-মহাশয় আপনাকে সঙ্গীরূপে পাইলে কত খুসী হইবেন। কসেটেরও আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইবে। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেই হইবে।"

ভলজীন চিন্তাকুলিত ভাবে কহিলেন "ব্যারন্‌ পণ্টমারসি! আপনি যে সম্মান আমাকে দিতে চাহিতেছেন, আমি তাহা পাইবার নিতান্ত অনুপযুক্ত—আমি একজন কারা-পলায়িত কয়েদী!"

বিশ্বাসের একটা সীমা আছে। মেরিয়াস তাঁহার শ্বশুরের এই খামখেয়ালি কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

জন ভলজীন যে রুমালের বন্ধনে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত কণ্ঠের সহিত ঝুলান ছিল, বাম-হস্তে ধীরে ধীরে সেই রুমালখানি খুলিলেন। তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে যে নেকড়া জড়ান ছিল তাহাও খুলিয়া ফেলিয়া মেরিয়াসকে কহিলেন "দেখুন মসিও-লি-ব্যারন্‌! আমার অঙ্গুষ্ঠে আঘাতের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য এই যে আপনার বিবাহ-ভোজ হইতে আমি দূরে থাকিব। কারণ আপনার বিবাহের দলিল-পত্রে আমার স্বাক্ষর থাকিলে তাহা অপ্রামাণিকরূপে গণ্য হইবার সম্ভব এবং বিবাহও অসিদ্ধ বলিয়া ধার্য্য হইতে পারিত।"

মেরিয়াস হতবুদ্ধির ন্যায় কহিলেন "এ সকলের অর্থ কি?"

ভলজীন কহিলেন "এ সকলের অর্থ এই যে—আমি একজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দাগী আসামী।"

এই কথা শুনিয়া মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন "আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

পূর্ব্ববৎ স্থির-স্বরে ভলজীন কহিলেন "মসিও পণ্টমারসি! আমি উনিশ বৎসর জেল খাটিয়াছি। অধুনা আমি একজন কারা-পলায়িত কয়েদী।"

যদিও মেরিয়াস ভলজীনের কথাগুলি অবিশ্বাস্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, যদিও তিনি ভলজীন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণগুলিকে নিঃসংসয়িত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না তবুও তিনি সহসা এই কঠোর সত্যটির সম্মুখে পড়িয়া, মানুষ কালসর্পের সম্মুখীন হইলে যেমন চমকিয়া উঠে, সেইরূপ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনাকাশে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাল মেঘের ছায়া যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন "বলুন—যদি প্রকাশ করিলেন, তবে সমস্ত রহস্যটুকু ভাঙ্গিয়া বলুন। আপনি কি কসেটের পিতা ?"

মেরিয়াস শিহরিয়া, দুই পা পিছাইয়া গেলেন।

ভলজীন তাঁহার দেহ-যষ্টি একটু উন্নত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন "মহাশয়! আমাদের শপথ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কিনা—জানি না। যদি বিশ্বাস করেন, তবে শুনুন ; আমি পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি যে আমি কসেটের পিতা নহি। ব্যারন্ পণ্টমারসি! কসেটের সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই।"

জড়িত স্বরে মেরিয়াস কহিলেন "তাহা প্রমাণ করিবে কে ?"

ভলজীন কহিলেন "আমি—আমার কথা কি আপনি বিশ্বাস করিতেছেন না ?"

মেরিয়াস একবার স্থির-দৃষ্টিতে ভলজীনের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলেন। ভলজীনের মুখের ভাব কঠোর-যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কিন্তু স্থির, গম্ভীর। তাহার মধ্যে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না।

মেরিয়াস কহিলেন "আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

ভলজীন মেরিয়াসের কথায় যেন একটু তৃপ্ত, একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "আমি কসেটের কে?—সংসারের পথে, ক্ষণিকের তরে মিলিত সহযাত্রী পথিক বই ত' নয়! দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহার অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না। আমি তাহাকে ভালবাসি—সত্য। সে কিরূপ ভালবাসা? যাহারা পুত্র-কলত্র-হীন বৃদ্ধ, জগতের সমস্ত শিশুকেই তাহারা আপনার পুত্রকন্যা-জ্ঞানে ভালবাসে। কসেটের প্রতি আমার ভালবাসাও ঠিক তাই। এই পিতৃমাতৃহীনা অনাথিণী বালিকাকে আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। জানি না কোন্ আকর্ষণে, কোন্ মোহে, তাহাকে নিতান্ত আপনার জ্ঞানে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া লালন-পালন করিয়াছিলাম। কিছুকাল এক সঙ্গে একই রাস্তায় চলিয়া আসিয়া এখন দেখিতেছি যে আমাদের গন্তব্য স্থান ভিন্ন। আমার পথ এক—কসেটের পথ অন্য। এইখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া আবশ্যক। আজ হইতে কসেট ব্যারনেস্ পণ্টমারসি—আমিও আজি হইতে সেই ভীষণ দস্যু জন ভলজীন।"

ভলজীন একটু থামিলেন, এবং একমুহূর্ত্তের জন্য একটু চিন্তা করিয়া লইয়া, আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "হাঁ—ঐ ছয়লক্ষফ্র্যাঙ্ক যাহা কসেট্ বিবাহের যৌতুক পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনাকে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মসিও মেরিয়াস! ঐ প্রভূত ধনের এক কপর্দ্দকও অসদুপায়ে অর্জ্জিত নহে। কসেট কিম্বা আপনি সে সম্বন্ধে তিলমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমার নিকট ঐ সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল মাত্র। আজি আমি আমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছি বলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। অপর দিকে এতদিন আমার বিবেক এক অতি গুরুভারে নিষ্পেষিত হইতেছিল। আপনার

নিকট আমার আসল নাম ব্যক্ত করায় যেন সে ভারও অনেকটা লঘু হইয়াছে।"

ভলজীন একটু স্থির-দৃষ্টিতে মেরিয়াসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই রহস্য-প্রকাশে মেরিয়াসের হৃদয়ে কিরূপ ভাবান্তর হয় সেই টুকু লক্ষ্য করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য। মেরিয়াস নির্বাক্, হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া তিনি কহিলেন "আমার নিকট এ সকল কথা কেন বলিতেছেন? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছি না। এ সকল রহস্য প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও আমি দেখিতেছি না। পুলিশ কিম্বা গোয়েন্দা আপনার পিছনে লাগে নাই। কেহ আপনার এই সকল রহস্য প্রচার করিয়া আপনাকে অবমানিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—এরূপও আমার বোধ হয় না। তবে কেন আপনি এই নিষ্প্রয়োজন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া, আমাদের চক্ষে, জগতের নিকটে নিজেকে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন?"

ভলজীন কহিলেন "মসিও মেরিয়াস! পুলিশ কিম্বা গোয়েন্দা আমার জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে না সত্য কিন্তু আমার নিজের বিবেকই আমাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিতেছে, আমার জীবনকে দুর্ব্বহ-ভার করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যের হস্ত মনুষ্যকে যত কঠোর-ভাবে শাস্তি দিতে পারে, বিবেক তাহা অপেক্ষা সহস্র-গুণে অধিকতর যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি নিজের উপর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বিবেকের শক্তি অপরিমেয়, কার্য্য অদ্ভুত। মসিও মেরিয়াস, আপনি যদি জীবনে সুখী হইতে চাহেন, তবে কর্ত্তব্য জিনিষটা কি?—তাহা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ যখনই আপনি সেই বহুরূপীর বেশধারী

দেবতাকে তাঁহার আসল মূর্ত্তিতে দেখিবেন, তখনই জানিবেন যে তিনি আসিয়া আপনার হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। তখনই আপনি মানবের চক্ষে, বড়ই অসুখী জীব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিলেন। কিন্তু না—বাস্তবিক তাহা নয়। আপনি যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যকে চিনিবেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনাকে আত্মসুখ আত্মাভিমান এক কথায় স্বার্থকে বলি দিতে হইবে,—সত্য। আপনাকে যন্ত্রণার অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে—সত্য। কিন্তু মসিও মেরিয়াস! সে যন্ত্রণায় কত সুখ—কত আনন্দ! আপনি ঈশ্বরের কোলে মাথা রাখিয়া সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারিবেন।”

এই কথা বলিতে বলিতে ভলজীনের কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি ঢোক গিলিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন “মসিও! যখন আমারই অন্তর্নিহিত অন্তরাত্মা আমাকে এত কষ্ট দিতেছে, তখন কেন আমি আর আত্মগোপন করিয়া নিজে কষ্ট পাইব, আপনাদিগকে কষ্ট দিব। ফকলেভেণ্ট তাহার নাম আমাকে কর্জ্জ দিয়াছে—কিন্তু সে ঋণ গ্রহণ করিবার শক্তি আমার কোথায়? মসিও মেরিয়াস! আমার বিবেচনায়, নামে এবং মানুষে কোন প্রভেদ নাই। নামই মানুষ—মানুষই নাম। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া, প্রবঞ্চনার মুখোস পরিয়া, জালমূর্ত্তিতে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু লক্ষগুণে শ্রেয়তর। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটি জীবন্ত মিথ্যা-চাবিরূপে, তাহারই সাহায্যে চোরের মত নিঃশব্দে শঙ্কিত-হস্তে সততার তালা খুলিয়া সৎলোকের মধ্যে মিশিতে যাওয়া, মানুষের মুখের দিকে বক্র-দৃষ্টিতে ছাড়া পূর্ণ-ভাবে চাহিতে অসমর্থ হওয়া—যে কত কষ্টকর!—তাহা আপনাকে কি করিয়া বুঝাইব, মসিও মেরিয়াস? না—না—তাহা অপেক্ষা অনন্ত নরকভোগও

ভাল। তাহা অপেক্ষা নিজের নখ দিয়া নিজের মাংস ছিঁড়িয়া আনাও কম কষ্টকর। তাহা অপেক্ষা নিজের মাংস, অস্থি, মজ্জা, আত্মা নিজ-দন্তে চর্ব্বণ করাও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। মসিও মেরিয়াস! সেই জন্য আপনার নিকট সাধিয়া আত্ম-নিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

ভলজীন যেন অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছিলেন। মেরিয়াস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

ভলজীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "মসিও মেরিয়াস! বোধ হয় এখন আপনার বুঝিতে বাকী নাই যে—কেন আমি আপনার নিকট আমার রহস্য প্রকাশ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি—আপনারা সুখী হউন—যে মায়া আমাকে এতদিন জগতের সহিত কঠিন নাগ-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—আজ আমার সেই পাশ ছিন্ন হইয়াছে। কসেট এখন ব্যারণ মেরিয়াসের গৃহিণী। সে এখন সুখী।

যাহা হউক মসিও মেরিয়াস আপনার নিকট আমার এই শেষ অনুরোধ—রক্ষা করিবেন কি? কসেটের নিকট এসকল কথা কিছুই প্রকাশ করিবেন না। কারণ পুরুষের হৃদয় ভার-বহনে সমর্থ—নারীর হৃদয় কোমল; অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। বাস্তবিক মসিও মেরিয়াস! এই মুহূর্ত্তে আমার প্রধান চিন্তাই এই যে—কসেট এই কথা জানিলে, তাহার মনে কি হইবে? বালিকার হৃদয় কি সে আঘাত সহ্য করিতে পারিবে?"

মেরিয়াস কহিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কসেট কেন?—পৃথিবীর অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি, এই কথা আমার নিকট হইতে জানিতে পারিবে না।"

ভলজীন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন "আমি সমস্ত কথাই এক রকম বলিয়াছি। একটী শেষ কথা—কসেটের সহিত আর এখন আমার সাক্ষাৎ হওয়া অভিলষনীয় নহে। চক্ষুই মানবের প্রধান শত্রু। সেই শত্রুকে যখন পরাজিত করিবার শক্তি আমার নাই, তখন প্রলোভনের নিকট হইতে পলায়নই মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ করি আপনারা সুখী হউন।"

ভলজীন আর কিছু না বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন। মেরিয়াস ও উদ্ভ্রান্তের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। ভলজীনের যথেচ্ছ গমনে বাধা দিবার সাহস তাঁহার হইল না।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

মায়ার বন্ধন।

ভলজীন মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু তাহা পারিলেন কই ?

উল্লিখিত পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে, ভলজীন আর জিলনরম্যাণ্ডের বাটীতে পদার্পণ করিলেন না—কিন্তু কসেটকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সামর্থ্য তাঁহার হইল না। নয়নের পথে যে সাধ তৃপ্ত হইল না, হৃদয়ের পথে তিনি সেই সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন। কসেটের চিন্তায় ভলজীনের আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইল।

ভলজীন এক এক দিন মধ্যরাত্রিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইতেন। বরাবর জিলনরম্যাণ্ডের আবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ কোনও খোলা রোয়াকে বসিয়া একদৃষ্টে কসেটের শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। মুক্ত বাতায়ান-পথে বেড্‌রুম-ল্যাম্পের যে ক্ষীণালোক-টুকু দৃষ্ট হইত ভলজীন মুগ্ধনেত্রে উদাসভাবে তৃষিতের মত তাহাই দেখিতেন।

প্রভাতে, যখন রাস্তায় লোক-চলাচল আরম্ভ হইত, ভলজীন তখন চোরের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে বাড়ী ফিরিতেন—যেন তিনি কি একটা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন।

এদিকে, কসেট তাহার আনন্দময় বর্ত্তমান ও অধিকতর সুখময় ভবিষ্যত-স্বপ্নের অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া যেন ক্রমে ভলজীনের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

মেরিয়াস কসেটকে লাভ করিয়া অবশ্য আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে দুইটী চিন্তা তাঁহাকে একটু উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। প্রথম, থেনার্ডিয়ারের সন্ধান। দ্বিতীয়, তাঁহার নিজের জীবন রক্ষা-কর্ত্তার অন্বেষণ।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সন্ধান মিলিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে মেরিয়াস সবে-মাত্র সান্ধ্য-ভোজন সমাপন করিয়াছেন, এই সময়ে, পরিচারক বাস্‌ক্‌ একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিল যে পত্র-বাহক বৈটকখানায় বসিয়া আছেন এবং মসিও-লি-ব্যারনের আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন।

মেরিয়াস পত্র-খানি হাতে লইবা মাত্র—তাহা হইতে একটি উৎকট তাম্রকূট-গন্ধ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ করিল। সেই গন্ধের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি, বিষাদময়ী স্মৃতি মেরিয়াসের হৃদয়ে জাগরূক হইল। মেরিয়াস শিরোনামাটি পাঠ করিলেন। সেই হস্তাক্ষরও তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। স্মৃতির ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-আন্দোলনে স্বপ্নের মত বিভীষিকা-পরিপূর্ণ জনড্রেট-কক্ষ তাঁহার নয়ন-সমক্ষে বিশদরূপে প্রকটিত হইল।

মেরিয়াসের শরীর মধ্যে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গেল। যে দুইটী বিষয়ের সূত্রানুসন্ধানে মেরিয়াস এত উৎকণ্ঠিত তাহার অন্যতরটী বুঝি ভগবান্ মিলাইয়া দিলেন। মেরিয়াস তাড়া-তাড়ি খামখানি খুলিয়া পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল :—

মসিও লি ব্যারণ!

ঈশ্বরের বিচারে যদি ন্যায়পরতার লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি ‘ব্যারণ থেনার্ডি’ রূপে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিতাম। কিন্তু ভগবানের অবিচারে, আমি পদগৌরব-হীন নগণ্য থেনার্ড মাত্র। যাহা হউক আমি যে প্রয়োজনে অধুনা আপনার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আমার এবং আপনার উভয়েরই মঙ্গলের জন্য। আমি একজনের বিষয়ে কতকগুলি রহস্য অবগত আছি। সে লোকটির সহিত আপনার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইয়াছে। এই লোকটি সর্পের ন্যায় অতর্কিত ভাবে আসিয়া, আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। সে একদিন সর্পের ন্যায় আপনাকে দংশন করিবে। সেই জন্য আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে আপনার সহিত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আলাপ করিতে চাই—ইতি,

বিনীত

থেনার্ড।

পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং লেখকের রহস্যময় লিখন-ভঙ্গি ছন্দোবন্ধ ও ভাবভাবা দেখিয়া মেরিয়াস একটু সন্দেহাকুলিত হইলেন এবং ভৃত্যকে কহিলেন "লোকটিকে ভিতরে লইয়া আইস।"

লোকটি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মেরিয়াস্‌ যেন একটু নিরাশ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি যাহার কথা মনে করিতে ছিলেন এ তো সে লোক নহে। এ লোকটি যে মেরিয়াসের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক বৃদ্ধ। তাহার কেশ পক্ক। নাসিকা অতিরিক্ত মাত্রায় উন্নত। চক্ষে এক জোড়া সবুজ-রংয়ের চসমা; তাহার উপর সবুজবর্ণের সিল্কের আচ্ছাদন। তাহার কেশগুলি অতি যত্নে "পেটো পাড়ান" এবং তদ্দ্বারা ললাটের উপরিভাগ ঢাকা। তাহার পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ। তাহার হস্তে একটি জীর্ণ মলিন ফেল্ট হ্যাট্‌। আগন্তুকের সুঠাম চেহারা এবং পরিচ্ছদ-পারিপাট্য

দেখিয়াই, মেরিয়াসের প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্ত্তের সেই বিস্ময়ের ভাবটুকু অবজ্ঞায় পরিণত হইল। আগন্তুক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মেরিয়াসকে একটি প্রকাণ্ড সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। মেরিয়াস, সেই সময়, একবার তাহার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও ?"

আগন্তুক কহিল "মসিও-লি-ব্যারণ! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথা কয়টি শুনুন। আমেরিকা ভূখণ্ডে, পানামা যোজকের নিকটে লা-জয়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামের সমগ্র অধিবাসীগণ এক সঙ্গে মিলিয়া একখানি বাটীতে বাস করে। এই গ্রামে একটির অধিক বাড়ী নাই। এই বাড়ীখানি ত্রিতল এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত। বাড়ীটি সম-চতুষ্কোণ। এই চতুর্ভুজের প্রত্যেক বাহু পাঁচশত ফিট দীর্ঘ। এই বাড়ীতে প্রবেশের দ্বার কেবলমাত্র একটি। জানালা আদবেই নাই। ভিত্তিগাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। এই সকল ছিদ্রপথে দিবারাত্রি বন্দুক লাগান থাকে। এই গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা আট শত। তাহার সকলেই অস্ত্র-ধারণে ও বন্দুক-চালনে সমর্থ ও অভ্যস্ত। তাহার কারণ কি ? কারণ এই যে এখানকার অসভ্যগণ নরমাংসভোজী এবং হিংস্র শ্বাপদের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। তবে সে খানে লোক যায় কেন ? মসিও-লি-ব্যরণ!—সে খানে লোক যায় এই জন্য—সে খানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়।"

মেরিয়াস অধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সকল কথা আমার নিকট অবতারণা করার অর্থ কি ?"

আগন্তুক কহিল ইহার অর্থ এই যে—মসিও লি ব্যারণ! আমি এই বাহ্য চাকচিক্যশালী রাংতা-মোড়া আধুনিক সভ্যতার উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছি।"

মেরিয়াস কহিলেন "ভূমিকা ছাড়িয়া দিয়া আসল কথা বলুন।"

আগন্তুক কহিল "আসল কথা এই—মসিও-লি-ব্যারন্! আমি এই লা-জয়াতে যাইয়া বাস করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। আমার স্ত্রী ও একটী সুন্দরী সুশীলা কন্যা আছে। ইহাদিগকে লইয়া যাইবার রাস্তা খরচ অনেক টাকার দরকার।

মেরিয়াস অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন "তাহাতে আমার কি?"

আগন্তুক শকুনির ন্যায় একটু গলা বাড়াইয়া, একটু হাসিয়া কহিল "তাহা হইলে, বোধ হয়, মসিও-লি-ব্যারন! আমার পত্রখানি মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করেন নাই।"

বাস্তবিক ও তাই। মেরিয়াস পত্রখানির উপর একবার চোখ বুলাইয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তাহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিবার তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। আগন্তুক কর্ত্তৃক উচ্চারিত—"আমার স্ত্রী ও একটি সুন্দরী সুশীলা কন্যা আছে"—এই কথা কয়টি যেন মেরিয়াসের হৃদয় একটি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি-পাতে উজ্জলিত করিল। আগন্তুক কি তাহা হইলে থেনার্ডিয়ারই! মেরিয়াস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে কহিলেন "আপনার বক্তব্য যাহা থাকে, অল্প কথায় বলুন।"

আগন্তুক একটু সাহস পাইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল "যে আজ্ঞা—মসিও-লি-ব্যারন! আমি সংক্ষেপেই সারিতেছি। আপনার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্কে একটী গূঢ় রহস্য আমি অবগত আছি। সে রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলে, সেই লোকটী রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও অবমানিত ও নিন্দার্হ হইতে হইবে। উপযুক্ত মূল্য পাইলে আমি এই রহস্যটি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

"আমার সহিত, এই রহস্যের কি কোন সম্বন্ধ আছে?"

"আছে—কিন্তু তাহা অতি সামান্য।"

"বেশ!—রহস্যটি কি?—আপনি বলুন।"

"মহাশয়! আপনার বাড়ীতে একজন দস্যু এবং নরঘাতক আছেন। আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।"

মেরিয়াস চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "আমার বাড়ীতে?—না।"

আগন্তুক অবিচলিত ভাবে কহিল "হাঁ মহাশয়! আপনার বাড়ীতেই! অন্যথা আমি এত বড় একটা মিথ্যাপবাদের কথা লইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতাম না। আমি যাহার কথা বলিতেছি সে একজন পুরাণ দাগী আসামী হইলেও, তাহার কতকগুলি নূতন পাপ এবং কুক্রিয়া, যাহা জগতে আমি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, তৎসম্বন্ধে কিছু কথা আমি আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। সে লোকটির নাম এখনই আপনাকে বলিতেছি এবং তজ্জন্য আমি আপনার নিকট টাকা কড়ি কিছুই চাহি না।"

মেরিয়াস কহিলেন "বেশ বলুন। আমি শুনিতেছি।"

"সে লোকটির নাম—জন ভলজীন।"

"আমি তাহা জানি।"

"আপনি হয়ত তাহার নাম জানিতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও চরিত্র-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—। সে একজন দস্যু ও কারামুক্ত কয়েদী—একজন দাগী চোর।"

"তাহাও আমি জানি।"

মেরিয়াসের এই ঔদাসীন্য এবং গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ উত্তর শুনিয়া আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া গেল এবং মনে মনে যে মেরিয়াসের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তাহার অন্তরের এই দারুণ জিঘাংসা মুহূর্ত্তের

জন্য বিজলীর ন্যায় তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। মেরিয়াসের দৃষ্টি-পথ হইতেও তাহা এড়াইল না।

হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া, দন্তুরের হাসি হাসিয়া আগন্তুক আবার বলিতে লাগিল "আমি আপনার কথায় প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। এইমাত্র যে দুইটী রহস্যের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম তাহার সহিত আপনার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাহাই আমার শেষ নয়। আমার কাছে আরও কয়েকটি গুপ্ত সংবাদ পাইবেন—সেই গুলি আপনার জানা প্রয়োজন—সে গুলি ম্যাডাম-লা-ব্যারন্ সম্বন্ধে।"

মেরিয়াস সর্প-দষ্টের ন্যায় যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিলেন।

আগন্তুকের চক্ষু হইতে যেন তড়িতের ন্যায় একটী উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া মেরিয়াসের ভবিষ্যজীবনের সুখ শান্তিটুকুকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত ও অঙ্গারে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইল।

আগন্তুক কহিল "মসিও-লি-ব্যারন্! এই গুপ্ত রহস্যটির মূল্য আমি বিশ-সহস্র ফ্র্যাঙ্ক মাত্র ধার্য্য করিয়াছি। এবং সর্ব্বপ্রথমেই আপনাকে আসিয়া ইহার খরিদ্দার হইতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি ইহা প্রার্থিত মূল্যে ক্রয় না করিলে, তখন আমাকে অন্য ক্রেতার অন্বেষণ করিতে হইবে।"

মেরিয়াস কহিলেন "তুমি যে কথা বলিবে, তাহা আমি জানি।"

আবার সেই ক্রুর হাসি হাসিয়া আগন্তুক কহিল "মসিও-লি-ব্যারন্! আপনি সবই জানেন বলিলে আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আপনি সব জানিতে পারেন, কিন্তু আমি যে কথা বলিতেছি তাহার বিন্দু-বিসর্গ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় লোক জানে না।"

মেরিয়াস একটু উদ্ধত-ভাবে কহিলেন "ভলজীনের বিষয় যাহা তুমি বলিতে আসিয়াছিলে, তাহা যেমন আমার জানা আছে দেখিলে, ম্যাডাম-লা-ব্যারন্ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিতেছ, তাহাও আমি জানি। আরও শুন! দুর্বৃত্ত, রহস্য-ব্যবসায়ী হীনচেতা মানব!—তুমি যে কে?—তাহা ও আমি জানি।"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুতের ভাব না দেখাইয়া আগন্তুক কহিল "সেটা আর বিশেষ কঠিন কি, মসিও-লি-ব্যারন্? আমার নাম তো আমি পত্রেই স্বাক্ষর করিয়াছি। আমার নাম থেনার্ড।"

মেরিয়াস কহিলেন "মিথ্যাবাদী! তোমার নাম—থেনার্ড নহে—থেনার্ডিয়ার।"

বিপন্ন হইলে সজারুর দেহের কাঁটাগুলি সোজা হইয়া উঠে, গুবরে পোকা হাত পা এলাইয়া দিয়া মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া রহে; আগন্তুক কিন্তু হাসিয়া উঠিল। অতি সপ্রস্তুতভাবে তাহার কোটের আস্তিনের উপর হইতে এককণা ধুলি ঝাড়িতে লাগিল।

মেরিয়াস কহিলেন "শুধু তাহাই নহে—তুমিই সেই শ্রমজীবী জনড্রেট—তুমিই অভিনেতা ফ্যাবাণ্টো—তুমিই কবি জেনফ্লো—তুমিই ম্যাডাম বেলিজার্ড—তুমিই সেই মণ্টফারমিলের হোটেলওয়ালা গুণ্ডার সরদার অকৃতজ্ঞ হৃদয়-হীন পশু থেনার্ডিয়ার।"

"আপনি ভুল ঠাওরাইয়াছেন।"

"জুয়াচোর! ঠগ্! আমি তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি। চিনিয়াছি বলিয়াই আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই। দুষ্ট! এই লও তোমার জুয়াচুরির—তোমার গুণ্ডামীর—মূল্য।"

মেরিয়াস এই কথা বলিয়া একটি ছোট আলমারি খুলিলেন তাহার

মধ্য হইতে, হাতের কাছে যাহা পাইলেন—একখানি ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিয়া, তাহা কত ফ্র্যাঙ্কের না দেখিয়াই আগন্তুকের মুখের উপর সেখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াদিলেন। আগন্তুক তাড়াতাড়ি সে খানি উঠাইয়া লইয়া দেখিল যে সেখানি পাঁচশত ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের। নোটখানিধীরে ধীরে পকেটের মধ্যে রাখিয়া থেনার্ডিয়ার মৃদুস্বরে কহিল "মোটে পাঁচ শ' ফ্র্যাঙ্ক। যাহা হউক, মসিও-লি-ব্যারন্‌! আপনি অত চটিবেন না। আমার বক্তব্য আগে শ্রবণ করুন। পরে আমার সম্বন্ধে যাহা উচিত বিবেচনা হয় করিবেন।

এই কথা বলিয়া আগন্তুক মর্কটের ন্যায় ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার ললাটের উপরের "পেটোপাড়া" কেশগুলি উঠাইয়া দিল; নাকের উপর হইতে চস্‌মা জোড়া খুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিল এবং মুখ হইতে মুখোষ-খানি খুলিয়া ফেলিল। আগন্তুকের নিজ-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় কালসর্পের চক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল, ললাট বিস্তৃত, নাসিকা খগচঞ্চুর ন্যায়, মুখের ভাব দারুণ নিষ্ঠুরতা ও দুঃসাহসিকতা-ব্যঞ্জক।

মেরিয়াস দেখিয়াই চিনিলেন যে—এই সেই গুণ্ডা জন্‌ড্রেট ওরফে থেনার্ডিয়ার।

থেনার্ডিয়ার বহুরূপী-বেশে ব্যারন্‌ পণ্টমারসিকে ঠকাইয়া কিছু আদায় করিবার মৎলবে আসিয়াছিল, কিন্তু আপনার চালে আপনিই মাৎ হইল। সে ঠকাইতে আসিয়াছিল মেরিয়াসকে—ঠকিল নিজে। থেনার্ডিয়ার ঠকিল বটে, কিন্তু ঠকিয়াও সে আপনাকে লাভবানই মনে করিল। মেরিয়াসের নিকট প্রাপ্ত পাঁচশত ফ্র্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট সে তাহার সেই নিরাশার ও হীনতার মূল্য ধরিয়া লইল। এইরূপ আকস্মিকভাবে ধরা পড়ায় থেনার্ডিয়ার একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে তো ব্যারন পণ্টমারসিকে

জন্মেও কখনও দেখে নাই। তবে ব্যারন্ তাহাকে কি করিয়া চিনিলেন? —ইহাই থেনার্ডিয়ারের বিষম সমস্যা!

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে থেনার্ডিয়ার ওরফে জনড্রেট-পরিবার যদিও বহুদিন মেরিয়াসের পার্শ্বের কক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তবু থেনার্ডিয়ার মেরিয়াসের মুখ পর্য্যন্ত চিনিত না—চিনিবার প্রয়োজনও তাহার হইত না। কারণ সাহায্যের প্রয়োজন হইলে, তাহার কন্যাদ্বয়ই মেরিয়াসের সহিত সাক্ষাৎ করিত। থেনার্ডিয়ার নিজে মেরিয়াসকে কখনও চক্ষেও দেখে নাই। মেরিয়াস ও ব্যারন্ পণ্টমারসি যে একই লোক ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহাই তাহার বিস্ময়ের কারণ।

থেনার্ডিয়ারকে এইরূপ জব্দ করিয়া, মেরিয়াস বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে এই আমোদ-টুকু উপভোগ করিয়া তিনি কহিলেন "থেনার্ডিয়ার! আমি তোমার প্রকৃত নাম তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে, শুনিতে চাহ কি?—তুমি কি রহস্য বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিয়াছ? তবে শুন—তুমি আমার নিকট জানাইতে আসিয়াছ যে—জন ভলজীন একজন পাকা যুয়াচোর ও জালিয়াত—কারণ সে মসিও ম্যাডিলিনের নাম জাল করিয়া লা ফিটের ব্যাঙ্কে ম্যাডিলিনের গচ্ছিত প্রভূত অর্থ বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়াছিল এবং বিগত ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে সে বিপ্লববাদীগণের দলে মিশিয়া, ইনস্পেক্টার জ্যাভার্টকে হত্যা করিয়াছে।"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া থেনার্ডিয়ার কহিল "মসিও-দি-ব্যারন্! আপনার এই দুইটী সংবাদই মিথ্যা। আমি এখনই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। ভলজীন যত খারাপ লোকই হউক না কেন, সে জালিয়াত নহে। ম্যাডিলিনের নাম জাল করিয়া ভলজীন্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির

করিয়া লইয়া পলাইয়াছে—এ কথা সত্য হওয়া অসম্ভব—কারণ ভলজীনই মসিও ম্যাডিলিন।"

"অসম্ভব!"

"আমি এখনই ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছি।"

"আপনার দ্বিতীয় সংবাদটিও অমূলক। ভলজীন জ্যাভার্টকে হত্যা করে নাই—কারণ জ্যাভার্ট আত্ম-হত্যা করিয়াছে। এবং তাহার আত্ম-হত্যার কথা আদালত-সমক্ষে নিঃসংশয়িত-ভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া থেনার্ডিয়ার তাহার কোটের সুবৃহৎ পকেটের মধ্য হইতে বাদামি রংয়ের কাগজে জড়ান একটী পুলিন্দা বাহির করিল। অতি সন্তর্পণে সেই পুলিন্দাটি খুলিয়া তাহা হইতে দুইখানি পুরাতন সংবাদ-পত্র বাহির করিল। এই সংবাদপত্র দুইখানি যে কত কাল ধরিয়া তাহার কোটের পকেটে অবস্থান করিতেছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে দুইখানি কাগজই মলিন, জীর্ণ ও তাম্রকূটের গন্ধে সুরভিত। এই সংবাদ-পত্র দুইখানির একখানি ১৮২৩ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখের 'ড্র্যাপো-ব্ল্যাঙ্ক' নামক সংবাদ-পত্র। ইহারই সংবাদ-স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে যে কারা-পলায়িত দাগী চোর ভলজীন এবং নকল চুণীর আবিষ্কারক ক্রোড়-পতি সওদাগর, এম-সুর-এম নগরের মেয়র মসিও ম্যাডিলিন একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় সংবাদপত্রখানি ১৮৩২ সালের ১৫ই জুন তারিখের 'মনিটিয়ার।' ইহারই একটী স্তম্ভে জ্যাভার্টের আত্ম-হত্যার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

মেরিয়াস এতক্ষণে বুঝিলেন যে আগন্তুক ঠিক বলিয়াছে। এই দুইটি বিষয়ে তাঁহার ধারণাই ভ্রান্ত। ভলজীন তাঁহার জীবন-কাহিনী মেরিয়াসের নিকট প্রকাশ করায়, তাঁহার চক্ষে যতদূর নামিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে, এই রহস্য প্রকাশে তিনি তাহার অনেক উর্দ্ধে আসন পাইলেন। মেরিয়াস

ত্যাংকার করিয়া কহিলেন "তাহাহইলে এই লোকটা বাস্তবিকেই অদ্ভুত! কসেটের বিবাহের যৌতুক এই প্রভূত অর্থ, তাহা হইলে, তাঁহারই স্বোপার্জ্জিত! তিনিই ম্যাডিলিন—একটা ব্যবসায়ের সংস্কারক, দরিদ্রের বন্ধু, আর্ত্ত ও পীড়িতের আশ্রয়! এই বীরশ্রেষ্ঠই বিপ্লবকারীদিগের হাত হইতে জ্যাভার্টেরও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন! তিনি বাস্তবিকই বীর পুরুষ! তিনি একজন দেবতা।"

থেনার্ডিয়ার কহিল "ভলজান বীর পুরুষও নহে—দেবতাও নহে। সে একজন নরঘাতক—সে একজন পাকা দস্যু।"

মেরিয়াস কহিলেন "চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, দরিদ্র জন ভলজীন পেটের দায়ে একখানি রুটী চুরী করিয়াছিলেন—আর সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া দুর্ব্বলের ও বিপন্নের রক্ষণে যে তিনি আত্ম-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেও কি তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই?"

থেনার্ডিয়ার কহিল "আমি সেই রুটীচুরির কথা বলিতেছি না, মসিও লি-ব্যারন্! আমি যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা অতি অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। ভলজীনের হস্তের শোণিত-কলঙ্ক-রেখা এখনও ভাল করিয়া শুখায় নাই। এবং সেই অসদুপায়ে অর্জ্জিত কলুষিত সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও আজিও ব্যয়িত হয় নাই। পুলিশ এই ঘটনার সূত্র ধরিতে পারে নাই। জগত এই পাপের কথা জানে না। জানে কেবল একটি মাত্র লোক—সে আমি। মসিও-লি-ব্যারন্! হত্যা কখনও চাপা থাকে না, পাপ কখনও ছাপা থাকে না। আজি হউক, কালি হউক, এই হত্যারহস্য প্রকাশিত হইবেই হইবে। মসিও-লি-ব্যারন্! তখন বুঝিবেন যে, পাপী ভলজীন, যে অর্থের লোভ দেখাইয়া কৌশলে, ছলে আপনার এই সংসার-রূপ শান্তিরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই অর্থ, ডাকাতি এবং নরহত্যার

দ্বারা লব্ধ। মসিও-লি-ব্যারন্! আমি এতৎসম্বন্ধে যাহা জানি তাহা সমস্তই যথাযথভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি। তজ্জন্য আমাকে পুরস্কৃত করা—না করা—সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্তাধীন। আপনি মহদাশয়—জানি স্থির জানি যে, আপনি কখনও আমাকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। তবে, আপনি এ কথা বলিতে পারেন যে—এই রহস্য ভলজীনের সম্পর্কে। তুমি তাহারই নিকট কেন আবেদন করিলে না? তাহার অর্থ এই যে, ভলজীন তাহার যথাসর্ব্বস্ব আপনাদিগকে দান করিয়াছে। আমি প্রার্থীরূপে তাহার নিকটে গেলে, সে এক কথায়, আমি সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিয়াছি—এই যুক্তি-যুক্ত অজুহাতে, আমাকে রিক্ত-হস্তে ফিরাইয়া দিবে, সেই জন্য আমি তাহার নিকট না গিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। মসিও-লি-ব্যারন্! আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমি উপবেশন করিতে পারি কি?

মেরিয়াস থেনার্ডিয়ারকে উপবেশন করিতে বলিলেন, নিজেও একখানি আসন টানিয়া লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। থেনার্ডিয়ার গম্ভীরভাবে তাহার কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিতে লাগিল "মসিও-লি-ব্যারন! ১৮৩২ সালের ৬ই জুনের কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। জগতের ইতিহাসে, যুগান্তকারী ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা, জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। ৬ই জুন রাত্রিতে, একটি দুর্ভাগ্য মানব পারিসের ভূগর্ভস্থ একটি পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"

মেরিয়াস সহসা তাঁহার চেয়ারখানি থেনার্ডিয়ারের আসনের দিকে টানিয়া লইয়া মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। থেনার্ডিয়ার তাহা লক্ষ্য করিল, এবং ঠিক বুঝিল যে—গল্প বেশ জমিয়াছে।

সুদক্ষ বক্তা যেমন মধ্যে মধ্যে একটু থামিয়া দেখিয়া লয় যে, শ্রোতৃগণ তাহার বক্তৃতার রসাস্বাদন ঠিক করিতেছে কি না, থেনার্ডিয়ারও সেইরূপ একবার মেরিয়াসের মুখের পানে চাহিয়া, আবার আরম্ভ করিল "মসিও লি ব্যারন! এই হতভাগ্য মানব দুর্ভাগ্যের তীব্র কষাঘাতে লোকালয় ছাড়িয়া এই পয়ঃ প্রণালীর মধ্যে তাহার আবাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে আগম নির্গমের উপায়—দ্বারের চাবিটিও তাহার নিকট ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এই লোকটি একজন অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের উপস্থিতিতে অত্যন্ত শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। এই আগন্তুকের সর্ব্বথা শোণিত-লিপ্ত, তাহার পরিচ্ছদ সিক্ত ও কর্দ্দমলিপ্ত। তাহার স্কন্ধে একটি মৃতদেহ। মৃতদেহের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রচিহ্ন। মৃতের মুখখানি ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তাহার অভিজাত-উদ্ভবের বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। যে লোকটি ঐ মৃতদেহটিকে বহন করিয়া আনিতেছিল তাহার দেহ মৃতের ভারে ন্যুব্জ। সে অতি শঙ্কিত ও সতর্কভাবে পাদ-বিক্ষেপ করিতেছিল। পয়ঃপ্রণালীর অধি-বাসী আগন্তুককে দেখিবামাত্রই বুঝিল যে—সে অর্থলোভে এই নিষ্ঠুর হত্যা সাধন করিয়াছে, এবং তাহার এই দুষ্কার্য্যের সাক্ষ্য লোপ করিবার জন্য মৃতদেহটিকে সীন্ নদীতে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছে।"

মেরিয়াস তাঁহার আসন থেনার্ডিয়ারের চেয়ারের আরও নিকটে সরাইয়া লইলেন এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

থেনার্ডিয়ার আবার বলিতে লাগিল "মসিও-লি-ব্যারন্! বুঝেনই ত'—রাস্তার নীচের নর্দমা ত' আর রাজপথ নহে—যে একজন অপরের অলক্ষিতে গা ঢাকা দিয়া পলাইবে। দুইজনের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ অপরিহার্য্য। আগন্তুক কহিল—আমার স্কন্ধের বোঝার দিকে চাহিয়া দেখুন।

আমাকে এই সুন্দর পিঞ্জর হইতে বাহির হইতেই হইবে। আপনার নিকট বোধ হয় ইহার দ্বারের চাবি আছে। অনুগ্রহ করিয়া আমায় বাহির করিয়া দিন।—মসিও! বক্তার খোস্‌খৎ চেহারা দেখিয়াই পয়ঃপ্রণালীর অধিবাসী লোকটীর অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সে মনে করিল, ইহাকে চাবি না দিলে ত জোর করিয়াই লইবে। তবু লোকটির সহিত সে একটু টাল-বাহানা আরম্ভ করিয়া দিল এবং সেই অবসরে সে ঐ মৃতব্যক্তির গায়ের কোটের পশ্চাদ্দিকের একটি টুক্‌রা ছিঁড়িয়া লইল। সে মনে করিল যে—সেই সূত্র ধরিয়াই হত্যাকারীকে আইনের কবলে নিক্ষেপ করা যাইবে। ধীরে ধীরে চাবি খুলিয়া, সে লোকটিকে বাহির করিয়া দিল আবার তালা বন্ধ করিয়া দিয়া সেও সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। মসিও-লি-ব্যারন্‌! সেই আগন্তুক আর কেহ নহে—জন ভলজীন্‌। আর সেই পয়ঃপ্রণালীর অধিবাসী—অধীন নিজে। এই দেখুন, এই সেই পরিচ্ছদের ছিন্নাংশ।”

এই কথা বলিয়া থেনার্ডিয়ার তাহার পকেট হইতে একখণ্ড কাল রংয়ের বনাতের টুকরা বাহির করিল। টুকরাটি মলিন ও তাহাতে অনেক গুলি কাল কাল দাগ। থেনার্ডিয়ার দুই হাতে করিয়া সেই ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড মেরিয়াসের চক্ষের সম্মুখে, মেলিয়া ধরিল।

মেরিয়াস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ। তাঁহার অক্ষিদ্বয় নির্নিমেষ-ভাবে থেনার্ডিয়ার-ধৃত সেই বস্ত্র-খণ্ডে সন্নদ্ধ। একটিমাত্র কথাও উচ্চারণ না করিয়া তিনি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে আসন হইতে উঠিয়া গিয়া একটি আলমারি খুলিলেন।

মেরিয়াসের এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ কি—বুঝিতে না

পারিয়া থেনার্ডিয়ার একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল এবং মেরিয়াসের মনোযোগ-আকর্ষণ-কল্পে আবার নূতন উৎসাহে সেই গল্প ফাঁদিয়া দিল।

থেনার্ডিয়ার কহিল "মসিও-লি-ব্যারন্! সেই নিহত ব্যক্তি যে একজন প্রভূত ধনশালী বিদেশী, এবং তাঁহার সঙ্গে যে প্রচুর অর্থ ছিল এবং ভলজীন যে সেই ধন অপহরণ করিবার জন্যই তাহাকে খুন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মেরিয়াস আলমারির মধ্য হইতে একটী ছিন্ন কাল বনাতের কোট বাহির করিয়া, সেটিকে থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে কক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আমিই সেই যুবক---ভলজীন যাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। এই দেখ সেই কোট,— যাহা আমার পরিধানে ছিল।"

মেরিয়াস ধীরে ধীরে যাইয়া থেনার্ডিয়ারের হস্ত হইতে বনাতের টুকরাটি লইলেন, টেবিলের উপরে কোট-টিকে বিছাইয়া, তাহার ছিন্ন অংশে আস্তে আস্তে বনাতের টুকরাটি বসাইয়া দিলেন। টুকরাটী ঠিক মিলিয়া গেল। থেনার্ডিয়ার একেবারে বোকা বনিয়া গেল এবং সেখান হইতে অক্ষত-শরীরে প্রস্থান-সম্বন্ধে সন্দেহাকুলিত হওয়া তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ধীর পাদবিক্ষেপে, মেরিয়াস গিয়া আর একটি আল-মারি খুলিলেন, তাহাহইতে দুই হাতে দুই তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া থেনা-ডিয়ারের মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন "শঠ! প্রবঞ্চক! পর-নিন্দুক! তুমি যাহাকে দোষী সপ্রমাণিত করিতে আসিয়াছিলে, পরমেশ্বর তাঁহার দোষ ক্ষালন করিয়া দিলেন। তুমি ডাকাত—তুমি নরহন্তা—তুমি অকৃতজ্ঞ পশু! থেনার্ডিয়ার জনডেট্! আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। তোমার

সমস্ত কার্যাকলাপ আমি জানি। আমি তোমার বিষয়ে যাহা জানি, তাহা প্রকাশ করিলে, তোমাকে যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়—এমন কি, হয় ত' ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলিতে হয়। এই লও পাপী! অর্থের জন্য তুমি এত কুকার্য্য করিয়াছ। এই লও—অর্থ।"

মেরিয়াস আর একখানি হাজার-ফ্র্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট লইয়া থেনার্ডিয়ারের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "থেনার্ডিয়ার জনড্রেট!—এততেও তোমার শিক্ষা হইল না। অর্থেই কি সুখ?—অর্থেই কি শান্তি? আহা নহে। সুখ মনে—শান্তি নির্ম্মল অকলুষিত বিবেকে। দুষ্ট রহস্যবিক্রেতা! এই লও আরও পাঁচশত ফ্র্যাঙ্ক। ওয়াটারলুর পবিত্র স্মৃতি আজ তোমাকে রক্ষা করিল।"

থেনার্ডিয়ার চমকিয়া উঠিয়া কহিল "ওয়াটারলু!"

মেরিয়াস কহিলেন "হাঁ—নরহন্তা! ওয়াটারলু যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তুমি একজন কর্ণেলের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে?"

থেনার্ডিয়ার কহিল "কর্ণেল্ নয়—জেনারেল।"

মেরিয়াস কহিলেন "জেনারেল নয়—কর্ণেল! জেনারেল হইলে, একটি কানাকড়ি দিয়াও আমি তোমাকে সাহায্য করিতাম না। দুর্বৃত্ত! সংসারে যত প্রকারের কুকর্ম্ম আছে তুমি সমস্তই করিয়াছ। এখন আবার নূতন জীবন আরম্ভ কর। এই লও আরও তিন সহস্র ফ্র্যাঙ্ক। কল্য প্রাতেই তোমার কন্যাকে লইয়া আমেরিকায় যাও। মিথ্যাবাদী! তোমার স্ত্রী তো অনেকদিন হইল মরিয়াছে। পার যদি সেখানে পাপের পথ ছাড়িয়া ভদ্রলোকের মত গিয়া বাস কর। আর তাহা যদি ভাল না লাগে তবে সেইখানেই গিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝোল। তুমি আমেরিকায় পৌঁছিয়াছ সংবাদ পাইলে, আমি আমার নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কারকে আদেশ

দিব—তিনি যেন তোমাকে বিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দেন। যাও—হতভাগা!—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

উৎপাটিত-বিষদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে গুমরিতে গুমরিতে থেনার্ডিয়ার মেরিয়াসকে অভিবাদন করিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

মেরিয়াস কসেটের অন্বেষণে ছুটিয়া গেলেন।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কেন আমাকে ভুলিলেন ?

——:০:——

আজ পূর্ণিমা রজনী। কসেট সান্ধ্যভোজনান্তে চন্দ্রালোকিত উদ্যান-মধ্যে পাদচারণা করিতেছে।

বাহিরে যেমন জ্যোৎস্না, গন্ধ, আনন্দ—কসেটের হৃদয়েও তাই। কসেট তাহার বাঞ্ছিতকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইয়াছে। আর তাহার কষ্ট কিসের— তাহার অভাব কি ?

তাহার একমাত্র দুঃখ—ভলজীনের এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন। কসেট ভাবিত যে, যে পিতা তিলমাত্র কন্যাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না, আজ কেমন করিয়া তিনি সেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন ?

কসেট সময়ে সময়ে একান্তে বসিয়া এই কথা ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু আপনাআপনি জলে ভরিয়া আসিত।

পাছে স্বামী কিছু মনে করেন, সেই আশঙ্কায়, সে এই একটি প্রসঙ্গে স্বামীর নিকটে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিত না।

মেরিয়াস দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া কসেটের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গোলাপের ন্যায় রক্তিম গণ্ডে একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া কহিলেন "কসেট! এতদিনে সন্ধান পাইয়াছি—কে সেই ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

কসেট সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল "কে—তিনি ?"

মেরিয়াস কহিলেন "তোমার পিতা! কসেট, তিনি আমারও পিতা। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি জীবিত রহিয়াছি—তাঁহারই কৃপায়, সোণামণি! আমি তোমাকে পাইয়াছি। আরও শোন কসেট! তোমার বিবাহের যৌতুকের সমস্ত টাকাই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত—তিনি সমস্তই তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। এমন মহানুভব কি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে! আর আমরা ?—আমরা সেই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, আমোদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া একবার তাঁহার খবরও লই না। চল সোনা! আমরা উভয়ে গিয়া এখনি তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি।"

উদ্যান-পার্শ্বেই রাজপথ। একখানি ভাড়াটিয়া খালি গাড়ি সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল।

মেরিয়াস কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন—কসেটের হাত ধরিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়াই বলিলেন "৭ নং রু-দে-লা-হোম-আরম্—কোচম্যান্! শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিলে দুনা-ভাড়া বক্‌শিশ্।"

গাড়ীতে বসিয়াই মেরিয়াস কসেটকে কহিলেন "সোণা! এতক্ষণে আমি সব বুঝিতে পারিতেছি। তুমি বলিয়াছ যে গ্যাভ্‌রোক তোমাকে চিঠি দেয় নাই। সেই চিঠি নিশ্চয়ই তোমার পিতার হাতে পড়িয়াছিল। সেই চিঠি পড়িয়াই তিনি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তিনিই আমাকে মরণের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছেন। কি জন্য ?—সোণা! তোমাকে আমায় দিবার জন্য। একবার মনে ভাবিয়া দেখ—সেই দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি আমায় বহিয়া আনিয়াছেন। কসেট! আর আমরা তাঁহার কোন কথাই ভাবিব না। এবার আমরা উভয়ে গিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে ওই কষ্ট

বাসা হইতে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিব। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া আমরা উভয়ে, আমাদের এই নিতান্ত আত্মীয়, এই পরমবন্ধুর পদসেবা করিব।"

গাড়ী আসিয়া ভলজীনের বাটীতে থামিল। মেরিয়াস কসেটকে লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন "কর্ত্তা কোথায়?" ভৃত্য কহিল "উপরে—তাঁহার শয়ন-কক্ষেই আছেন। তিনি ভয়ানক দুর্ব্বল। আজ প্রায় মাসাবধি আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিবেন না।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া কসেট শিহরিয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ভলজীনের কাজ ফুরাইল।

—:০:—

মেরিয়াস ভলজীনের শয়ন-কক্ষের দ্বারে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ভলজীন কহিলেন "কে ?—ভিতরে আসুন।"

দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া মেরিয়াস ও কসেট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়াস কক্ষতলে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কসেট বালিকার ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া ভলজীনের বুকের উপর পড়িল।

ভলজীন একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। ভলজীনের হস্তদ্বয় চেয়ারের বাহুর উপরে বিন্যস্ত; শরীর ক্ষীণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ। কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ভলজীন কহিলেন "কসেট! আসিয়াছ—ঈশ্বর তুমিই ধন্য!"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। প্লাবনের বেগে হৃদয়ের অর্গল টুটিল। কসেট ভলজীনের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আর মেরিয়াস!—

মেরিয়াস নিশ্চলভাবে কক্ষতলে দাঁড়াইয়া বালিকা-হৃদয়ের এই উত্তাল উচ্ছাস দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের হৃদয়ও বর্ষণোন্মুখ জলদের মত বাষ্প-নিপীড়িত।

বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে মেরিয়াস কহিলেন "পিতা!"

ক্ষীণকণ্ঠে ভলজীন কহিলেন "এস বৎস!—তোমরা দুইজনেই আসিয়াছ! ভাল হইয়াছে। আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

মেরিয়াস ভলজীনের পদপ্রান্তে বসিয়া ভাব-গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিলেন "পিতা! আমি ভয়ঙ্কর অপরাধী। আমাকে ক্ষমা করুন।"

ভলজীন কহিলেন "মসিও-লি-ব্যারণ! আমিই অপরাধী। তুমি যে আমায় দেখিতে আসিয়াছ, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি—যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ।"

মেরিয়াস কহিলেন "শুনিলে কসেট! এই মহাপ্রাণ—মানব-দেবতা—আপনার প্রাণের মমতা ছাড়িয়া, সেই বিপদ-সঙ্কুল রণক্ষেত্র হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আনিলেন—আমার হৃদয়ের চির-উপাসিতা তোমাকে আমায় দান করিলেন—তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিয়া অর্জ্জিত এই প্রভূত অর্থ তোমাকে এবং আমাকে দান করিলেন—অপরাধ তাঁহার! অকৃতজ্ঞ নরাধম আমরা! আমাদের নহে।"

ভলজীন কহিলেন "মসিও-লি-ব্যারন্‌! অমন কথা মুখেও আনিও না। আর, আমি যাহা তোমাদের জন্য করিয়াছি—সেটুকু কোন্‌ পিতা মাতা না সন্তানের জন্য করে?"

মেরিয়াস কহিল "আর আপনার কোন কথাই আমরা শুনিব না। আজই আমরা আপনাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব। আপনি আর এ বাড়ীতে থাকিতে পাইবেন না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, একটু মৃদু হাসিয়া, ভলজীন কহিলেন "আমি আজই এ বাড়ী বোধ হয় ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু মসিও! তাহা জন্মের মত—দুই এক দিনের জন্য নয়।"

কসেট এক-দৃষ্টে ভলজীনের মুখের পানে দেখিতে ছিল এবং তাঁহার এই র্থ্যর্থপূর্ণ কথার ভাব কিছুই না বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া রহিল। দুই বিন্দু অশ্রু ভলজীনের নয়নকোণে,—যেন তাঁহার সমস্ত প্রাণটি দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার অক্ষিকোণে আসিয়া দুইটি শুভ্র উজ্জ্বল মুক্তাফল রচনা করিল।

ভলজীন কহিলেন "পরমেশ্বর যে করুণার আধার—এই গভীর সত্যটি আজ আমি এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি। মসিও, তোমরা যে সময়ে এই কক্ষে প্রবেশ করিলে, তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই, আমার চেতনার সমস্ত রশ্মিগুলি এক কেন্দ্রীভূত হইয়া একটি তীব্র উজ্জ্বল আলোক রচনা করিল—সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মাঝে দেখিলাম দিব্য-কান্তি-শালিনী সুষমার অফুরন্ত অক্ষয় ভাণ্ডার —আমার সোণার কসেট!

মসিও পণ্টমারসি! ব্যারনেস পণ্টমারসিকে তাহার পুরাতন 'কসেট' নামেই আমাকে ডাকিতে দিন—আমার সময় নিকট হইয়া আসিতেছে—আমি আর বেশীবার তাহাকে ডাকিব না।

কসেট! আয়ুষ্মতি! এস—তোমার শোভন ললাটে একটি চুম্বন দাও।"

কসেট তাহার সুন্দর সুগঠন ললাট ভলজীনের মুখের নিকট লইয়া গেল। ভলজীনের ওষ্ঠ তুষারের মত হিম।

কসেট চমকিয়া উঠিয়া কহিল "বাবা! তোমার ঠোঁট এত ঠাণ্ডা! তোমার কি অসুখ করিতেছে? তোমার শরীরের মধ্যে কি কিছু কষ্ট কোন গ্লানি অনুভব করিতেছ?"

ভলজীন কহিলেন "কষ্ট!—কই?—না। তবে—"

কসেট জিজ্ঞাসা করিল "তবে—কি?"

ভলজীন একটু মৃদুস্বরে কহিলেন "তবে কি—শুনিবে কসেট—?—আমি মরিতেছি।"

কসেট ও মেরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

মেরিয়াস চীৎকার করিয়া কহিলেন "মরিতেছেন!"

ভলজীন কহিলেন "হাঁ, মেরিয়াস!—কিন্তু তাহাতে কষ্ট কি?"

ভলজীন একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষণোন্মুখ মেঘের কোলে তড়িল্লেখার ন্যায় তাঁহার মুখে একটু হাসি নিমেষে ফুটিয়া উঠিয়া আবার তখনই মিলাইয়া গেল।

ভলজীন কহিলেন "এরূপ মরণ কয়জন মরিতে পায়? এমন সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? কসেট! তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ। আমার কর্ণে মন্দার-সুরভিত নন্দন-কাননে অপ্সরোকণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্বর্গীয় গীতির ন্যায় বোধ হইতেছে। যতক্ষণ এই ক্ষীণ প্রাণটুকু দেহে থাকিবে তোমার ওই মধুমাখা স্বর আমায় শুনিতে দাও।"

মেরিয়াসের শরীর কণ্টকিত, তিনি ভয়ে স্তম্ভীভূত। চীৎকার করিয়া মেরিয়াস কহিলেন "না পিতা! আপনি মরিবেন না। আপনি মরিতে পাইবেন না।"

একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ভলজীন কহিলেন "মরিতে কি আমার ইচ্ছা? যে মরিতেছে—তাহাকে বাঁধিয়া রাখা কি মানুষের সাধ্য আছে, মেরিয়াস?

মেরিয়াস কহিলেন "পিতা! এখনও আপনার দেহ সবল, স্মৃতি অটুট রহিয়াছে। এরূপ দেহে কি মরণ সম্ভব?"

জন ভলজীন তাঁহার মস্তক ঈষৎ উঠাইলেন, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মেরিয়াস ও কসেটের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন "মেরিয়াস! তুমি আমাকে মরিতে নিষেধ করিতেছ। কি জানি—মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা? জানি

না—হয় ত'—তোমার নিষেধ আমি শুনিতে পারি। তোমরা এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই, আমার আত্মা জীবন মরণের ঠিক সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। তোমাদের আগমনে সে আবার জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। তখন আমার মরা হইল না।"

মেরিয়াস কহিলেন "পিতা! আমি নিশ্চয় বলিতেছি—আপনি মরিবেন না। আমি এখনই আপনাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব। সেখানে, কসেট ও আমি দিন-রাত আপনার কাছে বসিয়া থাকিব, আপনার সেবা করিব। শীঘ্রই আপনার অসুখ ভাল হইয়া যাইবে। পিতা! আমি আপনার চরণে অপরাধী। সমস্ত জীবন ধরিয়া আপনার সেবা করিয়া আমি সেই পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

জন ভলজীন একটু হাসিলেন।

তিনি হাসিয়া কহিলেন "মসিও পণ্টমারসি! যদি তুমি এখন আমাকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাও, তাহা হইলেও কি আমাকে তুমি মরণের হাত হইতে ধরিয়া রাখিতে পারিবে?—না!—পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। আমার এখন চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার কথা শুন—অধীর হইও না। শত চেষ্টাতেও আর আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি আমার নিজের মনে ঠিক বুঝিতেছি—যে আমার সময় হইয়াছে। কসেট! তোমার স্বামী অতি সুন্দর। আমার কাছে থাকিয়া তুমি যত সুখী ছিলে, তোমার স্বামীর গৃহে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী হইবে।"

ভলজীন কসেটকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন।

ভলজীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "কসেট। মেরিয়াস! একটি কথা—তোমাদিগকে যে টাকা যৌতুক দেওয়া হইয়াছে, অসদুপায়ে

অর্জ্জিত বলিয়া—সেই অর্থ স্পর্শ করিতে বোধ হয় তোমরা ইচ্ছা করিতেছ না। নসিও পণ্টমারসি! মরণের কূলে দাঁড়াইয়া তোমাদিগকে মিথ্যা বলিতেছি না। ঐ অর্থ সম্পূর্ণ সদুপায়ে অর্জ্জিত। তোমরা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে তাহা ব্যবহার করিতে পার।"

ভলজীনের পরিচারিকা বুঝিয়াছিল যে তাহার প্রভু আর বাঁচিবেন না; সে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার মরণের অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে কবাট ঠেলিয়া ভলজীনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে—সে যাহা ভাবিতেছিল— তাহাই ঠিক। ভলজীনের অবস্থা ভাল নয়।

সে মৃদুস্বরে কহিল "একজন পাদরীকে সংবাদ দিব না কি?"

ভলজীন তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে আপনার শিয়রের দিকে দেখাইয়া বলিলেন "ওই দেখ— আমার পাদরী অনেকক্ষণ হইতে ওই খানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

ভলজীন ঠিক উপলব্ধি করিতেছিলেন যে বিশপ মিরিয়েলের অবরাত্মা ছায়ামূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহাকে অমর-ধামে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা কারতেছেন!

কসেট ও মেরিয়াস হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান! যন্ত্রণায় তাঁহাদিগের বাক্যের দুয়ার রুদ্ধ। নিরাশায় তাঁহাদিগের সর্ব্বশরীর কম্পিত। এক এক মূহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল—ভলজীনের জীবন-প্রদীপ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হইয়া উঠিল; মরণের ছায়া আসিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঝাঁপিয়া ফেলিল! এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভলজীনের মুখ-মণ্ডল বিভাসিত হইয়া উঠিল।

ভলজীন, কসেট ও মেরিয়াসকে তাঁহার নিকটে একটু সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন "কসেট! মেরিয়াস! আমি

তোমাদিগের দুইজনকেই প্রাণের ন্যায় ভালবাসি। কসেট! তুমিও আমাকে ভালবাস—আমি তাহা জানি। আমি মরিয়া গেলে, তুমি আমার জন্য কাঁদিবে?—না?—কাঁদিও না। আমি গেলাম বটে। কিন্তু তোমাকে যাহার নিকটে রাখিয়া গেলাম, সে তোমাকে সুখী করিবে। ব্যারন্ পণ্টমারসি তোমাকে ভালবাসে। আমার যাহা কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়াছি—কারণ তুমিই আমার জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র ছিলে। আশা করি তুমি সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিবে। কসেট! আমার শিয়রে ম্যাণ্টেল-পিসের উপরে ঐ দেখ দুইটি রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদান রহিয়াছে। তুমি নিজ-হস্তে ঐ বাতিদান দুইটীতে দুইটি বাতি পরাইয়া জ্বালিয়া দাও। ঐ বাতিদান দুইটী রৌপ্য-নির্ম্মিত। কিন্তু আমার হিসাবে ঐ দুইটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত! সুবর্ণ কেন—হীরক হইতেও অধিকতর মূল্যবান। এই আলোকাধারে প্রজ্জ্বালিত বর্ত্তিকা, দেবতার মন্দিরে প্রজ্জ্বালিত হোম-শিখার ন্যায় পূত। আমি জানি না যে—সেই দেবোপম মানব, যিনি ঐ দুইটি আমাকে দান করিয়াছিলেন—তিনি স্বর্গ হইতে এই মুহূর্ত্তে আমার উপর তাঁহার সানুকম্প দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন কি না—আমি জানি না যে—সেই মহানুভব আমার কার্য্যে আমার উপরে প্রীত আছেন কি না? কিন্তু আমার যাহা সাধ্য—আমি তাহা করিয়াছি। বৎসগণ! মনে রাখিও—আমি বড়ই দরিদ্র। আমার শেষ-শয্যার উপরে তোমরা মহার্ঘ মর্ম্মর-ময় স্মৃতিস্তম্ভ রচিত করিলে আমার পরলোক-গত আত্মা অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। কবরস্থানে, দরিদ্রের জন্য নিরূপিত প্রদেশে, যেন আমার শেষ-শয্যা রচিত হয়। একখানি স্বল্পমূল্যের প্রস্তর-খণ্ড-মাত্র যেন সেই স্থানটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সেই প্রস্তর-ফলকের উপর আমার নাম খোদিত করিও না। যদি কসেট মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার চরম-বিশ্রাম স্থান দেখিয়া

যায়, তাহাহইলেই আমার আত্মা পরম শান্তি পাইবে। আর তুমিও—মসিও পণ্টমারসি! এই শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন বিষয়ই তোমাদের নিকট গোপন করিব না। মসিও! আমি স্বীকার করিতেছি যে—তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতে, আমি তোমাকে বড় ভাল চক্ষে দেখি নাই। কি জন্য—তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেটি বোধ হয় সংস্কার। আমার মন বলিয়া দিতেছিল—ভলজীন! এই যুবকই তোমার বক্ষপঞ্জরের অস্থি খুলিয়া লইবে—তোমার কসেটকে কাড়িয়া লইবে। যাহা হউক, এক্ষণে, কসেটও তুমি, আমার চক্ষে এক। আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ—কারণ তুমি কসেটকে সুখী করিয়াছ। মসিও পণ্টমারসি! তুমি বুঝিবে না—কসেটকে আমি কত ভালবাসিতাম! তাহার সুন্দর মুখখানিতে হাসির ছটা দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে গলিয়া যাইত তাহার মুখখানি মলিন দেখিলে আমার নিকট পৃথিবী শূন্য বলিয়া বোধ হইত।

কসেট! ঐ দেরাজের মধ্যে একখানি পাঁচশত ফ্র্যাঙ্কের নোট আছে। আমার অন্ত্যেষ্টির পরে, সেইখানি ভাঙ্গাইয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিও।

কসেট! ঐ দেখ—আমার বিছানার উপরে একটি ছিন্ন পরিচ্ছদ রহিয়াছে। তুমি চিনিতে পার কি—ওই পরিচ্ছদটি কাহার?—তবুও মোটে দশ বৎসরের কথা! সময় কত শীঘ্র চলিয়া যায়!

সরলা! তোমার মায়ের কথা, বোধ হয়, তোমার কিছুই মনে পড়ে না। তাহার নামও, বোধ হয়, তুমি জান না। তোমার মায়ের নাম 'ফ্যাণ্টাইন'। যথনই এই নামটি তোমার মনে হইবে তখনই ঈশ্বরের নিকট তোমার মাতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিও। কসেট!

তোমার দুর্ভাগিনী জননী জীবনে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই। কিন্তু সে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। তাহার ভাগ্যে চিরদুঃখ—তোমার ভাগ্যে সুখ। বিধির বিচিত্র বিধান!

কসেট! মেরিয়াস! আমি চলিলাম। তোমরা দুইজনে আসিয়া আমার দুই পাশে বস। আমার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিও। আরও একটু সরিয়া আইস। আমাকে তোমাদের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিতে দাও। আশীর্ব্বাদ করি! চিরসুখী হও।"

কসেট ও মেরিয়াস দুইজনে জানু পাতিয়া ভলজীনের দুই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাঁহার মরণহিম করতলে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। সেই হস্তদ্বয় স্পন্দন-রহিত হইয়া আসিল। ভলজীনের মুখ স্বর্গীয় সুষমান্বিত, দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাষিত। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঊর্দ্ধে, ভগবানের পদপ্রান্তে, সন্নদ্ধ।

ভলজীনের কার্য্যময়, দুঃখময়, বৈচিত্র্যময় জীবন-নাটকের অভিনয় সমাপ্ত হইল। তাঁহার আত্মা স্বর্গে—না নরকে?

পিয়ারি ল্যাসের কবরস্থানের এক অনন্বেষিত অংশে একটী রোরুদ্যমান উইলো-বৃক্ষের তলে বনজাত লতাপুষ্প এবং হরিৎ তৃণে সমাচ্ছাদিত একটি কবরের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই কবরটীর স্মৃতি-স্তম্ভ একখানি অমার্জ্জিত প্রস্তর-ফলক। তাহাতে নাম পর্য্যন্ত খোদিত নাই।

অনেক—অনেক বৎসর পূর্ব্বে একটি অজানিত হস্ত পেন্সিল দ্বারা কয়েকটি ছত্র এই নগ্ন প্রস্তরফলকের উপরে লিখিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে সেই ছত্র কয়টী অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, স্থলে স্থলে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার যে টুকু বুঝা যায় তাহা এই :—

হেথা—মরণের কোলে, সুখ-সুপ্ত!

চির-অভিশপ্ত ছিল—জীবন তাঁহার।

জর্জ্জরিত অদৃষ্টের তীব্র কষাঘাতে।

তবু—কষিত সুবর্ণ সম উজ্জ্বল ভাস্বর—

জন্ম তাঁর পর-হিত তরে।

কর্ম্ম শেষ হলে,

কর্ম্মী বহিবে কেমনে গুরু জীবনের ভার?

তাই চলি গেলা, খেলা সাঙ্গ করি,

প্রকৃতি নিয়মে—

নিশা যথা আসে দিবা চলে গেলে

বিধি-বদ্ধ ক্রমে।"

সমাপ্ত।

অরুণা।

(সামাজিক উপন্যাস)

ইংলণ্ডের প্রথিত-নাম্নী উপন্যাস-লেখিকা

মিসেস্ হেন্‌রি উডের

ইস্টলীন

অবলম্বনে

"রিজিয়া" প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন রায় বি, এল,

প্রণীত—

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

সুরমার প্রতিশোধ।

(উপন্যাস)

মেবারাধিপতি মহারাণা প্রতাপসিংহ ও সম্রাট আকবরের মেবারাভিযান অবলম্বনে—

"রিজিয়া" প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন রায় বি, এল,

প্রণীত—

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।